৫৭ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫৭ বর্ষ, ৪১ সংখ্যা, ১২ শ্রাবণ – ১৮ শ্রাবণ, ১৪৩০ ঃ ২৯ জুলাই – ৪ আগস্ট, ২০২৩ | Kolkata : 57 year : Vol No.: 57, Issue No. 41, 29 July - 4 August, 2023 | ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

ফিরে দেখা ৫০

শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ।

তিনের পাতায়

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী

৭ এর পাতায়

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : গভীর রাতের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল

হাওড়ার মঙ্গলাহাটের আড়াই হাজার দোকান। পুজোর আগে সব হারিয়ে ভেঙে পড়েছেন ব্যবসায়ীরা। মুখ্যমন্ত্রী কমিটি গড়ে তিনদিনের মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলেছেন।

রবিবার : জাতীয় শিক্ষানীতি অনুসারে স্কুল স্তরে মাতৃভাষায় শিক্ষা

নিশ্চিত করতে ইংরেজি ছাড়াও ২২ ভারতীয় ভাষায় পুস্তক প্রকাশ করা হবে বলে জানিয়ে দিল সিবিএসই। এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী।

সোমবার : ভয়াবহ দুর্যোগে হিমাচল প্রদেশ যেন ধ্বংসস্তূপ।

প্রবল বর্ষণে জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র সিমলা, কুলু, মানালিতে ভেসে গেছে মানুষ, গাড়ি, বাস। নদীতে ভেসে যাচ্ছে মৃতদেহ।

মঙ্গলবার : পশ্চিমবঙ্গে ভোট পরবর্তী হিংসা থামাতে আরও ১০

দিন কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন থাকবে বলে জানিয়ে দিল কলকাতা হাই কোর্ট। পঞ্চায়েত ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনী আসা নিয়ে জলঘোলা হয়েছে প্রচুর ।

বুধবার : শিক্ষায় নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে সিবিআই ইডি তদন্ত চলছে

রাজ্যে। তার গতি নিয়ে বিচারপতিরা সন্তুষ্ট না হলেও এবার শিক্ষায় বদলি দুর্নীতির তদন্ত ভার সিবিআই ইডির হাতে তুলে দিলেন বিচারপতি।

বৃহস্পতিবার : পঞ্চায়েত ভোট পর্ব শেষ হলেও ভাঙ্গড়ে কিছুতেই

থামছে না রাজনৈতিক হিংসা। রাজ্য পুলিশের উপর আস্থা হারিয়ে ভাঙ্গড়ে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার ভার বারুইপুর জেলা পুলিশের হাত থেকে নিয়ে দেওয়া হল কলকাতা পুলিশকে।

শুক্রবার : তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী উলুবেড়িয়ার

এসডিও এবং উলুবেড়িয়া–১ ব্লকের বিডিও ও আর এক সরকারি আধিকারিককে সাসপেন্ড করার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বাংলার নির্বাচনী ইতিহাসে এ এক অভূতপূর্ব রায়। ।

সবজান্তা খবরওয়ালা

ভোটের আগুনে জোটের জল পোড়া ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন বাঙালি

ওঙ্কার মিত্র

১৯৫২ সালের পর থেকে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক সার্কাসের তাঁবুতে কত যে ট্রাপিজের খেলা দেখা গেছে তার ইয়ত্তা নেই। ১৯৬৭র পর তো কে কখন কোথায় গিয়ে উঠছে তা বোঝা দায় হয়ে উঠেছিল বাংলার মানুষের। কংগ্রেস ভাঙছে, কমিউনিস্টরা ভাঙছে, ধর্মীয় দলের উত্থান পতন ঘটছে, রাজনৈতিক ক্ষমতার লোভে একে অপরকে ছিঁড়ে খাচ্ছে বাঙালি। তাঁবু জুড়ে সে সব খেলা ছিল রীতিমতো রোমহর্ষক। গ্যালারিতে বসে যারা সে সব খেলা দেখেছে তাদের অভিজ্ঞতাতেই আসলে জন্ম হয়েছে রাজনৈতিক সচেতন বাঙালি প্রজন্মের।

এই খেলা শেষ হয় ১৯৭৭এর নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর। কংগ্রেস ১৯৭২এর ২১৬ থেকে নেমে এল ২০ আসনে আর সিপিএম ১৪ থেকে উঠে এল ১৭৭এ। এরপর কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে মমতা ব্যানার্জী নতুন দল করার আগে অবধি পশ্চিমবঙ্গের নিস্তরঙ্গ রাজনৈতিক আকাশে শুধুই কমিউনিস্টদের আস্ফালন। লাল ঝাণ্ডার এমন দাপট যে, মরিচঝাঁপি,

আনন্দমার্গী হত্যাকান্ডের পরেও কারুর টু শব্দটি করার সাহস হয়নি। এর মধ্যে সিদ্ধার্থ রায় মন্ত্রীসভার দুটি অসমাপ্ত কাজ ভূমি সংস্কার ও নির্বাচনের মাধ্যমে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত গঠন করে বঙ্গবাসীর মনে পাকাপাকি জায়গা করে নিলেন জ্যোতি বসু, প্রমোদ দাসগুপ্তরা। মমতা ব্যানার্জী প্রথম পথে নেমে বুঝিয়ে দিলেন পঞ্চায়েতের নামে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে আর গণসংগঠনের উপর ভর করে কিভাবে ফুলে ফেঁপে উঠছে সর্বহারা বামপন্থীরা। এরপর যত দিন এগিয়েছে, বিরোধী শক্তি যত মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে ততই ক্ষমতা দখল ও অবৈধ অর্থ উপার্জনের যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে পঞ্চায়েত নির্বাচন। এ যুদ্ধ এমনই যে মমতা ব্যানার্জীর মত প্রতিবাদী নেত্রীও তা রোধ করতে পারেননি। ফলে তাঁর আমলের তৃতীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন সব রেকর্ড ভেঙে চরমতম হিংসার নিদর্শন রেখে গেল বাংলার নির্বাচনী ইতিহাসে। সব নজির সরিয়ে ফেলে এবার নির্বাচনী সন্ত্রাসের খোলাখুলি নগ্ন অঙ্গ হয়ে পড়ল প্রশাসন এবং নির্বাচন কমিশন। ৫২জন বাঙালির বলি, রক্তপাত, গণতন্ত্রের ধর্ষণ দেখেও চুপ করে রইল কেন্দ্রীয় সরকার। ফোঁস করে রিপোর্ট নিয়ে দিল্লি থেকে ফিরে মুখে নুন পড়া জোঁকের মত চুপ করে গেলেন কেন্দ্রের প্রতিনিধি রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান রাজ্যপাল। সাধারণ শান্তিপ্রিয়, উন্নয়নকামী বাঙালি সব ভরসা হারিয়ে তাই আদালতের মুখাপেক্ষী। কিন্তু সময় যত এগোচ্ছে আদালতের ভূমিকাও যেন ক্রমশঃ ধোঁয়াশাচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

কপিল মুনির মন্দির ও সমুদ্রতট বাঁচাতে ফ্লপ 'ট্রেটাপট'

কুণাল মালিক

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সাগর দ্বীপের কপিল মুনির মন্দির সংলগ্ন সমুদ্রতট বাঁচাতে গত বছর গঙ্গা সাগর মেলার আগে সেচ দপ্তর ট্রেটাপট পদ্ধতিকে কাজে লাগাতে প্রায় ১৬ কোটি টাকা ব্যয় করেছিল। সে যাত্রায় কোনক্রমে সাগর মেলায় আগত পুণ্যার্থীদের পুণ্য স্নান সম্পন্ন হয়েছিল। কিন্তু দিন যত গড়িয়েছে সমুদ্রের জলোচ্ছাসে ততই সমুদ্রতটে ভাঙন বেড়েছে। ট্রেটাপট পদ্ধতিও আর কাজে আসছে না। ক্রমশই তা ভাঙছে। কপিলমুনির মন্দির এবং সমুদ্রতট কতদিন সুরক্ষিত থাকবে। তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। ইতিমধ্যেই সেচ দপ্তর ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এখনও সাগর মেলার ৬ মাস বাকি। তার মধ্যে যদি বড় কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসে, তার প্রভাব কতটা সাগরদ্বীপে পড়ে, সেটা চিন্তার বিষয়।

সাগরের বিধায়ক তথা সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা বলেন, কপিল মুনির মন্দির ও সমুদ্রতট বাঁচানোর জন্য 'ট্রেটাপট' পদ্ধতির মাধ্যমে একটি পাইলট প্রজেক্ট চলছিল। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে তাতেও রক্ষা করা যাচ্ছে না সমুদ্রতট। সেচ দপ্তর বিষয়টি দেখছে। নতুন পরিকল্পনা করা হচ্ছে। সাগর মেলার আগে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে বলে মন্ত্রী আশ্বাস দেন। সাগরের বিডিও সুদীপ্ত কুমার মণ্ডল বলেন, সেচ দপ্তর ভোটের পর আমাকে কোনো রিপোর্ট দেয় নি। টেট্রাপট পদ্ধতি টিকবে কি টিকবে না, সেটা ওরা বলতে পারবে। আমি কোনো কিছু মন্তব্য করতে পারব না। তবে স্থানীয় মানুষজন বলছেন, পরিস্থিতি কিন্তু ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছে।

এই ট্রেটাপট কপিল মুনির আশ্রম বাঁচাতে তো পারেইনি উপরন্তু সমস্যা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে পর্যটক এবং ব্যবসায়ীদের। হয়েছে। এ এক অদ্ভুত বিড়ম্বনা। যেখানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সাগর দ্বীপকে এক পর্যটনের বিস্তারিত রূপ দিতে চাইছেন সেখানে এমতাবস্থায় পর্যটকেরা মুখ ঘোরাচ্ছেন। তাই এর প্রভাব পড়ছে ব্যবসার দিকে। যেই রাস্তা দিয়ে সোজা মন্দির থেকে সমুদ্রতটে আসা যেত স্নান করবার

গঙ্গাসাগরের সময় বসানো 'ট্রেটাপট'।

ট্রেটাপট আর নেই, অন্য কিছুর খোঁজে চলছে পরিদর্শন।

বালুকাতটে রাশি রাশি মাটির প্রলেপে সমুদ্রতট হয়ে উঠেছে কাদামাটি তটে। পর্যটকেরা সমুদ্র স্নানে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন। কাদামাটিতে পা হড়কে বাচ্ছা এবং বয়স্করা পড়ে যাচ্ছে। কিছু কিছু পর্যটকেরা মজার ছলে বলছেন, সমুদ্রতট এখন নদী তটে পরিণত জন্য সেই রাস্তা এখন সমুদ্রতটের জন্য বন্ধ। ওই মূল রাস্তার দুধারেই খাবারের দোকান থেকে শুরু করে বিভিন্ন দোকানের পসরা গড়ে উঠেছে। কিন্তু এখন ওই রাস্তা ব্যবহার না হওয়ায় মাছি তাড়াতে হচ্ছে ব্যবসায়ীদের।

এরপর পাঁচের পাতায়

নেতৃত্বের অসহযোগিতায় মতুয়াদের সমর্থন হারাচ্ছে বিজেপি

কল্যাণ রায়চৌধুরী

পশ্চিমবঙ্গে শাসকদলের বিভিন্ন দুর্নীতিকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতি অনেকদিন ধরেই সরগরম। সদ্য সমাপ্ত পঞ্চায়েত নির্বাচনে শাসক দলের বিরুদ্ধে তার প্রভাব পড়ার ব্যাপারে রাজ্যের রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহল একপ্রকার নিশ্চিত ছিলেন। কিন্তু পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পরে দেখা গেল নির্বাচনে তার যে প্রভাব পড়ার আশঙ্কা ছিল, কার্যত তা পড়েনি। বিশেষ করে যে নিয়োগ দুর্নীতি একেবারে লাগামছাড়া আকার ধারণ করেছিল, তার প্রভাবও অনুপস্থিত। ২০১৯–এর লোকসভা নির্বাচনে এবং ২০২১ এর বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি তৃণমূলের সঙ্গে টক্কর দিয়ে যেভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছিল, পঞ্চায়েত নির্বাচনে তা একেবারে ম্লান হয়ে যায়। এর প্রধান কারণ হিসেবে রাজ্যের মতুয়া ভোটের একটা বড় অংশ শাসকদলকে সমর্থন করে বলে বিশ্লেষক মহলের ধারণা। এদিকে আর প্রায় আট নয় মাস পরেই রাজ্যে লোকসভা নির্বাচন। বিগত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে ৪২টি লোকসভা আসনের মধ্যে ১৮টি আসনে জয়ী হয়ে দ্বিতীয় স্থানের দখল নিয়ে রীতিমতো সাড়া ফেলে দেয়। কিন্তু পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফলের নিরিখে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি মতুয়াদের সমর্থন হারিয়ে অপ্রাসঙ্গিক হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহল।

এ প্রসঙ্গে সর্বভারতীয় 'মতুয়া মহাসঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক তথা শিক্ষক মহীতোষ বৈদ্য তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'যারা একেবারে নিরপেক্ষ অর্থাৎ রাজনৈতিক দলভুক্ত নয় তার সংখ্যাটা অধিকাংশ। আবার কিছু মতুয়া আছেন যারা সিপিএম কিম্বা তৃণমূল অথবা বিজেপি বা কংগ্রেসের অন্ধভক্ত। সেই ভোট গুলো নিয়ে কোনও অসুবিধা নেই। কারণ এই ভোটগুলো একএকটা রাজনৈতিক পকেটস্থ ভোট। এগুলো এদিক ওদিক যাবার সম্ভাবনা নেই। তবে নিরপেক্ষ ভোটগুলো স্যুইং হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে। তবে নাগরিকত্বের ইস্যু নিয়ে মতুয়াদের মধ্যে যে আশার সঞ্চার হয়েছিল তা এখন অনেকাংশে বিলীন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে তৃণমূলকে একমাত্র বিজেপিই পারবে উৎখাত করতে পারবে, এই আশা নিয়ে যারা বিজেপির পক্ষে ভোট দিয়েছিল তারা যখন দেখছে যে এতেও তৃণমূলকে সরানো যাচ্ছে না, তখন তারা কিন্তু আবার পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলকে সমর্থন করতে শুরু করেছে। গত লোকসভা নির্বাচনের পরে বিধানসভা নির্বাচনের সময় তারা সাহস করে বিজেপিকে ভোট দিয়েছিল। এজন্যে তাদের উপর বিভিন্ন আক্রমণ নেমে আসে। তাদের বাঁচানোর জন্যে বিজেপি কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ করে নি। এ কারণে সেই সব মতুয়ারা যথেষ্ট হতাশ। তবে মতুয়াদের দীর্ঘদিন ধরে একটাই দাবি, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনকে বলবৎকরণ। এটা নিয়ে মতুয়াদের বড়মা বীণাপাণি দেবীর আমল থেকে লড়াইট চলছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

ট্রলার ডুবি

অমিত মন্ডল : মাছ ধরতে গিয়ে আবারো বিপদের মুখে পড়ল মৎস্যজীবীরা। গভীর সমুদ্রে ইলিশ ধরতে গিয়ে ডুবে গেল একটি মৎস্যজীবী ট্রলার। যদিও এই ঘটনায় সমস্ত মৎস্যজীবীকে উদ্ধার করা গিয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিকেল নাগাদ দক্ষিণ ২৪ পরগনার গঙ্গাসাগর থেকে আরও গভীরে প্রবল ঢেউয়ের দাপটে উল্টে যায় মা শীতলা নামের একটি মৎস্যজীবী ট্রলার। ট্রলারটি ডুবে যাওয়ার পর ট্রলারে থাকা ড্রাম ধরে কোনওক্রমে বাঁচার চেষ্টা করেন ৮ মৎস্যজীবী। ঘণ্টাখানেক ধরে বঙ্গোপসাগরের উত্তাল ঢেউয়ের মধ্যে ভাসতে থাকেন তাঁরা।

ঘটনাস্থল থেকে কিছুটা দূর থেকে যাওয়া অন্য একটি ট্রলারের কর্মীরা এগিয়ে আছেন মৎস্যজীবীদের উদ্ধারের জন্য। দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় ডুবে যাওয়া ট্রলারের মৎস্যজীবীদের উদ্ধার করেন তারা। উদ্ধারের পর

প্রত্যেককে নিয়ে যাওয়া হয়েছে পূর্ব মেদিনীপুরে। মৎস্যজীবীদের চিকিৎসা চলছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। সমস্ত মৎস্যজীবীকে উদ্ধার করা সম্ভব হলেও ডুবে যাওয়ার ট্রলারটিকে উদ্ধার করা যায়নি।

সিঁড়ি সাফের উপায় থাকলেও সদিচ্ছার অভাবে হড়কাচ্ছে গণতন্ত্র

গণতন্ত্রের অশ্রুপাত/২

শক্তি ধর

গত সংখ্যায় শুনিয়েছিলাম গণতন্ত্রের প্রথম সোপান ভোটার তালিকায় ভুয়ো নামের শ্যাওলা জমার কথা। মৃত ভোটার বাদ না দিয়ে ভোটার তালিকাকে অহেতুক স্ফীত করার কাহিনী। এবার শোনাবো সেই শ্যাওলা পরিষ্কার করতে অনিচ্ছার কথা।

নির্বাচক তালিকার ইতিহাস বলছে নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচন আধিকারিকরা ইচ্ছা করলে অনেকটাই স্বচ্ছ করে তুলতে পারেন ভোটার তালিকাকে। আর এই কাজটি আগ্রহের সঙ্গে করলে প্রজাতন্ত্র রক্ষা পায় এবং গণতন্ত্রের ভিতটাও মজবুত হয়।

প্রথমে বলা যাক, কমিশন নির্বাচক তালিকাকে স্বচ্ছ করার জন্য কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। অতীতে বছরে একবার ফর্ম সংগ্রহের মাধ্যমে নাম সংযোজন, বিয়োজন এবং সংশোধনের কাজ হতো যাকে বলা হয় 'সামারি রিভিশন অফ ইলেকটোরাল রোল'। এখন বেশ কিছু বছর ধরে সামারি রিভিশনের আগে 'হাউজ টু হাউজ সার্ভে'র মাধ্যমে প্রতি বছর বিএলওদের দিয়ে পরিবারের সকলের নাম একটি রেজিস্টারে নথিভুক্ত করা হচ্ছে। উদ্দেশ্য, এই রেজিস্টার থেকে নতুন, মৃত ও স্থানান্তরিত ভোটারের যে তথ্য উঠে আসবে তার প্রতিফলন ঘটানো হবে ভোটার তালিকায়। কিন্তু সময় ও লোকবলের অভাবে এই লক্ষ্য কতটা বাস্তবায়িত হয় তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। কারণ এই কাজে যেসব আধিকারিক ও কর্মীদের নিযুক্ত করা হয় সকলেই বিভিন্ন দফতর থেকে আসা কর্মী। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিজের দপ্তরের কাজ সামলে গণতন্ত্র রক্ষার এই প্রথম সোপানটিকে যথাযথভাবে সাফ সুতরো রাখা প্রায় অসম্ভব। এভাবেই চলছে দশকের পর দশক। গণতন্ত্রের উৎসবে নেই কমিশনের

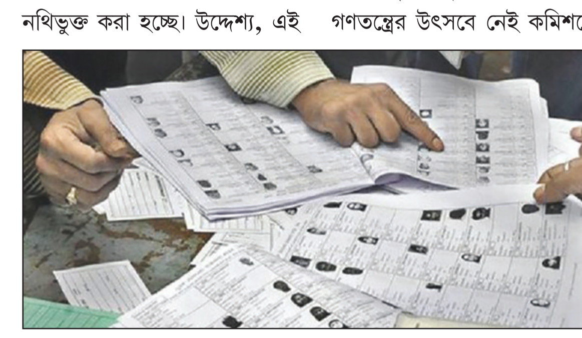

নিজস্ব কোন কর্মী। এছাড়াও, কমিশন মৃত নাম বাদ দেওয়ার জন্য আর একটি পথ অবলম্বন করে শ্মশান ও কবরখানা থেকে তালিকা সংগ্রহ করে।

এরপর পাঁচের পাতায়

কানাইলাল ভট্টাচার্যকে অপরাধী হিসাবে চিহ্নিত করায় প্রতিবাদ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়

জয়নগর মজিলপুরের সু সন্তান বিপ্লবী কানাইলাল ভট্টাচার্যকে আলিপুর জেলের মিউজিয়ামে অপরাধী হিসাবে নামাঙ্কিত করার তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ জানালো হেরিটেজ কমিটি ফর গ্রেটার জয়নগর ও বিপ্লবী কানাইলাল ভট্টাচার্য স্মৃতিরক্ষা কমিটি। সম্প্রতি রাজ্য সরকার আলিপুর জেলকে আলিপুর মিউজিয়ামে রূপান্তরিত করেছে এবং সেখানে স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস সম্বলিত স্থায়ী প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছে। এই প্রদর্শনীতে বিপ্লবী শহীদ কানাইলাল ভট্টাচার্যকে একজন অপরাধী হিসাবে নামাঙ্কিত করা হয়েছে। কানাইলাল ভট্টাচার্যের মৃতদেহের ছবির তলায় লেখা হয়েছে 'কানাইলাল

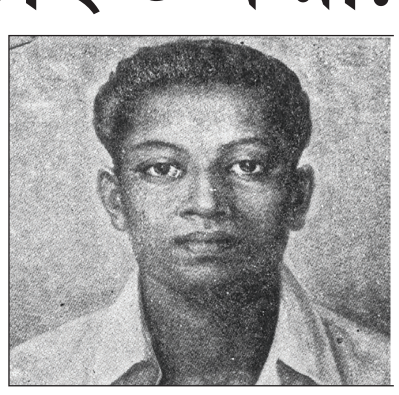

ভট্টাচার্যের পকেটে পাওয়ার নোটের ইংরেজি অনুবাদ যদিও অপরাধী কানাইলাল ছিলেন বিমল গুপ্ত ছিলেন না। যা অনেক পরে জানা যায়।'

জয়নগর মজিলপুরের মানুষ বিপ্লবী কানাইলাল ভট্টাচার্য রাইটার্স বিল্ডিং–র অলিন্দ যুদ্ধের অন্যতম নায়ক বিপ্লবী দীনেশ গুপ্তের ফাঁসীর আদেশ যিনি দিয়েছিলেন সেই বিচারক গার্লিককে ১৯৩১ সালের ২৭ জুলাই আলিপুর কোর্টের মধ্যে কর্মরত অবস্থায় হত্যা করে শাস্তি দিয়েছিলেন। হত্যার পর তিনি পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে কোর্টের মধ্যে আত্মহত্যা করেন। তাঁর পকেটে পেডি হত্যার নায়ক মেদিনীপুরের বিপ্লবী বিমল দাশগুপ্তের নামাঙ্কিত চিরকুট রাখা ছিল। এই চিরকুট লিখে তিনি পুলিশের কাছ থেকে লুকিয়ে থাকা বিপ্লবী বিমল দাশগুপ্তের প্রাণ রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ একজন শহীদের মৃত্যু বরণ করছেন, কিন্তু তার কোন প্রচার না চেয়ে অন্য এক বিপ্লবীকে বাঁচাতে চাইছেন।

এরপর পাঁচের পাতায়

Joy Guru Joy Guru Joy Guru

AIMS GARMENTS

AIMS deals with 100% cotton based Corporate Shirt, Corporate Tshirt & Corporate Trousers which makes some difference in your life style. Fell proud to be extraordinarily in crowd! We are here to fulfill your dreams!

City office :
7/8 Poddar Nagar, Ground Floor,
Beside South City Mall, Kolkata - 700068, West Bengal

Corporate office :
Bakhrahat Sulekha Dutta Market, Ground Floor,
Bakhrahat, South 24 Parganas, Pin-743377
West Bengal

Mob. - 9831260696 / 8777013479 / 9051624414
E-mail -aimsgarments328@gmail.com
www.aimsgarments.com

উত্তরের আঙিনায়

পাহাড়ে আপাতত বন্ধ টয়ট্রেন

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি : ভরা বর্ষা, প্রায় পর্যটক শূন্য পাহাড়। এরকম পরিস্থিতিতে পাহাড়ে বন্ধ হয়েছে টয়ট্রেন পরিষেবা। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। সব মিলিয়ে উত্তর–পূর্ব সীমান্ত রেল আপাতত টয় ট্রেন বন্ধ চলাচল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মোট চারটি জয় রাইড বন্ধ থাকছে। বৃহস্পতিবার ২০ জুলাই থেকে বন্ধ হয়েছে পরিষেবা। তবে দার্জিলিং ও ঘুমের মধ্যে বেশ কয়েকটি জয়রাইড চলাচল করবে বলে জানানো হয়েছে। দার্জিলিং ভ্রমণের মূল আকর্ষণ টয় ট্রেন। দূর দূরান্ত থেকে প্রচুর পর্যটক টয়ট্রেন সফর করতে দার্জিলিং এসে থাকেন। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে, তারা আশাবাদী যে পূজোর আগে আবার স্বাভাবিক হবে পরিষেবা ।

ভরা বর্ষাতেও জলের আকাল জল কষ্টে ভুগছে শহরবাসী

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : ভরা বর্ষা, তীব্র জল কষ্টে ভুগছে শহরবাসী। প্রসঙ্গত বেশ কিছুদিন ধরে দেখা যাচ্ছে শিলিগুড়ি মিউনিসিপাল এলাকাগুলিতে তীব্র জল কষ্টে ভুগছে সাধারণ মানুষ। বেশ কিছু এলাকায় জল আসছে না। আবার দেখা যাচ্ছে খুব অল্প সময়ের মধ্যে জল চলে যাচ্ছে। নাকাল হচ্ছেন এলাকাবাসী। জলের জন্য রাস্তায় রাস্তায় লাইন , পানীয় জল নেওয়ার জন্য দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হচ্ছে আমজনতাকে। এই বিষয়ে পুরসভা জানিয়েছে,

অত্যাধিক বৃষ্টিপাতের কারণে ফুলবাড়ীর জল অপরিশ্রুত হয়ে গেছে। পরিশ্রুত করতে বেশ সময় লাগছে, যার জন্যই জলের সমস্যা দেখা যাচ্ছে শহরে। পুরসভায় জলের সমস্যা নিয়ে প্রচুর অভিযোগ জমা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

মালদায় ২জন মহিলাকে বিবস্ত্র করে মারধরের ঘটনার প্রতিবাদ

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: মালদায় দুইজন মহিলাকে বিবস্ত্র করে মারধরের ঘটনার প্রতিবাদে শিলিগুড়িতে সরব হল অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)। গত রবিবার শিলিগুড়ি সংলগ্ন হাসমি চকে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এবিভিপির কর্মী সমর্থকরা। সংগঠনের দাবি, ঘটনায় জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে, রাজ্যের মহিলাদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে হবে। এদিন এই দাবিতে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের ছাত্রছাত্রীরা হাতে পোস্টার এবং ব্যানার নিয়ে হাসমি

চকে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। উল্লেখ্য এরপর কুশপুতুল দাহ করতে গেলে তাদের সঙ্গে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি ও বচসা বাঁধে। এরপর অবস্থান বিক্ষোভ করে তারা।

বিধানসভার অধিবেশনে আর যোগ দেওয়া হল না ধুপগুড়ির বিধায়কের

নিজস্ব সংবাদদাতা : বিধানসভার বাদল অধিবেশনে আর যোগ দিতে পারলেন না জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্গত ধুপগুড়ির বিজেপির বিধায়ক বিষ্ণুপদ রায়। মঙ্গলবার সকালে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে মৃত্যু হয় তাঁর। কলকাতায় গিয়েছিলেন বিধানসভার বাদল অধিবেশনে যোগ দেওয়ার জন্য। প্রসঙ্গত তিনি রবিবারই অসুস্থ হয়ে পড়েন, এরপর তাঁকে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মঙ্গলবার সকালে কলকাতা এসএসকেএম হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয় বলে জানা গেছে। দলীয় নেতার মৃত্যুতে টুইটারে শোক প্রকাশ করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। বিষ্ণুপদ রায়ের বয়স হয়েছিল ৬১ বছর।

বাড়ি থেকে তক্ষক উদ্ধার, চাঞ্চল্য

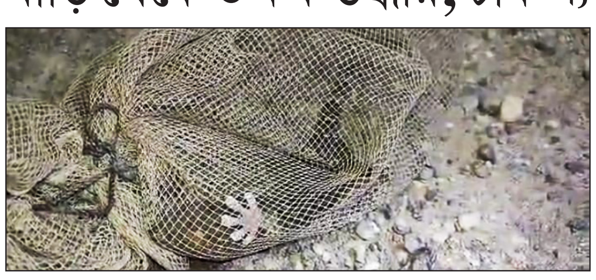

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অন্তর্গত এলাকা নকশালবাড়ির ব্লকের রায়পাড়ায় একটি বাড়ি থেকে তক্ষক উদ্ধার হওয়ার ঘটনা নিয়ে উত্তেজনা ছড়ায়! জানা গেছে ঘরের মধ্যেই তক্ষকটি ঘোরা ফেরা করছিল। তা দেখতে ভিড় জমান স্থানীয় বাসিন্দারা। পরে তারা তক্ষকটি জালবন্দি করে ও টুকরিয়াঝাড় বনদপ্তরকে খবর দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে তক্ষকটি উদ্ধার করে তারা। অন্যদিকে, ঘোসপুকুর বনদপ্তরে আধিকারিক সোনাম ভুটিয়া এই বিষয়ে জানান খবর পেয়ে তক্ষকটি উদ্ধার করা হয়েছে। তবে কোথা থেকে এল তা এখনো জানা সম্ভব হয়নি। চিকিৎসা করবার পর তাকে বেঙ্গল সাফারি পার্কে ছাড়া হবে বলে বনদপ্তর সূত্রে খবর। গ্রামের মধ্যে কীভাবে জঙ্গল থেকে তক্ষক বেরিয়ে আসে এই ঘটনার তদন্ত করছে বনদপ্তর।

শ্রাবণ মাসের প্রথম সোমবার জংলি বাবার মন্দিরে ভক্তদের ভিড়

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : শুরু হয়েছে শ্রাবণ মাস। প্রথম শ্রাবণ মাসের প্রথম সোমবার শিবের মাথায় জল ঢালতে মন্দিরে মন্দিরে ভিড় পুণ্যার্থীদের। আজ শিলিগুড়ি লাগোয়া বাগডোগরার অন্তর্গত জংলিবাবা মন্দিরে সকাল থেকেই উপচে পড়া ভিড় ছিল। বনাঞ্চলের ভিতর মন্দির হওয়ায় জন্য বনদপ্তরের তরফ থেকে পুণ্যার্থীদের ভেতরে প্রবেশের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয়। এই জংলি বাবার মন্দিরে ভিড় করেন শিলিগুড়ি শহর এছাড়া শহর লাগোয়া মানুষজন। দূর দুরান্ত থেকে পুজো দিতে আসেন ভক্তরা। সকাল থেকেই ছিল দীর্ঘ লাইন। প্রসঙ্গত আনুমানিক ১৯৬২ সালে মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছে। তখন থেকে মন্দিরে পুজো দিতে আসেন ভক্তরা। এই মন্দির মূল দায়িত্বে রয়েছে ব্যাংডুবি সেনাবাহিনীর জওয়ানরা। উল্লেখ্য এই জঙ্গলে হাতির আনাগোনা রয়েছে। তাই বিভিন্ন জায়গায় বনকর্মীরা নিরাপত্তার জন্য মোতায়েন থাকেন। চলতি বছর বনদপ্তর জনপ্রতি ২০ টাকা ও বাইক পার্কিংয়ের জন্য ২০ টাকা নেওয়া হচ্ছে। এই বিষয়ে প্রশ্ন করছে সাধারণ মানুষ। কারণ মন্দিরে প্রবেশ করার জন্য কোনো টিকিট কাটতে হয় না সাধারণ মানুষকে।

মন্দিরের দায়িত্ব রয়েছে সেনা বাহিনীর হাতে। তবে কেন বনদপ্তর মন্দিরে প্রবেশের সময় টিকিট কেটে প্রবেশ করাচ্ছে। উল্লেখ্য উক্ত বিষয়ে বনদপ্তরের আধিকারিকদের কোন বক্তব্য পাওয়া যায়নি। এসবের মধ্যে দিয়ে মন্দিরের পূজোকে ঘিরে উৎসবের মেজাজ তৈরি হয়েছে। মন্দির থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে বসেছে একটি ছোট মেলা। বিভিন্ন সংস্থার তরফ থেকে পুণ্যার্থীদের খাওয়ানো হচ্ছে খিচুড়ি প্রসাদও।

কাজের খবর

স্টাফ সিলেকশন কমিশনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারে কয়েকশো স্টেনো

নিজস্ব প্রতিনিধি : কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন অফিসে কাজের জন্য 'স্টেনোগ্রাফার গ্রেড সি' ও 'স্টেনোগ্রাফার গ্রেড–ডি' পদে কয়েকশো ছেলেমেয়ে নেওয়া শুরু হবে ২ আগস্ট থেকে। স্টাফ সিলেকশন কমিশনের আন্ডার সেক্রেটারি (হেড কোয়াটার্স) এক বিজ্ঞপ্তিতে একথা জানান। কেমন শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স, প্রার্থী বাছাই পদ্ধতি ইত্যাদি দেওয়া হল:

যে কোন শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। গ্রেড 'ডি' স্টেনোগ্রাফার পদের বেলায় ইংরিজি শর্টহ্যান্ড ও কম্পিউটার টাইপিংয়ে মিনিটে অন্তত ৮০টি ও ৫০টি শব্দ তোলার গতি থাকা দরকার। আর গ্রেড 'সি' স্টেনোগ্রাফার পদের বেলায় ইংরিজি শর্টহ্যান্ড ও কম্পিউটার টাইপিংয়ে মিনিটে যথাক্রমে অন্তত ১০০টি ও ৫০টি শব্দ তোলার গতি থাকা দরকার। বয়স হতে হবে স্টেনোগ্রাফার গ্রেড সি পদের বেলায় ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে আর স্টেনোগ্রাফার গ্রেড ডি পদের বেলায় ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। ও বি সি সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা ৩ বছর তপশিলীরা ৫ বছর, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ (তপশিলী হলে ১৫, ও বি সি হলে ১৩) বছর, বিধবা, বিবাহ–বিচ্ছিন্না মহিলারা পুনর্বিবাহ না করে থাকলে ৮ (তপশিলী হলে ১৩, ও বি সি হলে ১১) বছর ও কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী আর প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। পরিশ্রমের কাজে শারীরিক ও মানসিকভাবে সক্ষম ও সুস্থ হতে হবে। চাকরি হবে গ্রুপ বি নন গেজেটেড অফিসার পদে। মূল মাইনে পে ব্যাণ্ড অনুযায়ী। শূন্যপদের সংখ্যা পরে জানানো হবে।

প্রার্থী বাছাই করবে স্টাফ সিলেকশন কমিশন : '২০২৩ সালের স্টেনোগ্রাফার (গ্রেড সি ও গ্রেড ডি) এক্সামিনেশন এর মাধ্যমে। প্রথমে কম্পিউটারে কোড পরীক্ষা হবে অক্টোবর–নভেম্বরে। এই পরীক্ষায় অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের প্রশ্ন হবে এই ৩টি পার্টে (ক) জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিং– ৫০ নম্বরের ৫০টি প্রশ্ন। (খ) জেনারেল অ্যাওয়ারনেস ৫০ নম্বরের ৫০টি প্রশ্ন (গ) ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ অ্যান্ড কম্প্রিহেনশন ১০০ নম্বরের ১০০টি প্রশ্ন। সময় থাকবে ২ ঘন্টা। নেগেটিভ মার্কিং আছে। প্রতিটি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন ০.২৫ নম্বর কাটা হবে।

সফল হলে স্কিল টেস্ট। গ্রেড–সি স্টেনো পদের বেলায় মিনিটে ১০০টি শব্দ তোলার গতিতে ১০ মিনিটে স্টেনো টেস্ট হবে। তারপর ওই মিনিটে ৪০টি শব্দ তোলার গতিতে কম্পিউটারে টাইপ করতে হবে।

গ্রেড–ডি স্টেনো পদের বেলায় মিনিটে ৪০টি শব্দ তোলার গতিতে ১০ মিনিটের স্টেনো টেস্ট হবে। তারপর ওই ম্যাটার মিনিটে ৫০টি শব্দ তোলার গতিতে কম্পিউটারে টাইপ করতে হবে।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে ২ আগস্ট থেকে ২৩ আগস্ট পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে : www.ssconline.nic.in আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন এই ওয়েবসাইটে।

১০৭ অ্যাপ্রেন্টিস নিউক্লিয়ার পাওয়ার কর্পোরেশনে

নিজস্ব প্রতিনিধি : নিউক্লিয়ার পাওয়ার কর্পোরেশনে অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের রাওয়াতভাতা রাজস্থান সাইট 'ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস' হিসাবে ১০৭ জন লোক নিচ্ছে। নেওয়া হবে এইসব ট্রেডে : ফিটার, টার্নার, মেশিনিস্ট, ইলেট্রিশিয়ান, ইলেক্ট্রনিক মেকানিক, ওয়েল্ডার, কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রামিং অ্যাসস্ট্যান্ট। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য : আইটিআই থেকে ফিটার, টার্নার, মেশিনিস্ট, ইলেক্ট্রিশিয়ান, ইলেক্ট্রনিক মেকানিক, ওয়েল্ডার, কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রামিং অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা সংশ্লিষ্ট ট্রেডের জন্য আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১১–৮–২০২৩ সালের হিসাবে ১৪ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর ও প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। শরীরের মাপজোখ হতে হবে লম্বায় অন্তত ১৩৭ সেমি আর ওজন অন্তত ২৫.৪ কেজি। বুকের ছাতি ৩.৮ সেমি প্রসারণক্ষম থাকতে হবে। ১ বছরের ট্রেনিং। তখন স্টাইপেন্ড পাবেন। ১ বছরের আইটিআই কোর্স পাশদের বেলায় স্টাইপেন্ড মাসে ৭,৭০০ টাকা ও ২ বছরের কোর্স পাশদের বেলায় মাসে ৮,৮৫৫ টাকা। শূন্যপদ : ফিটারে ৩০টি। ইলেকট্রিশিয়ানে ৩০টি। টার্নার ৪, মেশিনিস্ট ৪, ইলেকট্রনিক মেকানিক্সে ৩০টি, ওয়েল্ডার ৪টি, কম্পিউটার অপারেটর কাম প্রোগ্রামিং অ্যাসিস্ট্যান্ট ৫টি। ট্রেনিং হবে রাওয়াতভাতা রাজস্থান সাইটে। আগে কোনো অ্যাপ্রেন্টিস ট্রেনিং করে থাকলে যোগ্য নন।

প্রার্থী বাছাই হবে আইটিআই কোর্সে পাওয়া নম্বর দেখে। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং RR Site/HR/03/2023. দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১১ আগস্টের মধ্যে। প্রথমে অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে নাম এনরোলমেন্ট করতে হবে এই ওয়েবসাইটে: http//apprenticeship.gov.in তখন রেজিস্টেশন আইডি নম্বর পাবেন। একপর ফটো, কাস্ট সার্টিফিকেট, আধার কার্ড, মার্কশীট, অ্যাডমিট কার্ড, সিগনেচার ইত্যাদি স্ক্যান করে আপলোড করবেন। তারপর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২৯ জুলাই – ৪ আগস্ট, ২০২৩

মেষ রাশি : কোনো শুভ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে সঞ্চিত অর্থের ব্যয় চিন্তার কারণ হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের থেকে সুখবর পাওয়ার সম্ভাবনা। হঠকারী সিদ্ধান্ত থেকে বিরত থাকুন। পারিবারিক সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে বদলির সম্ভাবনা। ঠাণ্ডা জনিত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি।

প্রতিকার : অনন্তমূল ধারণ করুন।

বৃষ রাশি : পারিবারিক অশান্তি বৃদ্ধি। সন্তানের আচরণে মনোকষ্ট। ব্যবসায় বিনিয়োগে ঝুঁকি। চাকরিতে প্রতিকূলতা বৃদ্ধি হলেও তা কাটিয়ে সাফল্যের পথে অগ্রগতি। শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে। সমাজসেবা মূলক কাজে অগ্রগতি।

প্রতিকার : সাদা ফুল দিয়ে ঈশ্বরের পুজো করুন।

মিথুন রাশি : ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। পরিবারের প্রতি দায়িত্ব বৃদ্ধি এবং সমস্যার সমাধান। সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে। ব্যবসায় সাফল্য এলেও অর্জিত অর্থের অপব্যয়ের সম্ভাবনা। সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের সম্ভাবনা। তীর্থে ভ্রমণের সুযোগ আসতে পারে। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি।

প্রতিকার : সবুজ শাক সবজি ভক্ষণ করুন।

কর্কট রাশি : সঞ্চিত অর্থ ব্যয়ের সম্ভাবনা। শিল্পী সত্ত্বার বিকাশ। হস্তশিল্প জাত দ্রব্যে স্বীকৃতি। শারীরিক সমস্যা বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি প্রশাসনিক স্তরে দায়িত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে দূরে যাওয়ার সম্ভাবনা। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি। গুরুজনদের নিয়ে ভাইবোনের সঙ্গে বিবাদ। সন্তানের আচরণে চিন্তার কারণ।

প্রতিকার : সাদা মিষ্টি দিয়ে পুজো করে ব্রাহ্মণকে দিন।

সিংহ রাশি : পরিবারের সমস্যা সমাধানের পথ প্রশস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। ভাই–বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। কর্মক্ষেত্রে সবরকম প্রতিকূলতা কাটিয়ে অগ্রগতির সম্ভাবনা। সঞ্চিত অর্থ ব্যয়ের সম্ভাবনা। বিনোদন জগতের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ আসতে পারে। শারীরিক পীড়া বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : বিল্বমূল ধারণ করুন।

কন্যা রাশি : সঞ্চিত অর্থ ব্যয়–হওয়ার সম্ভাবনা হস্ত শিল্প জাত দ্রব্যের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের স্বীকৃতির সম্ভাবনা। ভাই–বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। সন্তানকে নিয়ে মানসিক চাপ বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে পরিশ্রম সত্ত্বেও হতাশা বৃদ্ধি গুপ্ত শত্রু শত্রু বৃদ্ধি। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি উদ্বেগের বিষয়।

প্রতিকার : সবুজ বস্ত্র পরিধান করুন।

তুলা রাশি : বন্ধুত্ব পূর্ণ ব্যবহার করে নিজের কার্যসিদ্ধির জন্য শত্রুবেশী বন্ধুর প্ররোচনার ফাঁদ পা ফেলতে পারেন। দাম্পত্য সম্পর্কের উন্নত। শারীরিক পীড়া বৃদ্ধি। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সাফল্য সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে দূরে যাওয়ার সম্ভাবনা। পদোন্নতির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : লক্ষ্মী নারায়ণের পুজো করুন।

বৃশ্চিক রাশি : অপ্রিয় সত্য কথার দরুন বিপত্তি ঘটতে পারে। চাকরিতে সমস্যা সৃষ্টি হলেও সবরকম প্রতিকূলতা কাটিয়ে অগ্রগতির পথে অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনা। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি। পারিবারিক অশান্তি বৃদ্ধি। ললিত কলায় সম্মান বৃদ্ধির সম্ভাবনা। সমাজসেবামূলক কর্মে সুনাম বৃদ্ধি।

প্রতিকার : লাল রুমাল সঙ্গে রাখুন।

ধনু রাশি : ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। বন্ধুর আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। সন্তানের পড়াশোনার প্রতি অমনোযোগিতা চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। কর্মক্ষেত্রে গোলযোগ হলেও তা থেকে অব্যাহতির সম্ভাবনা। ব্যবসায় আশাতীত ফল লাভে বিলম্ব। প্রণয়ে বাধা।

প্রতিকার : তুলসী গাছে বৃহস্পতিবার জল ঢালুন।

মকর রাশি : স্বজনের অনৈতিক কাজকর্মে মানসিক শান্তি ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা। ভাই বোনের সঙ্গে পারিবারিক গোলযোগ বৃদ্ধি। কোনো বিষয় নিয়ে গুরুজনের সঙ্গে মতানৈক্য। শত্রুর সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব। সন্তানের পড়াশোনা নিয়ে উদ্বেগের কারণ রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে বিপত্তির সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ বৃদ্ধি।

প্রতিকার : শনিদেবের আরাধনায় ব্রতী হোন।

কুম্ভ রাশি : শরীরিক পীড়া বৃদ্ধির দরুণ শয্যাশায়ী হওয়ার সম্ভাবনা। বিপরীত লিঙ্গের শ্বশুড়বাড়ি থেকে উপহার অর্থ বা সম্পত্তি প্রাপ্তির সম্ভাবনা। কর্মস্থলে আশানুরূপ ফল লাভে বিলম্ব। বিকল্প উপার্জনের পথ পেতে পারেন। ব্যবসায় বিনিয়োগ থেকে বিরত থাকুন। উচ্চশিক্ষায় সাফল্য।

প্রতিকার : নীল বস্ত্র পরিধান করুন।

মীন রাশি : অর্জিত অর্থের ব্যয় বৃদ্ধি। পারিবারিক সমস্যার সমাধান। ব্যবসায় শুভ ফললাভ। গুরুজনের স্বাস্থ্যের উন্নতি। সন্তানের পড়াশোনায় একাগ্রতার অভাব চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কর্মসূত্রে বিদেশ যাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। কর্মসূত্রে বিদেশ যাওয়ার সুযোগ আসতে পারে।

প্রতিকার : সোনা ও তামা ধাতু ব্যবহার করুন।

শব্দবার্তা ২৫৭

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। আক্রমণ, হামলা ৪। প্রধান সরকারি দফতর খানা ৫। তারস্বর ৭। স্বপক্ষীয় লোকজন ৯। গর্ব, অহমিকা ১০। প্রবল কম্পনের ভাব।

উপর–নীচ

১। রাজপদে বরণ বা স্থাপন ২। রোজার মাস ৩। তাড়াতাড়ি হাজির হওয়ার কড়া হুকুম। ৬। লাগেজ ৭। রামচন্দ্রের পিতা ৮। সৈন্য।

সমাধান : ২৫৬

পাশাপাশি : ১। সামাজিক ৪। দায় ৫। অসংবৃত ৭। চত্বর ৯। গোবাট ১০। পান মশলা ১১। ঢাকা ১২। ধরাতল।

উপর–নীচ : ১। সায় ২। জিজ্ঞাসক ৩। উন্নত ৪। দায়িত্ব জ্ঞান ৮। আশকারা ১০। পাকল ১১। ঢাল।

বিজ্ঞপ্তি

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য আপনাদের অপেক্ষায়

হিন্দ্ সংঘ

যোগাযোগ ৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র–পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দফতরে। ই–মেলেও বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন।

কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি এলাকায় সমাজ কল্যাণ দফতর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনা করার জন্য একজন মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫/৯৮৩০২৮৪৯৯২

বিজ্ঞানসম্মত একাদশীব্রত : স্বাস্থ্যবিধির আরাধনা ও রোগব্যধির মুক্তি

সিদ্ধজ্যোতিষী অচিন্ত্যরতন দেবতীর্থ

দেশের মানুষ সাবধান, সামনের দিন খুব ভয়ঙ্কর। কোনো রোগই ভালো হতে চাইবে না সহজে অথবা ভালো হবে না মোটেই। মানুষের জীবনে রোগভোগ লেগেই আছে। রোগ নিরাময় আগাম প্রতিরোধ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। সত্যের পথ কঠিন, তবে একটা সুবিধা আছে, এই পথে ভীড় কম থাকে। 'প্রিভেনশন ইজ বোটার দ্যান কিওর।' সনাতন হিন্দুধর্মে প্রথম খাদ্য, বাক্য ও সঙ্গ।

বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে স্বাস্থ্য ও ধর্মের দুটিরই সম্পর্ক আছে। স্বাস্থ্য ও ধর্ম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সব ব্রত–আচার আচরণই বিজ্ঞানসম্মত। স্বাস্থ্যবিধির পিছনে রয়েছে বিজ্ঞান। রোগীকে রোগ থেকে পরিত্রাণের জন্য ওষুধের মতো সর্বজনকে রক্ষণার্থে একাদশীর ব্রত সৃষ্টি হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানের মত হল– একাদশী ক্রীয়া মানব শরীরের ভারসাম্য স্থির রাখার একটি সঠিক ও আসল পদ্ধতি। এটি একটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয় যে এই জগতে জন্মগ্রহণ করার সঙ্গে ত্রিতাপের অধীনস্থ থাকতে হয়। ত্রিতাপের মধ্যে একটি হচ্ছে ব্যধি। অর্থাৎ যা ঈশ্বর সাধনায় বিঘ্ন স্বরূপ। তা থেকে মুক্তি পাবার জন্য আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে ধন্বন্তরি নানাবিধ পদ্ধতির কথা বলেছেন। এইসব পদ্ধতির মধ্যে আছে, 'একাদশী ক্রিয়া'। একাদশী করলে শরীর নীরোগ ও মন শুদ্ধ হয়। তখন শুদ্ধ মনে শান্তি হয়। সেইজন্য প্রাচীনকালে রোগব্যধির প্রতিরোধক একাদশী ব্রত ব্যবস্থা ছিল। অতীতে উল্লেখ অতীতের জন্য নয়, বর্তমানের জন্য অতীতের বাণী। অর্থাৎ মণীষীগণ ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন। বর্তমানে যুগে আমাদের এইসব চিন্তাধারা মন থেকে মুছে যাচ্ছে। জগতে কর্ম ও

শরীর নিয়ে কথা

কর্মফলের বাহিরে কিছুই হয় না। অথচ শরীরও মন্দির, স্বাস্থ্য রক্ষাও ধর্ম। এই ব্রত পালন আদতে স্বাস্থ্যবিধির আরাধনা। এই একাদশীর ব্রত বিজ্ঞানসম্মত। সেইজন্য এই ব্রত সর্বশ্রেষ্ঠ। মানুষকে দুর্বল করে না,অথচ যেকোনো রোগব্যধিকে প্রতিহত করতে পারে। অর্থাৎ এই ব্রত রোগব্যধি থেকে মুক্তির জন্য অপরিহার্য। যেমন সুগার, প্রেসার, বাত, থাইরয়েড, হার্টঅ্যাটাক, স্ট্রোক, সেরিব্রাল, মানসিক অবসাদ ও মারণ রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। এই ব্রতকে বাস্তবে রূপ দিলেই রোগব্যধি প্রতিরোধ হয়। শরীরম্ অদ্যম্ খলু ধর্মসাধনম্। অর্থাৎ শরীর সাধনাই যে আসল ধর্ম সাধনা। এই আপ্তবাক্যটি মনের মধ্যে গেঁথে রাখতে হয়। ধর্ম আদতে স্বাস্থ্যতত্ত্বের আরাধনা। ধর্মস্য তত্ত্বম্ নিহিতং গুহাম্। জ্ঞানাৎ পরতরং নাস্তি। জ্ঞানের উপর কোনো ধর্ম নেই। 'সুখস্য মূল ধর্মঃ' অর্থাৎ সুখের মুলেই ধর্ম আছে। যারা বিজ্ঞানসম্মতভাবে সঠিক একাদশীর ব্রত পালন করেন তাদের আর কোনো উপোসের প্রয়োজন হয়না। কারণ অধিক উপোস শরীরের পক্ষে ভীষণ ক্ষতিকর। চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে নির্জলা একাদশী উপোস না করাই ভালো। নির্জলা উপোবাসে শরীরের কোষ খেয়ে শরীরে বিষ (দূষিত পদার্থ কিংবা টক্সিন) জমলেও তা বের করার একমাত্র সহজ উপায় হল– একদশীর ব্রত পালন করা। তা না হলে শরীরে জমে থাকা ওই বিষ থেকে বিভিন্ন রোগব্যধির সৃষ্টি হয়। শাস্ত্র মতে আট থেকে আশি বৎসর পর্যন্ত এই ব্রত পালন করা যায়। এই ব্রত্যের আগের ও পরের দিন নিরামিষ খাওয়া উচিত। এমনকী এই দুইদিন মুসুর ডাল, কাঁসার পাত্রে খাওয়া, নিমপাতা, পুঁইশাক, বেগুন, লাউ খাওয়া নিষিদ্ধ। উপোস মাসে দুটির বেশি এবং বারো ঘণ্টার অধিক সময় করা উচিত নয়। মানব হিতৈষীরা বলেছেন, 'চিবিয়ে যে দ্রব্যাদি খাওয়া হয়, এমন খাদ্য ওই সময়ে গ্রহণ নিষেধ। 'স্মৃতি জ্যোতিষ'–এ একাদশীর উপবাসের আসল সময়টি হলএকাদশীর শেষ অংশ আর দ্বাদশীর প্রথম দিকের বেশি অংশের মূল সময়টি। এই ব্রত বা উপোসের সময় দুধ, ডাবের জল, ফলের রস, ঘোল ও নুন–লেবু মিশ্রিত জল পান করা উচিত। উপোসের ১২ ঘণ্টা পর সায়াহ্নে তেল মশলা ছাড়া আলু, রাঙ্গালু, পেঁপে ও কাঁচকলা দিয়েতরকারি খাওয়া উচিত। পরদিন সকালে খালি পেটে তামার পাত্রে রাখা জল ও আটটি বোঁটাসহ তুলসীপাতা সেবন করা ভালো। সনাতন হিন্দু শাস্ত্র মতে এই ব্রত না করলে তিনি কখনো ধর্ম–কর্মে অধিকারী হন না। শ্রুতি ও ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা আছে, 'তখন ধর্ম ও সত্ত্বগুণ নষ্ট করে তমোগুণে পরিণত হয়ে মহাব্যধিতে আক্রান্ত হবে।' কারণ, এই ব্রত পালন করলে ঈশ্বর লাভ হয় কিনা সে অন্য কথা, কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা হল, ঈশ্বর আরাধনায় চাই সুস্থ শরীর ও সুস্থ মন। এই ব্রত তাতে দারুণভাবে সহায়তা করে। এই ক্ষেত্রে কম বয়স থেকেই এই ব্রত পালন অভ্যাস বাঞ্ছনীয়। এই ব্রত পালন অবশ্য কর্তব্য। অর্থাৎ উপোস সুস্থ শরীরের জন্য পরম হিতকর ও কার্যকরী। ধীরে ধীরে উপোস অভ্যাস করলে শরীর রোগ ব্যধি মুক্ত হয় ও ষড়রিপু বশবর্তী হইয়া যায়। তার থেকেও বড় কথা — সাধারণ মানুষ আমরা সামান্য এই উপোস করিয়া যদি রোগ–ব্যধিকে দূরে রাখিতে পারি চিকিৎসকের কাছে যেতে না হয়, তাও তো আমাদের বিরাট লাভ। নয় কি?

সতর্কতা ঃ অসুস্থব্যক্তি, অধিক বয়সে, গর্ভবতী ও প্রসূতি নারীর এই ব্রতপালন বা উপোস নিষিদ্ধ।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

অভিষেকের নামে জোড়া অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা ধর্মতলায় একুশে জুলাই শহিদ দিবসের মঞ্চ থেকে আগামী ৫ আগস্ট বিজেপির ছোটো, বড়ো, মাঝারি নেতার ঘর সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ৮ ঘন্টা ঘেরাও করার ডাক দেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এতেই সিন্দুরে মেঘ দেখছে বিজেপি। রাজ্যে অশান্তির আশঙ্কা করছে গেরুয়া শিবির। ২৩ জুলাই সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে সিউড়ি থানায় জোড়া অভিযোগ দায়ের করল ভারতীয় জনতা মহিলামোর্চা সিউড়ি শহর মণ্ডল সভানেত্রী সোনালী সরকারঘোষ এবং বীরভূম জেলা স্পোর্টস এবং ক্লাব রিলেশন সেল কনভেনার সমরেশ দে। বীরভূম সাংগাঠনিক জেলার বিজেপি সহসভাপতি উত্তম ব্যানার্জী বলেন, তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসাংবিধানিক কথার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানালাম। অভিযোগপত্র রিসিভ করাতে চাইছিলাম কিন্তু থানার একজন অফিসার বললেন যেহেতু এই বিষয়ে কেস হয়েছে তাই রিসিভ করা যাবে না। তাই

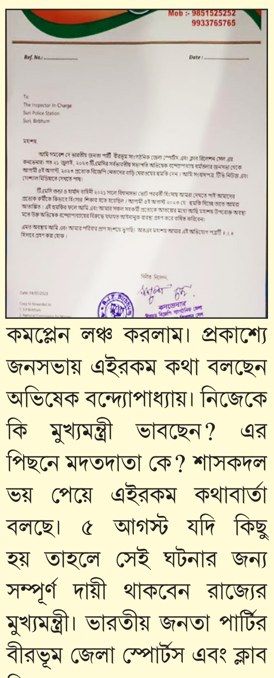

কমপ্লেন লঞ্চ করলাম। প্রকাশ্যে জনসভায় এইরকম কথা বলছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। নিজেকে কি মুখ্যমন্ত্রী ভাবছেন? এর পিছনে মদতদাতা কে? শাসকদল ভয় পেয়ে এইরকম কথাবার্তা বলছে। ৫ আগস্ট যদি কিছু হয় তাহলে সেই ঘটনার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী থাকবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। ভারতীয় জনতা পার্টির বীরভূম জেলা স্পোর্টস এবং ক্লাব রিলেশন সেল কনভেনার সমরেশ দে বলেন, প্রকাশ্য জনসভায় বলতে পারছে এরথেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনের পর ভোট পরবর্তী হিংসার মূল নায়ক ছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পিসি ভাইপো আঞ্চলিক দল একটা কোম্পানি।

তৃণমূল কার্যালয় ঘেরাও এলাকাবাসীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২২ জুলাই বিকালে বোলপুর পৌরসভার ১৮ নং ওয়ার্ড কাশিমবাজারে তৃণমূলের কার্যালয় ঘেরাও করে এলাকার বাসিন্দারা। স্থানীয়সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০০৭ সাল থেকে কাশিমবাজারে একটা খাসজমি আছে সেখানে বিকালে এলাকার কচিকাঁচারা খেলাধুলা করে। ১৮ নং ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর তাপস সরকার সেই খাসজমি দখল করতে যান। বাধা দিলে স্থানীয় বাসিন্দাদের কাউন্সিলরের লোকজন মারধর করে এবং কাউন্সিলর প্রতিবাদীদের পুলিশে দেওয়ার হুমকি দেয় কাউন্সিলর বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। তৃণমূল কার্যালয় ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় বাসিন্দারা। এলাকা রনক্ষেত্র হয়ে উঠে । কাউন্সিলর তাপস সরকার বলেন, বিজেপির কিছু ছেলে উস্কানি দিয়ে ঝামেলা করে। কাউকে মারধর করা হয় নি। ওই খাসজমিতে জলপ্রকল্প হবে যাতে বোলপুর শহরের জলকষ্ট কমে যায়। কাউন্সিলরের পদত্যাগের দাবিতে বুধবার বোলপুর মহকুমাশাসকের কাছে ডেপুটেশন দেয় স্থানীয় বাসিন্দারা।

মথুরাপুরে বিজেপি মহিলা মোর্চা দল

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবিবার সকাল ৮টা নাগাদ মথুরাপুর গ্রামে মুখে গামছা বাঁধা অবস্থায় এক বৃদ্ধার নগ্ন দেহ উদ্ধার করে সাঁইথিয়া থানার পুলিশ। মৃতের নাম ভাগ্যবতী দাস। বৃদ্ধাকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সিউড়ি সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়। সিউড়ি সদর হাসপাতালের মর্গের বাইরে পবন দাস বলেন, তিনবছর আগে কাকা মারা যাওয়ার পর কাকিমা একাই থাকতেন। আমাদের সন্দেহ পাড়ার একটা ছেলে এই কম্ম করেছে। সেইকথা পুলিশকে জানিয়েছি। কাকিমাকে হুমকি দিত। দিনে আসতো না, কিন্তু রাতেরবেলায় কাকিমার ঘরে আসতো। কাকিমা মেয়ের ঘরে গেলে চাল, ডাল চুরি করে নিত। মৃতের মেয়ে পম্পা দাস সাঁইথিয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে মথুরাপুর গ্রামের বাসিন্দা বুদ্ধদেব মন্ডলকে গ্রেপ্তার করেছে সাঁইথিয়া থানার পুলিশ। বুদ্ধদেব খুন করার কথা স্বীকার করেছে বলে পুলিশসূত্রে খবর। ভাগ্যবতী বুদ্ধদেবের কাছ থেকে ৫০০ টাকা ধার নিয়েছিল। শনিবার রাত নয়টা নাগাদ বুদ্ধদেব সেই টাকা ফেরত আনতে যায়। তারপর গণ্ডগোলের জেরে বুদ্ধদেব ভাগ্যবতীকে শ্বাসরোধ করে খুন করে বলে পুলিশের অনুমান। গত সোমবার দুপুরে মথুরাপুর গ্রামে গিয়ে নিহতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে বিজেপি নেত্রী মফুজা খাতুন, মহিলামোর্চা রাজ্য সভানেত্রী ফাল্গুনী পাত্র, সহসভানেত্রী গার্গী দাসঘোষ সহ মহিলা মোর্চা প্রতিনিধি দল। স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে থেকে ঘটনার বিবরণ শোনেন তাঁরা। বিজেপি মহিলামোর্চা রাজ্য সভানেত্রী ফাল্গুনী পাত্র বলেন, মুখে গামছা বাঁধা ব্লাউজ ছেড়া রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয় । স্থানীয় বাসিন্দারা বলছে ধর্ষণ করে খুন। কিন্তু পুলিশ তৃণমূলের এতটাই দলদাস যে তারা এটা জানে না।

মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে টাকা প্রতারণার দায়ে ধৃত আইনজীবী

মলয় সুর : সাধারণ মানুষকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতারণা এবং বেআইনি কার্যকলাপে অভিযুক্ত চন্দননগর আদালতের আইনজীবী উজ্জ্বল চক্রবর্তীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। উজ্জ্বলের প্রতারণা চক্রের ফাঁদে পড়ে এমন বিপদে পড়েছিলেন অনেকেই। তাঁদেরই একজনের হয়ে মামলা লড়তে গিয়ে চন্দননগর আদালত চত্বরে বেধড়ক মার খেয়েছিলেন এক আইনজীবী। পরে সেই আইনজীবী অভিযোগ করেন, তাঁর উপর হামলার পিছনে রয়েছেন আর এক আইনজীবী যিনি এই প্রতারণা চক্রের মাথা। এক বছর বাদে অভিযুক্ত সেই আইনজীবীকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। সংবাদে প্রকাশ, ঘটনাটি ২০২২ সালের ১০ মে থেকে শুরু হয়। উজ্জ্বলের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রতারণা চক্রের মূল পাণ্ডা তিনিই। সঙ্গে রয়েছে বিভিন্ন বয়সের বেশ কিছু সুন্দরী মহিলা। উল্লেখ্য এই মহিলাদের টোপ হিসাবে ব্যবহার করে রোজগারের পথ খুঁজে নিয়েছিলেন উজ্জ্বল। মহিলাদের ফাঁদে পা দিয়ে ফাঁসলেই ময়দানে নেমে পড়তেন উজ্জ্বল। কখনও পকসো, কখনও শ্লীলতাহানির মামলার হুমকি দিয়ে চলত টাকা আদায়। তেমনই এক প্রতারিত

এ নিয়ে চন্দননগর আদালতে মামলা করেন। তাঁর হয়ে মামলা লড়তে শ্রীরামপুর আদালতের আইনজীবী অভিজিৎ লায়েক চন্দননগরে এলে দুষ্কৃতীদের খপ্পরে পড়েন, সেই সময় আদালত চত্বরে ঢুকতেই প্রবল হেনস্থার মুখে পড়েন অভিজিৎ। মারধরও করা হয় তাঁকে। শুধু তাই নয়, অভিজিতের বাড়ি উত্তরপাড়ায় গিয়েও মামলা থেকে সরে দাঁড়ানোর হুমকি দেওয়া হয়। আইনজীবী অভিজিৎ লায়েকের অভিযোগ, এই মামলার পিছনে রয়েছে উজ্জ্বল চক্রবর্তীর লোকজন। বাড়িতে গুণ্ডা আসার পর অভিজিৎ শ্রীরামপুর আদালতে মামলা দায়ের করেন। শ্রীরামপুর আদালতের নির্দেশে চন্দননগর পুলিশের এসিপি–২ সব কিছু খতিয়ে দেখে অভিযোগ সত্যি বলে রিপোর্ট দেন। এরপরই অভিযুক্ত আইনজীবী উজ্জ্বল চক্রবর্তীকে আদালতে হাজিরা দিতে সমন পাঠানো হয়। কিন্তু নির্দেশ অগ্রাহ্য করে উজ্জ্বল আদালতে হাজিরা দেননি। তারপরেই আইনজীবীর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করে আদালত। অবশেষে চন্দনগর পাল পাড়া থেকে আইনজীবী উজ্জ্বল চক্রবর্তীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। শ্রীরামপুর আদালতের আইনজীবী অভিজিৎ লায়েক বলেন, উজ্জ্বল চক্রবর্তী চন্দননগরে দীর্ঘদিন ধরে এই চক্র চালাচ্ছেন। ওর কয়েকজন বান্ধবী রয়েছে। যাঁরা নিরীহ মানুষজনকে ফাঁসান। চন্দনগর এবং আশেপাশের এলাকার অনেকেই এই চক্রের শিকার হয়েছেন। এখনও পর্যন্ত এইভাবে ২ কোটি টাকা হাতিয়েছে চক্রটি। শ্রীরামপুর আদালতে পেশের সময় সাংবাদিকরা এ নিয়ে উজ্জ্বল চক্রবর্তীকে প্রশ্ন করলে তিনি কোনও উত্তর দিতে পারেন নি।

ফের গোষ্ঠিদ্বন্দ্ব, বোমাবাজিতে উত্তপ্ত বাসন্তী

সুভাষ চন্দ্র দাশ,বাসন্তী : পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল ঘোষনার আগেই বাড়ি ছাড়া হয়েছিলেন যুব তৃণমূল কর্মী রফিকুল মোল্লা। অভিযোগ, এবার তার বাড়ি লক্ষ্য করে রাতের অন্ধকারে মুড়ি মুড়কির মতো বোমা ছুঁড়লো মাদার তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতিরা। এমনকি লুঠপাটও করা হয় বলে অভিযোগ। মঙ্গলবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তীর চুনাখালি গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিয়াখালি গ্রামে। আক্রান্ত হয়েছে যুব তৃণমূল কর্মীর রফিকুল ও সাদেক মোল্লার বাড়িঘর। রাতের অন্ধকার এমন তান্ডব লীলার জন্য আঙুল তুলেছেন এলাকার মাদার তৃণমূল নেতৃত্বের বিরুদ্ধে।

রফিকুল জানিয়েছে, 'দলের নির্দেশ মেনেই পঞ্চায়েত নির্বাচনে আমরা প্রার্থীর নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছিলাম। প্রার্থী পদ প্রত্যাহার করার পর থেকেই এলাকার যুব তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থকদের ওপর লাগাতার সন্ত্রাস শুরু করে মাদার তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতিরা। মাত্রাতিরিক্ত সন্ত্রাসে বর্তমানে আমি

বাড়ি ছাড়া। অন্যত্র রয়েছি। বাড়িতে রয়েছেন মহিলা, শিশু ও বৃদ্ধ বৃদ্ধারা। মঙ্গলবার চুনাখালি বাজারে বিজয় উৎসব পালিত হয়। তারপর রাত ১ টা নাগাদ ১০/১২ জন দুষ্কৃতি আমার ও আমার ভাইয়ের বাড়ি লক্ষ্য করে মুড়ি মুড়কির মতো বোমা ছোঁড়ে। বাড়িঘর ভাঙচুর করে লুঠপাট করে। আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে আমার পরিবার।'

অন্যদিকে পরিবারের মহিলাদের অভিযোগ,'ঘটনার পর রাতেই পুলিশ কে ঘটনার কথা জানানো হয়েছিল। পুলিশ আসেনি। আমরা বাচ্চাদের নিয়ে আতঙ্কের মধ্যে রাত কাটাই। পুলিশ আসে বুধবার সকাল ৮ টায়। কিন্তু কোনো সুরাহা হয়নি। যুব তৃণমূল করার অপরাধে আমাদের ওপর আক্রমণ চলছে।'

অন্যদিকে বাসন্তী ব্লক তৃণমূল নেতা রাজা গাজীর দাবী, 'যারা করেছে তারা আমাদের দলের লোক নয়। এটা নিছক একটি সাজানো ঘটনা। কারণ বর্ষাকালে বাড়ি উঠানে বোমা পড়লো। অথচ বোমার গায়ে কোন কাদা বা জল নেই। এটা পরিকল্পনা করে করা হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস কে বদনাম করার জন্য। তাছাড়াও বাসন্তী ব্লকে কেউ ঘর ছাড়া নেই। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে।'

আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার গ্রেপ্তার দুই

অভীক মিত্র : গোপনসূত্রে খবর পেয়ে বীরচন্দ্রপুর থেকে তারাপীঠ যাওয়ার রাস্তায় ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়া ২ দুষ্কৃতীকে ২৩ জুলাই গভীররাতে গ্রেপ্তার করেছে মল্লারপুর থানার পুলিশ। ধৃতরা হল, সুরজ শেখ এবং ভিক্টর শেখ। তাঁদের বাড়ি তারাপীঠ থানার সন্ধ্যাজোল গ্রামে। ধৃতদের কাছ থেকে ১টি দেশী পাইপগান, এক রাউন্ড কার্তুজ ও ১টি ভোজালি উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশসূত্রে জানা গেছে।

তিন ড্রাম বোমা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : বুধবার সকালে গোপনসূত্রে খবর পেয়ে ধললা গ্রাম থেকে ৩ ড্রাম তাজা বোমা উদ্ধার করলে সিউড়ি থানার পুলিশ। গ্রামবাসী শেখ মিলন বলেন, রাস্তার পাশে সাইয়ের ধার থেকে খেলার মাঠের কাছে বোমা উদ্ধার হয়েছে। প্রচন্ড আতঙ্কের মধ্যে আছি। ছোট ছেলেমেয়েরা খেলাধুলা করে। যেকোনো সময় বিপদ ঘটে যেতে পারতো। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সিউড়ি থানার পুলিশ।

অগ্নিদগ্ধ বগটুই গ্রামে আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২২ জুলাই বরসাল গ্রামপঞ্চায়েতের বগটুই গ্রামে তৃণমূল সমর্থক মূর্সিদা বিবির বাড়িতে দলীয় পতাকায় আগুন লাগিয়ে সেই আগুন জানলা দিয়ে ভরে দেওয়া হয়। মঙ্গলবার ভোর সাড়ে তিনটা নাগাদ মুর্শিদা বিবির বাড়িতে কে বা কারা আগুন লাগিয়ে দেয় যার ফলে আতঙ্কে রয়েছে মুর্শিদা বিবির পরিবার। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন রামপুরহাট থানার আইসি এবং রামপুরহাট মহকুমা পুলিশ আধিকারিক।

বিষ্ণুপুর–২ ব্লকে বিজেপির প্রতিবাদ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত সোমবার দক্ষিণ শহরতলির বিষ্ণুপুর–২ ব্লকের ঘাঁটুর মোড় থেকে জোড়া দোকান পর্যন্ত বিজেপির উদ্যোগে একটি প্রতিবাদ মিছিল হয়। মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন ডাঃ হারবার বিজেপির সাংগঠনিক জেলার সহ সভাপতি সুফল ঘাঁটু। তিনি বলেন, 'পঞ্চায়েত ভোটে শাসক দলের শাসকদলের দুষ্কৃতিদের ছাপ্পা, রিগিং, ভোট লুট, গণনা কেন্দ্রে বিরোধী এজেন্টদের ঢুকতে না দেওয়ার প্রতিবাদে এই মিছিল।' তাঁকেও নাকি মিথ্যা কেসে জেলে খাটানো হয়। দুশতাধিক কর্মী সমর্থক সুফল বাবুকে বরণ করে নেন।

নৌকাডুবি, উদ্ধারে স্বস্তি

অমিত মণ্ডল: মাছ ধরতে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়লো একটি মৎস্যজীবী ছোট নৌকা। পুলিশের তৎপরতায় নৌকা থেকে উদ্ধার সমস্ত মৎস্যজীবী। পাশাপাশি উদ্ধার হয়েছে মৎস্যজীবী নৌকাটিও। বকখালি ও জম্বু দ্বীপের মাঝামাঝি বাঘের চর থেকে সমস্ত মৎস্যজীবীকে উদ্ধার করে ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার এফআইবি বোটের পুলিশকর্মীরা। নৌকাতে থাকা মৎস্যজীবীরা বলেন, ঘোড়ামারা থেকে মঙ্গলবার সকালে এফবি আকাশী নামের একটি নৌকা নিয়ে মাছ ধরার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল তারা। বাঘের চরের কাছে এসে উত্তাল ঢেউয়ের কবলে পড়ে নৌকাটি। বিপদ বুঝতে পেরে নৌকাতে থাকা মৎস্যজীবীরা প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার পুলিশ এফআইবি বোট নিয়ে ঘটনাস্থল থেকে সকলকে উদ্ধার করে ফ্রেজারগঞ্জ মৎস্য বন্দরে নিয়ে আসে। অন্যদিকে আরও একটি ট্রলার মাছ ধরতে গিয়ে জম্বু দ্বীপের কাছে ইঞ্জিন বিকল হয়ে যায়। তাদেরকেও মঙ্গলবার বেলা নাগাদ পুলিশ গিয়ে উদ্ধার করে ফ্রেজারগঞ্জ মৎস্য বন্দরে নিয়ে আসে।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

গ্রামের মাতব্বররা রেশন কার্ডে কারচুপি করছে

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

গ্রামের অধ্যক্ষ ও অঞ্চলের মেম্বাররা অঞ্চল প্রধানদের সঙ্গে যোজসাজস করে রেশন দোকানের মাল অবৈধভাবে ভোগ করছে। অপরদিকে গ্রামের অসহায় নিঃস্ব মানুষরা হচ্ছে বঞ্চিত। খাদ্যাভাবে তারা ধুঁকছে। সংবাদে প্রকাশ, দক্ষিণ ২৪ পরগণার মন্দিরাবাজার ব্লকের ছ'নম্বর আঁচনা অঞ্চলের পশ্চিম নিলাম্বর পুরের অঞ্চল মেম্বার কালিপদ হালদার ও তাঁর এক অপুত্রক ভাই–এর যৌথ সংসারে ২০ বিঘা ধান জমি থাকা সত্ত্বেও ছেলেদের নামে 'ক' শ্রেণীর রেশন কার্ড বার করে নিয়েছেন। পূর্ব নিলাম্বর পুরের মোক্তাহারের বাবার নামে 'ক' শ্রেণীর কার্ড আছেআবার মোক্তাহারের নামেও 'ক' শ্রেণীর কার্ড রয়েছে। আরও জানা গেল, মোক্তাহার ও তছরদ্দি গাজী ৩০ থেকে ৪০ ইউনিটের কয়েকটি 'ক' শ্রেণীর কার্ড অঞ্চল প্রধানের সঙ্গে যোগসাজস করে বার করে নিয়ে গোপনে মাল তুলছেন। এইভাবে গ্রামের মাতব্বররা অবৈধ ভাবে ইচ্ছামত 'ক' শ্রেণীর কার্ড দেওয়াতে অসহায় নিঃস্ব লোকেরা বঞ্চিত হচ্ছে। আমাদের বক্তব্য এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও তীব্র খাদ্য সঙ্কটের দিনে গ্রামের মাতব্বরদের এই অবৈধ কার্য্যকলাপ অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কি?

৭ম বর্ষ, ২৬শ সংখ্যা, ২৮শে জুলাই, ১৯৭৩, ১২ই শ্রাবণ, ১৩৮০, শনিবার

তৃণমূল নেতার নির্মীয়মাণ বাড়িতে বোমা বিস্ফোরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : মঙ্গলবার সকাল নয়টা নাগাদ লোকপুর থানার ডেমুরটিটা গ্রামে বিকট বোমা বিস্ফোরণের আওয়াজে গ্রামবাসী হতচকিত হয়ে ওঠে। স্থানীয় বাসিন্দা সেখ জামালের ছেলে সেখ সেরাফতের নির্মীয়মাণ বাড়িতে বোমা বিস্ফোরণ হয়। সেরাফত তৃণমূল নেতা। বালির নীচে আনুমানিক ৭০টি বোমা মজুত ছিল বলে অনুমান করা হচ্ছে বিভিন্ন মহল থেকে। এন্টি সাপোটেজ টিম এসে বোমা বিস্ফোরণের জায়গা মেটাল ডিটেকটর দিয়ে চেক করে পাশাপাশি এলাকার নবনির্মিত বেশ কয়েকটি বাড়িতেও তল্লাশি চালানো হয়। বিস্ফোরণের খবর পেয়ে লোকপুর থানার পুলিশ সহ কেন্দ্রীয় বাহিনী ঘটনাস্থলে আসে এবং জায়গাটি ঘিরে রাখে। এখানে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থীর বিরুদ্ধে তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী নির্দল প্রার্থী হিসাবে খাড়া করে। পঞ্চায়েত ভোটে জয়লাভও নির্দল প্রার্থী।

জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ডেঙ্গু সচেতনতা সপ্তাহ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর : ১৫৪ বছরের প্রাচিন জয়নগর মজিলপুর পৌরসভাকে আবর্জনা মুক্ত শহর হিসাবে গড়ে তুলতে ও ডেঙ্গু মুক্ত রাখতে জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার উদ্যোগে পৌর এলাকায় ডেঙ্গু সচেতনতা সপ্তাহ পালন করা হচ্ছে। গত ১৮ জুলাই এই সপ্তাহব্যাপী সচেতনতার কাজ শুরু হয়েছে। শেষ হবে ২৫ জুলাই। জয়নগর মজিলপুর পৌর এলাকার প্রতিটা

বাড়িতে রাস্তার পাশে থাকা নোংরা আবর্জনা পরিস্কারের পাশাপাশি পৌর এলাকার নাগরিকদের এই বিষয়ে সচেতন করার কাজ করছে এই বিভাগের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মচারীরা। আর শনিবার পৌর অফিসে বসে জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান রথীন কুমার মন্ডল বলেন, জয়নগর মজিলপুর পৌর এলাকাকে আবর্জনা মুক্ত শহর হিসাবে তুলে ধরতে পৌর নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলতে ও ডেঙ্গু মুক্ত করতে ডেঙ্গু সচেতনতা সপ্তাহ পালন করা হচ্ছে। এলাকার মানুষ ভালোই সাড়া দিচ্ছে। আমরা চাই প্রাচীন এই পৌরসভার ১৪ টি ওয়ার্ডই আবর্জনা মুক্ত, ডেঙ্গু মুক্ত থাকুক। তাই এই কাজে সবার সহায়তা দরকার। আর এই কাজ এক সপ্তাহ নয় আমরা সারা বছর ধরেই করে আসছি।

চুঁচুড়ার স্কুলে তিনটি বিষধর সাপ মিলল, পরিষ্কারে গাফিলতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : চুঁচুড়ার গঙ্গার ধারে জ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ বালিকা বিদ্যালয়ে ক্লাস চলাকালীন স্কুলের শিক্ষিকাদের ঘর থেকে একটি কালাচ এবং শৌচাগারের কাছ থেকে একাধিক শাখামুটি, আর স্কুলের পিছন দিকে একটি গোখরো এবং পার্থেনিয়ামের জঙ্গল থেকে একটি দাঁড়াশ সাপ ধরা পড়ল। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে স্কুলের ছাত্রী এবং শিক্ষিকাদের মধ্যে প্রচণ্ড আতঙ্ক ছড়িয়েছে। এর আগে ওই স্কুলে গোসাপের উপদ্রব ছিল। কিন্তু এরপর এরকম ভয়ানক বিষধর সাপ থাকতে পারে সেটা কেউ কল্পনা করতে পারেনি। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা তিতান মুখোপাধ্যায় বলেন, স্কুলের ফাণ্ডের অবস্থা ভাল নয়।

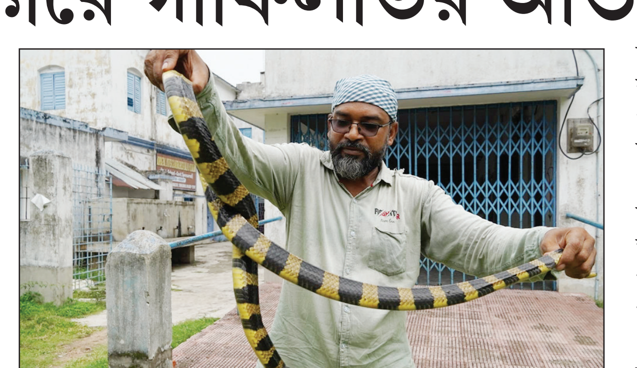

পুরসভা ও প্রশাসনের কাছে আগাছা পরিষ্কার করার আবেদন জানালেও তাঁরা কোনও সহযোগিতা করেনি। ফলে বর্ষায় সাপের উপদ্রব বেড়েছে। হুগলি–চুঁচুড়ার পুর–পরিষদ (স্বাস্থ্য) জয়দেব অধিকারী বলেন, শহরের বিভিন্ন জায়গায় জঙ্গল পরিষ্কারের কাজ চলছে। ক'দিনের মধ্যে ওই স্কুলে জঙ্গল সাফ করার কাজ শুরু হবে। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা তিতান মুখোপাধ্যায় ব্যান্ডেলে গ্রাম পার্কের সর্প বিশারদ চন্দন ক্লেমেথ সিংকে খবর দেন। চন্দন এসে সাপগুলি উদ্ধার করেন। চন্দন জানান, স্কুলের পরিবেশ যা রয়েছে তাতে আরও সাপ থাকতে পারে বলে অনুমান। সাপগুলিকে অনুকূল পরিবেশে ছেড়ে দেব। এই ভয়ানক বিষধর সাপ স্কুলে থাকা মারাত্মক ক্ষতিকর। ওই বিদ্যালয়টি পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ানো হয়। ছাত্রীর সংখ্যা মাত্র ৫০ জন। শিক্ষিকা রয়েছেন সাত জন। একজন চতুর্থ শ্রেণির কর্মী রয়েছে। ওই স্কুলের ছাত্রীদের একটি অংশ আশ্রমের আবাসিক। তাদের কাছ থেকে ফি নেওয়া হয় না। স্কুলের ফাণ্ড কম থাকায় প্রতি মাসে লোক দিয়ে জঙ্গল কাটা সম্ভব হয় না। তবে এবারে গরমের ছুটি লম্বা হওয়ার দরুন স্কুলের চর্তুদিকে জঙ্গলে ভরেছে।

নিখোঁজ ওড়িশার যুবককে ঘরে পৌঁছে দিলেন স্বর্ণদ্বীপ চ্যারিটেবল ট্রাস্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৫ মাস আগে বাইরে কাজে গিয়েছিলেন। এই পরিযায়ী শ্রমিকটি কাজ শেষে নিজের বাড়ি ওড়িশার সম্বলপুরে হীরাকুন্দ এলাকায় বাড়ি ফিরলে তার ভাই রাজেশ মহানন্দর সঙ্গে প্রচণ্ড বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। তখন বুলু মহানন্দ (২৭) কার্যত কোনও কিছু না জানিয়েই বাড়ি ছেড়ে তিনমাস ধরে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায়। হঠাৎ একদিন মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম জেলার প্রত্যন্ত গ্রামের আলমপুরের ছেলে প্রসেনজিৎ খড়দা কলকাতার বালিগঞ্জ স্টেশনে বুলুকে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকতে দেখে তার সন্দেহ জাগে। প্রসেনজিৎ রেলে চাকরি করেন। প্রত্যেকদিন প্রসেনজিৎ বুলুকে একইভাবে বালিগঞ্জ স্টেশনে বসে থাকতে দেখেন। এরপর একদিন প্রসেনজিৎ তাকে কিছু জিজ্ঞাসা

করেন। কিন্তু কথাবার্তায় অনেক অসংগতি লক্ষ্য করেন। যদিও সে ওড়িয়া ভাষায় কথাবার্তা বলছিল। এরপর প্রসেনজিৎই সোনারপুরের স্বর্ণদ্বীপ চ্যারিটেবল ট্রাস্টের সেক্রেটারি শ্রীকান্ত বধূককে সব ব্যাপারটা বলেন। শ্রীকান্তবাবু ঝর্ণা মণ্ডলকে সঙ্গে নিয়ে বালিগঞ্জ স্টেশনে এসে সমস্ত বিষয়টি খতিয়ে দেখে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন। কয়েক সপ্তাহ পর ওড়িশার বুলুর বাড়ি ও কলকাতায় রবীন্দ্র সরোবর থানায় যোগাযোগ হয়। এরপর স্বর্ণদ্বীপ চ্যারিটেবল ট্রাস্টের লোকেরা বুলুকে তার বাড়িতে পৌঁছে দেবার সিদ্ধান্ত নেয়। তারপর শ্রীকান্ত বাবু অন্য একটি সংগঠন আরণ্যক চ্যারিটেবল ট্রাস্টের গৌতম মণ্ডলকে নিয়ে রবীন্দ্র সরোবর থানায় একটি জিডি করেন। ঐদিনই তারা হাওড়া থেকে ইস্পাত এক্সপ্রেসে চেপে ওড়িশার সম্বলপুরে হীরাকুঁদের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। রাত ৮–৩০ মিনিটে হীরাকুঁদ স্টেশনে নেমে ওড়িশার আতাবেড়িয়া থানায় ফোন করেন শ্রীকান্তবাবু। ওই সময় থানার বড়বাবু সুকুমার ত্রিপাঠি একটি গাড়ির ব্যবস্থা করে তাদের থানায় নিয়ে যান। থানায় প্রয়োজনীয় কিছু কথা জিজ্ঞাসাবাদের পর পুলিশ অফিসার স্বর্ণদ্বীপ চ্যারিটেবল ট্রাস্টের লোকেদের সঙ্গে নিয়ে বুলুকে তার বাড়িতে পৌঁছে দেয়। শ্রীকান্তবাবু বলেন, ওড়িশার আতাবেড়িয়া থানার সমস্ত পুলিশ অফিসাররা তাদের সাথে খুব সুন্দর ব্যবহার ও সাহায্য করেছেন। এএসআই ললিতনাথ এবং হেড কনস্টেবল মুকেশ মেশুয়াদের অক্লান্ত পরিশ্রমে ঘরের ছেলে বাড়ি ফিরলো।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৭ বর্ষ, ৪১ সংখ্যা, ২৯ জুলাই – ৪ আগস্ট, ২০২৩

দুয়ারে ডেঙ্গি

মধ্য বর্ষায় চোখ রাঙাচ্ছে ডেঙ্গি বা ডেঙ্গু। এক সময় অখণ্ড বাংলায় গ্রামের পর গ্রাম ম্যালেরিয়ার সর্বনাশা থাবায় লোক শূন্য হয়ে যেত। কলকাতার পিজি হাসপাতাল চত্বরেই ছিল রোলান্ড রসের গবেষণাগার ম্যালেরিয়া মারণ রোগ প্রতিরোধ করার তাগিদে। সে সময় মশার রস বানিয়ে খেয়ে দেখেছিলেন ম্যালেরিয়া হয় কিনা। পরে জানা যায় স্ত্রী মশার জীবনচক্রের সাথে মশার জীবনচক্র ও তাদের মানুষের রক্ত পানের সঙ্গে জড়িত। কুইনাইনের হাত ধরে ধীরে ধীরে ম্যালিরিয়াকে অনেকটাই আয়ত্বে আনা হয়েছে। এখন আর গ্রাম শূন্য হয় না ম্যালেরিয়ার দাপটে। কিন্তু বহু বাবা মার কোল শূন্য হচ্ছে মশাবাহিত ডেঙ্গির সংক্রমণে। ছোট থেকে বড় কেউ নিস্তার পাচ্ছে না। একসময় লাগাম ছাড়া ডেঙ্গিতে বহু মানুষের প্রাণ অকালে চলে যায়। এর পরেই এল করোনা কাল সে সময় যে মৃত্যু মিছিল প্রতিদিন দেখা যেত, ডেঙ্গি কিংবা ম্যালেরিয়ার কথা শোনা যায়নি।

রক্ত পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিতে ইতিমধ্যে ডেঙ্গি–ম্যালেরিয়া পজিটিভ রিপোর্ট বাড়তে শুরু করেছে। রাশ টানার জন্য কলকাতার মেয়র পথে নেমেছেন। পুরসভার বাইরে কেন্দ্রীয় সরকারের এলাকা গুলিতে যাতে মশার লার্ভার বিচরণ ক্ষেত্র না হয়ে ওঠে সেজন্য যৌথ ভাবে এগিয়ে আসতে অনুরোধ করেছেন।

জরুরীকালীন তৎপরতায় ডেঙ্গি মোকাবিলায় শুধু পুরসভাগুলি নয়, স্থানীয় ক্লাবগুলি এগিয়ে আসুক। জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য জন প্রতিনিধিদের পাশাপাশি প্রতিটি নাগরিক যাতে সচেতন হতে পারে সে ব্যাপারে বৈদ্যুতিন মাধ্যম, সংবাদপত্র স্বেচ্ছায় প্রচারে এগিয়ে এলে অনেক মানুষের প্রাণ বেঁচে যাবে।

প্রতিটি বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের কাছে মশাবাহিত রোগ গুলি সম্পর্কে বাস্তবমুখী বার্ত দেবার ব্যবস্থা হোক। আবর্জনা, জল জমা থেকে মশারীর ব্যবহার প্রতিটি ক্ষেত্রেই যাতে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া যায় সে ব্যাপারে প্রশাসনের অগ্রিম ভাবনা চিন্তা জরুরি।

কোটি কোটি টাকার দুর্গাপুজো বাজেটের কিছু অংশ বাঁচিয়ে যাতে পথ শিশু, ফুটপাতবাসী , অক্ষম বৃদ্ধ বৃদ্ধা যাদের মাথার ওপর ছাদ নেই তাদের জন্য এগিয়ে আসুক বাংলার উৎসব কমিটিগুলি। থিমের পুজোর আড়ালে ফুটপাতবাসীরা যাতে সুস্থ জীবনের স্বাদ পেতে পারে কিংবা স্থায়ী বসবাসের ঠিকানা পেতে পারে সেজন্য দুর্গাপুজো কমিটি গুলি এগিয়ে আসুক। পথ দেখাক পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন ক্লাবকে, সংঘকে। সারা ভারত অনুপ্রাণিত হওয়ার অবকাশ পাক। বাংলায় ডেঙ্গি–ম্যালেরিয়ার মহামারির খবর ভারতবাসীকে যেন বিচলিত না করে।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

‘উৎপত্তি প্রকরণ’

‘আমরা যে তাঁর দেহকর্মাদি দেখছি তা নিতান্তই অবিদ্যাজনিত দর্শন। আকাশজ ব্রাহ্মণের উৎপত্তির উৎস–কারণ নেই, তাই তাঁকে স্বয়ম্ভু বলা হয়। পৃথিবী–রস–তেজ–বায়ু ইত্যাদি ভূতের সাথে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। তাই তিনি প্রকৃতই নিরাকার। সুতরাং তাঁকে হত্যা করা সম্ভব নয়। যমের এই কথায় মৃত্যু জিজ্ঞাসা করলেন, আকাশ শূন্য পদার্থ, শূন্য থেকে তিনি জন্মালেন কি করে? যম বললেন, ঐ ব্রাহ্মণ কখনোই জন্মান নি, তিনি নিত্যকাল ঐভাবেই আছেন। মহাপ্রলয়ের পর আকাশস্বরূপ নিত্য প্রকাশমান, অনন্ত, অজর ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই থাকে না। তারপর সৃষ্টির প্রথমে জ্ঞানমাত্রস্বরূপ ঐ ব্রহ্ম হতে তেজ স্ফুরিত হয়ে বিরাট শরীর আকারে স্পন্দিত হতে থাকে। সেই বিরাট তেজোময় শরীররূপ উপাধিতে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব এসে পড়ে। তিনিই হিরণ্যগর্ভ বা আকাশজ ব্রাহ্মণ। তাঁর বাসনা, কর্তৃভাব, কর্ম কিছুই নেই। তাই তিনি বিশুদ্ধ চিদাকাশ বা বিজ্ঞানঘন অবস্থায় বিরাজ করেন। একমাত্র বহির্মুখী চিৎপ্রবৃত্তি থাকায় তাঁর তেজোময় শরীর বিদ্যমান। চিদাকাশে স্বরূপের জ্ঞান–উপলব্ধি হলে চিৎপ্রবৃত্তির উপশান্তি হয়। সেই চিৎপ্রবৃত্তির উপশান্তি হলে, তাঁর শরীরও আর থাকবে না। হে মৃত্যু তুমি তাঁকে গ্রাস করতে পারবে না, তাই বৃথা আক্রমণ কোর না।

রাম বললেন, ভগবান। আপনার কথা শুনে বুঝলাম, আপনি মনকে পার্থিব সম্পর্কশূন্য এবং বিশুদ্ধ বলেছেন, নিঃসন্দেহ হয়ে এও বুঝলাম যে, ঐ বিশুদ্ধ মনের নাম ব্রহ্মা, কিন্তু প্রাণ সমূহের শরীর যেমন পূর্ব সংস্কার নিয়ে জন্ম নেয়, ব্রহ্মার শরীর তেমনভাবে পূর্ব সংস্কা নিয়ে জন্মায় না কেন? বশিষ্ঠ বললেন, প্রাক্তন কর্মজনিত লিঙ্গশরীর যার থাকে, তার পড়ে প্রাক্তন সংস্কার অনুযায়ী শরীর গ্রহণ হয়। ব্রহ্মার আর কোন প্রাক্তন কর্মই নেই, তাই তাঁর পূর্ব সংস্কার হবে কি করে? সুতরাং তাঁর তেজোময় শরীরকে স্বয়ম্ভু বলা হয়। তিনি অজ, কখনও জন্মাননি, তাঁর পূর্বজন্মের সংস্কার হতে পারে না। তাই তিনি অমর। অন্যান্য প্রাণীর ইন্দ্রিয় ব্যবহারের জন্য পঞ্চভূত কারণ রূপে থাকে, সেই ভূতসমষ্টি দ্বারা গঠিত আধিভৈতিক দেহাবয়ব থাকে।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

বাড়িতে পোষা যাবে না কোন পাখি

টিয়া, কাকাতুয়া, ময়না থেকে শুরু করে পায়রা বা অন্য কোনও বন্য পাখি, শখ মেটাতে বাড়িতে আর পাখি পোষা যাবে না মূলত দেশি পাখি। খাঁচায় আটকে রাখা যাবে না। মুক্ত আকাশে উড়িয়ে দিতে হবে। রুল তৈরি হয়ে গিয়েছে। আগস্টের শেষেই হয়তো নিয়ম লাগু হয়ে যাবে। যে সমস্ত বাড়িতে পাখি আছে, তা ছেড়ে দিতে হবে।

Kolkata Canvas

সন্ত্রাসের হাতেখড়ি হল যাদের

নির্মল গোস্বামী

গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন আমার এক বন্ধু আমাকে ফোনে বলল, নির্মল এই প্রথম আমি ভোট দিতে পারলাম না। বন্ধু পুরানো কংগ্রেসী। ছাত্র রাজনীতি করা লোক। ইদানিং ব্যবসায়ী সংগঠনের জন্য তৃণমূল ঘেঁসা হয়েছে। বন্ধুর থেকে জানতে পারলাম যে, ওদের বুথে শুধুমাত্র জেলা পরিষদের নির্বাচন হচ্ছে। গ্রামে বা সমিতিতে অন্যদল প্রার্থী

দিতে পারে নি। সকাল ৯টা পর্যন্ত সাধারণ ভোটাররা ভোট দিতে পেরেছিল। তাও বুথের ভেতর পার্টির লোক আছে, তাদের সামনে ছাপ মারতে হয়েছে। ৯টার পর আর কাউকে বুথের ভিতরে যেতে দেয় নি। বন্ধু আক্ষেপ করে বলল, আশ্চর্যের বিষয় হল যারা কোনদিন বোমা–পিস্তল ধরেছে বলে শোনা যায় নি; যাদের গায়ে মস্তানের ছাপ পড়েনি এখনও সেই ৫টা অতি সাধারণ ছেলের ভয়ে গোটা গ্রামবাসী বের হতে পারল না। আমি ফোনে বন্ধুকে বললাম, শোন, ভয় ওই পাঁচটা ছেলেকে নয়। গ্রামবাসীরা ইচ্ছা করলেই ওই পাঁচজনকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দিতে পারত। কিন্তু তারপর কি হবে? পার্টির নির্দেশে ওরা সঙ্গে সঙ্গে ছাড়া পাবে আর যারা ধরবে তাদের নামে পুলিশ মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রান করবে । এই সত্যটা গ্রামবাসী জানে বলেই ওদের ভয় পেয়েছিল। আর সাধারণ মানুষের এই ভয়টাই হল শাসকের ভোট জয়ের মূলধন।

প্রশাসন সম্পর্কে সাধারণ মানুষের যে স্পষ্ট ধারণা হয়েছে তাতে করে মানুষ প্রতিবাদ করতে পিছপা হচ্ছে এবং উল্টো দিকে দুস্কৃতিকারীরা আরো সাহস পাচ্ছে। জনগণের নীরবতায় সাহসের প্যারামিটারের পারদ চড় চড় করে বাড়ছে। এবারের পঞ্চায়েত ভোটে ভোট কর্মী থেকে সাধারণ ভোটারদের যে অসহায়তার করুণ খণ্ড চিত্র দেখা গেছে তাতে করে একটা জিনিস পরিষ্কার হয়েছে যে, প্রশাসন দুষ্কৃতিকারীদের পক্ষে কাজ করেছে। ভোট গণনার সময় বিডিও ওদের ভূমিকায়

একথার সত্যতা পাওয়া যায়। এবং তার পর থেকে যেভাবে বিরোধী প্রার্থীদের প্রতীকে ছাপ মারা ব্যালট পেপার রাস্তাঘাট–খালে–বিলে–ঝোপে–ঝাড়ে পাওয়া যাচ্ছে, যেভাবে আস্ত ব্যালট বাক্স উধাও হচ্ছে তাতে প্রশাসনিক ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব আরো বেশি করে মান্যতা পাচ্ছে।

কথা হল যে পশ্চিমবঙ্গে ভোট সন্ত্রাস তো এই প্রথম নয়, বঙ্গবাসী ইতিপূর্বেও অনেক ভোট সন্ত্রাসের ছবি দেখে থাকবে এবং তা হয় তো বা কারো কারো স্মৃতিতে আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে। তবুও দুটি কথা বলার আছে। এক, অতীতে হয়েছে বলে বর্তমানে হবে এমন বাধ্যকতা তো নেই। অন্যান্য রাজ্যের ভোটে আগে প্রচুর গুন্ডামি হতো। আজ কাল আর হয় না। সেখানে গণতন্ত্রের যুদ্ধ নয় উৎসব হয়। দ্বিতীয় কথা হল যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বার বার বলে এসেছেন যে এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচন শান্তিপূর্ণ হবে। অন্যান্য নেতারাও অতীতে ভুল স্বীকার করে বলেছিলেন যে আর ভুল হবে না। কিন্তু সেই যথাপূর্বং তথা পরং অবস্থা হল। বোঝা গেল বাংলা আছে বাংলাতেই। সত্যি কথা বলতে কি এই নিয়ে আর লেখালেখি করতেও মন চায় না। ৫০ জন মানুষের মৃত্যু মাড়িয়ে ক্ষমতা দখল করে মানুষের সেবার অধিকার আদায় করা হল। আমাদের সমস্ত মহাপুরুষরা মানব সেবার কথা বলেছেন। কিন্তু সেই সেবার সরকারী অধিকার আদায়ের জন্য এতো মারামারি, হানাহানি আমাদের রাজনীতিকরা শেখাচ্ছেন! মুখ্যমন্ত্রী বলছেন অপরাধীরা সাজা পাবে, ক্ষতিগ্রস্থরা ক্ষতিপূরণ পাবে নগদে এবং চাকরীতে। তাতেই কি সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে? যারা অপরাধী হিসাবে চিহ্নিত হল না, অথচ অপরাধ করল তাদের কি হবে? আমার বন্ধুর কথায় সেই ৫টি যুবক এবং সারা বাংলায় এমন হাজার হাজার যুবক যারা ভোটকে কেন্দ্র করে মস্তানির হাতেখড়ি নিল তাদের ভবিষ্যৎ কি?

রাজ্যে চাকরী নেই। তাই প্রতিষ্ঠিত যুবকরা ভিনরাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে। কলকারখানা নেই কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আছে। তার থেকে প্রতিবছর হাজার হাজার ছাত্র বের হচ্ছে। তারা অন্য রাজ্যে না হয় বিদেশে চলে যাচ্ছে। বালেশ্বরের ট্রেন দুর্ঘটনা দেখিয়ে দিল যে আমাদের রাজ্যের লেবাররা চাষের কাজে দক্ষিণের রাজ্যে যায়। কিন্তু পার্টির জোরে আর প্রশাসনের মদতে যারা আইন ভাঙতে শিখল, যারা বিশৃঙ্খল তৈরি করতে শিখল, যারা সংবিধানকে বুড়ো আঙুল দেখাতে শিখল তাদের ভবিষ্যৎ কি হবে? অন্য রাজ্যে ভোট লুট করার পরিস্থিতি তৈরি করতে তাদের ডাক পড়তে পারে বড় জোর। কিন্তু অন্য রাজ্য আমাদের মতো আত্মঘাতি নয়।

আগে দেখা যেতো বাইরে থেকে গুণ্ডারা এসে ভোটে গণ্ডগোল করত। অর্থাৎ যে এলাকায় গণ্ডগোল হতো সেই এলাকার পার্টির লোকেরা তাতে জড়াত না। অন্য এলাকার অপরিচিত মাস্তানদের ডেকে আনত। কারণ চক্ষুলজ্জা বলে একটা পদার্থ তখনকার দিনের লোকেদের ছিল। এবারে দেখা গেল পাশের বাড়ির ছেলে পড়শিদের বুথে যেতে নিষেধ করছে। যাদের কাকি, জেঠি বা কাকা জেঠু বলে সম্বোধন করত তাদের সামনে শুধু নয়, তাদেরকেও বাধা দিতে তাদের বিবেকে আটকাচ্ছে না। এই যে দিবালোকে বুক ফুলিয়ে অপরাধ করার মানসিকতার শিকার হচ্ছে যুব সম্প্রদায় এটাই সমাজের সবচেয়ে ক্ষতিকারক দিক।

একজন অপরাধীর অপরাধ বোধ আছে, তাই সে লোক চক্ষুর আড়ালে রাতের অন্ধকারে অপরাধমূলক কাজকর্ম করে। আর একজনের অপরাধ বোধ নেই। সে প্রকাশ্যে অপরাধ করে বুক ফুলিয়ে সমাজে ঘুরে বেড়ায়। এরাই বেশি মারাত্মক। ভোট সন্ত্রাসে যুক্ত সব দলের অপরাধীরা এই গোত্রের। গায়ের জোরে জিতে যারা জনগণের নেতা হয়ে পদ অলংকৃত করবে, সভা সমিতিতে চেয়ার আলো করে বসে থাকবে তাদের মালা উত্তরীয়তে বরণ করা হবে, তারা নীতিমূলক ভাষণ দেবে জনগণের উদ্দেশ্যে– সবটাই প্রাণহীন হয়ে যাবে না! সবটাই সত্যের সাথে লুকোচুরি আর স্বার্থের দড়ি টানাটানি।

এই স্বার্থের চরিত্রটা যে কোনও মুহূর্তে পাল্টে যায়। ভোটের সময় এক স্বার্থ, বিরোধীদের মারতে হবে। আর ভোটের পর সবই তো দলীয় লোক। বিরোধী কোথাও নেই। বোমা বন্দুক কার বিরুদ্ধে প্রয়োগ হবে? তখন দলীয় এক নেতা আর এক নেতার মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব শুরু হবে। মাদার আর যুবর নাম করে হানাহানি হবে। যারা পাড়ার কাকা জেঠাদের চোখে রাঙিয়ে ভয় দেখতে পারে তারা দলীয় লোককে মারবে– স্বার্থের খাতিরে। কারণ তাদের চক্ষুলজ্জার ভয় ভেঙে গেছে। রাজনীতির কাজ ছিল দায়িত্বশীল নাগরিক তৈরি করা। এখন ক্ষমতার আস্ফালন করা। অপরের ভোটাধিকার যারা হাসতে হাসতে কাড়তে পারে তারা সমাজে যে কোনও অপরাধ করতে পারে– কারণ অপরাধ বোধ তাদের ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। তৃণমূলে বেশি লোক মরার এটাই অন্যতম কারণ।

যত্রতত্র মদের আসর, বিষাক্ত পরিবেশের প্রতিবাদে হামলার শিকার সভ্য সমাজ

দেবাশিস রায়

যেখানে সেখানে মদের আসর। কিবা দিন কিবা রাত। স্থান, কাল, বয়সের কোনও বাঁধন নেই। প্রকাশ্য রাস্তার ধার থেকে শুরু করে খেলার ময়দান কিংবা স্কুলের নাগালে সর্বত্রই কার্যত বিনা বাধায় মদ্যপানের ঢালাও লাইসেন্স প্রাপ্তি। এককথায়, রাজ্যজুড়ে প্রকাশ্যে মদ্যপানের রমরমা। এভাবে বিষাক্ত হচ্ছে রাজ্যের সভ্য সমাজ। এদিকে সেই বিষাক্ত পরিবেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গেলেই মদ্যপ, উচ্ছৃঙ্খলদের রোষের শিকার হতে হচ্ছে সভ্য সমাজকে। অতীতে মদ্যপ, দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে গিয়ে ভয়ংকর আক্রমণের শিকার হয়েছেন অনেকেই। অকালে প্রাণ হারিয়েছেন অনেক প্রতিবাদী চরিত্র। একইসঙ্গে ছারখার হয়ে গিয়েছে অসংখ্য মদ্যপায়ীর সুখের সংসারও। যত সময় বয়ে যাচ্ছে মদ্যপ, উচ্ছৃঙ্খলদের দৌরাত্ম্য যেন বেড়েই চলেছে। সেটাই গত বুধবার আরও একবার জনসমক্ষে প্রমাণ করে দিল কালনার একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনার কৃষ্ণদেবপুর গার্লস হাইস্কুল সংলগ্ন একটি মদের আসরের প্রতিবাদ করতে গিয়ে এলাকারই এক মহিলা সহ তিনজন আক্রান্ত হয়েছেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভের পারদ চড়তেই পুলিশ যথাযথ পদক্ষেপ করতে তৎপর হয়ে ওঠে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কালনার কৃষ্ণদেবপুর গার্লস হাইস্কুলের পিছনে অন্যান্য দিনের মতো এদিনও ভরদুপুরে রমরমিয়ে চলছিল মদের আসর। মদ্যপদের চিৎকার, খিস্তিখেউর, পথচলতি মানুষদের উদ্দেশে টিটকিরিতে প্রতিনিয়ত দূষিত হচ্ছিল এলাকার সুস্থ পরিবেশ।এদিন এরই প্রতিবাদে স্থানীয় কয়েকজন সরব হতেই তাঁরা মদ্যপ যুবকদের আক্রমণের শিকার হন। মদ্যপরা প্রতিবাদকারীদের মারধর করার পাশাপাশি একজনের বাড়িতে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করে বলে অভিযোগ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে কালনা থানার পুলিশ ছুটে আসে এবং সরেজমিনে তদন্ত শুরুর পাশাপাশি বাসিন্দাদের আশ্বস্তও করে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে স্কুলের সময় মদ্যপ উচ্ছৃঙ্খল যুবকরা রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় দল বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে গালিগালাজ করে এবং ছাত্রীদের উদ্দেশে টিটকিরি কাটে। মদ্যপদের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ অভিভাবকরা তাঁদের সন্তানের নিরাপত্তার কথা ভেবে আতঙ্কিত। সেই জন্য তাঁরা সন্তানকে সঙ্গে করে স্কুলে দিয়ে যান এবং বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। এটাই অভিভাবকদের রোজনামচা। বাসিন্দাদের আরও অভিযোগ, কয়েকজন যুবক প্রতিদিনই প্রকাশ্যে মদের আসর বসায়। অনেকবার বারণ করলেও তারা শোনেনি। প্রতিবাদ করলে উল্টে তারা গালাগালি দেয়, হুমকি দেয়। তবে, বাংলায় এটা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। প্রশাসনের ঢিলেঢালা মনোভাব, মদ্যপানে সরকারের নানাবিধ সুবিধা প্রদান আর তথাকথিত প্রভাবশালীদের মদতে উদ্বুদ্ধ জনসমাজ। ফলে দিকে দিকে উচ্ছৃঙ্খল, মদ্যপদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।একইসঙ্গে রাজ্যজুড়ে প্রতিনিয়ত কালনার মতো দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটেই চলেছে।এই বিষাক্ত পরিবেশ সভ্য সমাজের লজ্জা।

সপ্তাহের বাছাই বিষয়

> প্রকাশ্য রাস্তার ধার থেকে শুরু করে খেলার ময়দান কিংবা স্কুলের নাগালে সর্বত্রই কার্যত বিনা বাধায় মদ্যপানের ঢালাও লাইসেন্স প্রাপ্তি। এককথায়, রাজ্যজুড়ে প্রকাশ্যে মদ্যপানের রমরমা। এভাবে বিষাক্ত হচ্ছে রাজ্যের সভ্য সমাজ। এদিকে সেই বিষাক্ত পরিবেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গেলেই মদ্যপ, উচ্ছৃঙ্খলদের রোষের শিকার হতে হচ্ছে সভ্য সমাজকে।

দেশ দেশান্তরে

প্রশ্নে পারাপার

প্রণব গুহ

রাজনৈতিক রেখাপাতে বঙ্গ ভুখন্ড দুভাগ হওয়ার ৭৫ বছর অতিক্রান্ত। কিন্তু সেই খোলা সীমান্ত, চোরাচালান, অনুপ্রবেশের গল্প এখনও চলছে স্বমহিমায়। অতীতে অনুপ্রবেশ নিয়ে ঝড় তোলা দুই দল বিজেপি ও তৃণমূল যথাক্রমে কেন্দ্র ও রাজ্যে ক্ষমতায়। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী একসময় অনুপ্রবেশ বন্ধ করা নিয়ে সংসদ কাঁপিয়ে তুলেছিলেন। অথচ গত ১২ বছর ধরে তিনি ক্ষমতায় থাকলেও অনুপ্রবেশ রোধে কিছুই করলেন না। বরং এখন তিনি অনুপ্রবেশকারীদের নয়, বিএসএফের উপর বেজায় খাপ্পা। তাদের বিরুদ্ধে অতিসক্রিয়তার অভিযোগ আনেন। আবার ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনুপ্রবেশ রোধ করতে নির্বাচনের আগে খাড়া করলেন এনআরসি, সিএএ তত্ব। কিন্তু তা লাগু করতে পারলেন না। বলা হল আইন তৈরি হয়েছে কিন্তু রুল তৈরি হয়নি। ফলে অনুপ্রবেশ রোধ বাস্তবে প্রসব করল একটা

বিরাট অশ্বডিম্ব। উল্টে রাজনৈতিক টানাপোড়েনে আরও শক্তি অর্জন করল অনুপ্রবেশ ও চোরাচালান।

বিদেশ মন্ত্রকের সংসদীয় কমিটি সম্প্রতি তাদের বার্ষিক রিপোর্টে উল্লেখ করেছে যে, তারা উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলিতে আন্তসীমান্ত সন্ত্রাস, অনুপ্রবেশ, জাল নোট, মাদক, অস্ত্র চোরাচালান বাড়ছে। এমনকী অনুপ্রবেশের কারণে বাংলাদেশ সীমান্তের রাজ্যগুলির গ্রামে জনচরিত্র বদলে যাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে কমিটি সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করার পরামর্শ দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারকে। মজার কথা হল যে তৃণমূল পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশকে পাত্তা দিতে চায় না সেই তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক সাংসদ হিসাবে এই কমিটির সদস্য। সংসদীয় কমিটির এই রিপোর্ট থেকে পরিষ্কার এতো আলোচনা, আইন হলেও বাংলাদেশ সীমান্তের অনুপ্রবেশ ও চোরাচালান আগেও যেমন উদ্বেগের ছিল এখনও তেমনই উদ্বেগের।

আসলে এটা কেউ স্বীকার করতে চায় না যে, সীমান্ত জুড়ে অনুপ্রবেশ ও চোরাচালান বিপুল রোজগারের হাতিয়ার। আর এই রোজগারে বিএসএফ, পুলিশ, সরকারি কর্মী, নেতা নেত্রীরা যুক্ত বলে সীমান্ত এলাকার মানুষের অভিযোগ। এরাই রোজগারের লোভ দেখিয়ে স্থানীয় গরিব মানুষকে এই কাজে শামিল করে। বিপুল এই রোজগারের ডাকে মানুষ সাড়া দেয় কারণ তাদের কাছে কাজের অভাব প্রকট। এমন সুযোগটিকেই কাজে লাগায় পাচার চক্র। বলা বাহুল্য অনুপ্রবেশ ও চোরাচালান এভাবে ক্রমশঃ সার্বজনীন হয়ে উঠছে বলেই এত অফিসার, জওয়ান, পুলিশ, বেড়া, সিসি ক্যামেরা থাকা সত্বেও এটা বন্ধ করা যাচ্ছে না। স্থানীয় মানুষের মতে সীমান্তে অনুপ্রবেশ ও চোরাচালান পুরোপুরি বন্ধ করতে গেলে প্রথমত এর সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের চরমতম শাস্তির বিধান তৈরি করতে হবে। দ্বিতীয়ত স্থানীয় মানুষের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার মতো রোজগারের ব্যবস্থা করতে হবে। তা না করতে পারলে দেশের জনচরিত্র একটু একটু করে বদলে যাবে এবং দেশের অমূল্য সম্পদ পাড়ি দেবে বিদেশে। মনে আছে নিশ্চয়ই, ভারতের প্রধানমন্ত্রী তাঁর গত আমেরিকা সফরে চালান হয়ে যাওয়া ভারতীয় সম্পদ ফেরানোর অনুরোধ করেছিলেন সে দেশের প্রেসিডেন্টকে। ভেবে দেখুন কী বিপুল পরিমাণ সম্পদ এ দেশ থেকে পাড়ি দিয়েছে আমেরিকায়। এভাবেই প্রত্যেক দিন আমাদের সম্পদ চালান হয়ে যাচ্ছে বিপুল টাকার বিনিময়ে। মনে রাখতে হবে বাংলার গর্বের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল পুরস্কার পর্যন্ত চোরাচালানীদের হাত থেকে বাঁচাতে পারিনি আমরা। সিবিআই লাগিয়েও খোঁজ পাওয়া যায় নি, কারোর শাস্তিও হয় নি গাফিলতির অপরাধে।

এখন আবার কলকাতা পুরসভা নতুন তত্ব বার করেছে। ওপার থেকে আসা বাংলাদেশীদের মাধ্যমে ডেঙ্গু নাকি চালান হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে। পুরসভার মতে বাংলাদেশে নাকি মহামারি হিসাবে দেখা দিয়েছে ডেঙ্গু। তারা অভিবাসন দপ্তরে রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে বলেছে। পুরসভার অভিযোগ যদি সত্যি হয় তাহলে বুঝতে হবে শুধু মানব ও জড় সম্পদ নয় রোগও চালান হচ্ছে এপারে। কিন্তু একে রোধ করবে কে? সেটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন।

পাঠকের কলমে

নিয়োগ করা হোক গঙ্গাপুলিশ

পরিবেশ আদালতের নির্দেশে ও প্রশাসনিক তৎপরতায় অবশেষে আবর্জনা মুক্ত হল চাঁদ সদাগর, চৈতন্যদেবের পরিক্রমা পথ খ্যাত আদিগঙ্গা। যদিও এখনও পবিত্র জলের ক্লেদ মুক্তি ঘটেনি। আদিগঙ্গা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়নি পুরসভার ড্রেনগুলি। কিন্তু ততদিনে হয়ত কলকাতাবাসীর অসচেতনতায় ফের আবর্জনায় ভরে উঠবে আদিগঙ্গা। নতুন করে পাড়ে জমা প্লাস্টিক ও ময়লা সে কথাই বলতে শুরু করেছে। আমার মনে হয় এই দুরাচার রোধ করতে গঙ্গাপুলিশ নিয়োগ করা জরুরি। যারা দিনরাত পাহারা দেবে কলকাতার গঙ্গার পাড় ও ঘাটগুলি। কতরকম পুলিশ তো নিয়োগ হল, গঙ্গাপুলিশ কি সৃষ্টি করা যায় না? প্রশ্ন থাকল সরকার ও পুরসভার কাছে।

সবিতা গুহ
চেতলা

সুফলা বঙ্গের কৃষি কথা

বিনামূল্যে ড্রোন দিচ্ছে ইফকো

নিজস্ব প্রতিনিধি : আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষিকাজ এখন অনেক সহজ হয়েছে। প্রতিদিন চাষের জন্য নতুন নতুন প্রযুক্তি আসছে। যা ব্যবহার করে কৃষকরা কম খরচে বেশি ফলন পাচ্ছেন,যার ফলে লাভবান হচ্ছেন কৃষকরা। একই সঙ্গে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষকদের পরিশ্রমও অনেক কমছে। এখন জমিতে ন্যানো ইউরিয়া ও রাসায়নিক স্প্রে করার জন্য দেশজুড়ে ড্রোনের চাহিদা দ্রুত বাড়ছে। এরই মধ্যে কৃষকদের বিনামূল্যে ড্রোন দেওয়ার কথা ঘোষনা করেছে ইফকো।

বিহারে IFFCO (ইন্ডিয়ান ফার্মার্স ফার্টিলাইজার কো-অপারেটিভ লিমিটেড) ক্ষেতে ন্যানো ইউরিয়া এবং রাসায়নিক স্প্রে করার জন্য ড্রোন বিনামূল্যে দেওয়ার কথা ঘোষনা করেছে। তবে এ জন্য কৃষকদের কাছ থেকে শুধু জামানত নেওয়া হচ্ছে। বাজারে ড্রোনটির দাম প্রায় ১৫ লাখ টাকা। একইসঙ্গে ড্রোনের জন্য কোম্পানির কাছ থেকে এক লাখ টাকা নিরাপত্তা নেওয়া হচ্ছে। ড্রোন ফেরত দিলে এই টাকা ফেরত দেওয়া হবে। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হল যে ড্রোনটি কেবলমাত্র সেই কৃষকদের জন্য উপলব্ধ হবে যাদের পাসপোর্ট আছে। ওই কৃষকদের এক সপ্তাহের জন্য প্রশিক্ষণও দেওয়া হবে।

অন্যদিকে, সরকারও কৃষকদের ড্রোন দিয়ে জমিতে রাসায়নিক ও ন্যানো ইউরিয়া স্প্রে করতে উদ্বুদ্ধ করছে। বিহার সরকার ড্রোন দিয়ে জমিতে রাসায়নিক এবং ন্যানো ইউরিয়া স্প্রে করার জন্য কৃষকদের প্রতি একর ২৫০ টাকা ভর্তুকি ঘোষণা করেছে। ড্রোনের মাধ্যমে এক একর জমিতে রাসায়নিক স্প্রে করতে সময় লাগে মাত্র আট মিনিট।সামগ্রিকভাবে, ড্রোনের সাহায্যে কৃষকরা তাদের সময় এবং জল বাঁচানোর পাশাপাশি মজুরির ব্যয়ও বাঁচাতে পারেন। বিহারে লিচু এবং আম সহ অন্যান্য ফলের ব্যাপক চাষ হয়। ফলে মাঝে মাঝে সার স্প্রে করা প্রয়োজন হয়। চাষের এলাকা বড় হওয়ায় হাতে করে স্প্রে করতে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়।তাই ড্রোন দিয়ে স্প্রে করলে অনেক বেশি সুবিধা পাওয়া যায়।

বৃষ্টির ঘাটতি, আমনে ধাক্কার আশঙ্কা

অনাবৃষ্টি কিংবা বৃষ্টিপাতের ব্যাপক ঘাটতি দেখা যাচ্ছে। যার অস্বাভাবিকরম প্রভাব পড়ছে কৃষিক্ষেত্রে।

দেবাশিস রায়: বৃষ্টির ঘাটতিতে এবার আমন চাষে ব্যাপক ধাক্কার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।যা নিয়ে চরম উদ্বেগের মধ্যে রয়েছেন ধান চাষিরা।তবে, কিছুটা হলেও বিকল্প পথে পরিস্থিতি সামাল দিতে ইতিমধ্যেই মাঠে নেমেছে প্রশাসন।আমন ধান চাষে সেচের সুবিধার্থে ডিভিসি (দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন) একাধিক জলাধার থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ জল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।২৭ জুলাই থেকে সপ্তাহভর মোট পাঁচটি জেলায় এই জল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে সোমবার বর্ধমানে উচ্চ পর্যায়ের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল।বিভিন্ন জেলার আধিকারিক, সেচ দপ্তর এবং ডিভিসির আধিকারিকদের নিয়ে আয়োজিত সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ডিভিশনাল কমিশনার(বর্ধমান) বিজয় ভারতী। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক প্রিয়াঙ্কা সিংলা ছাড়াও পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলি এবং হাওড়া জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক (জেলা পরিষদ) প্রমুখ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।ওই বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, ২৭ জুলাই থেকে জল ছাড়ার সাতদিন পর ২ আগস্ট একটি পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।তারপর পরিস্থিতি অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে। তবে, প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত যাই হোক না কেন এবারে আমন ধান চাষ যে বেশ ক্ষতির মুখে পড়তে চলেছে তা ভুক্তভোগী চাষিদের অনেকেই স্বীকার করে নিয়েছেন।একটা সময় কার্যত বর্ষার জলের ওপর নির্ভর করেই এরাজ্যের দক্ষিণবঙ্গে আমন ধান চাষের হত।দুই বর্ধমানের পাশাপাশি বাঁকুড়া, হুগলি, হাওড়া প্রভৃতি জেলার বিস্তীর্ণ অংশের আমনের জমি বর্ষার জলেই কার্যত পুষ্ট হত। কোথাও কোথাও ক্যানাল কিংবা সেচখালের জল অল্পস্বল্প প্রয়োজন পড়ত। শুধু তাই নয়, সময়মতোই দক্ষিণবঙ্গে আমনের চাষ হত। এদিকে আমন ধানের জমি থেকে সোনালি ফসল ওঠার পরপরই সেই জমিতে চাষিরা

কার্যত সময়মতো আলু সহ অন্যান্য ফসল উৎপাদনের দিকে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। একদা প্রকৃতির সেই উদার মনোভাবে চাষির মুখে ছিল খুশির ঝিলিক। এখনতো, বিশ্ব উষ্ণায়ণের কারণে ভয়ঙ্কর ক্ষতির শিকার প্রকৃতি আর জীব জগৎ। সেই প্রভাব থেকে রেহাই পাচ্ছে না চাষ আবাদও। আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের অস্বাভাবিক হেরফের ঘটেই চলেছে। ফলে অসময়ে অতিবৃষ্টিপাত তো পড়ছে কৃষিক্ষেত্রে। ফলস্বরূপ এবারে আমন ধান চাষের শুরুতেই ব্যাপকমাত্রায় বৃষ্টিপাতের ঘাটতি দেখা দেয়। যেকারণে অর্ধেকের বেশি আমন চাষি সময়মতো জমিই তৈরি করতে পারেননি। একাধিক সূত্র মারফৎ জানা গিয়েছে, রাজ্যের শস্যগোলা রূপে পরিচিত পূর্ব বর্ধমান জেলায় এবারে খরিফ মরশুমে বৃষ্টিপাতের ঘাটতি ২৭ শতাংশ। যা কিনা গতবারের তুলনায় বেশ কম। এই জেলায় সাড়ে পাঁচ লক্ষাধিক একর জমিতে আমনের চাষ হয়ে থাকে। প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিস্থিতির শিকার এই শস্যগোলায় এবারে ধান চাষের লক্ষ্যমাত্রা ৩ লক্ষ ৭৮ হাজার হেক্টরের কিছু বেশি জমি। এখনও পর্যন্ত প্রায় ২০ শতাংশ জমিতে চাষ করা সম্ভব হয়েছে। তবে, আগস্ট মাসের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত আমন চাষের সময় থাকলেও এপর্যন্ত পর্যাপ্ত জলের অভাবে চাষিদের কার্যত কঠিন সমস্যার মধ্যেই দিন কাটাতে হচ্ছে। যেসব এলাকায় শুধুমাত্র সেচখাল কিংবা বর্ষার জলের ওপর আমন চাষ নির্ভরশীল সেখানকার চাষিদের সমস্যাটা অত্যন্ত গভীর। এককথায়, ভরা বর্ষাতেও বৃষ্টিপাতের ঘাটতির কারণে ইতিমধ্যেই আমন চাষিদের কপালে দুঃশ্চিন্তার ভাঁজ পড়েছে। যদি এই পরিস্থিতির আশু উন্নতি না হয় তাহলে এবারে আমনের ফলন যে ব্যাপক হারে মার খাবে তা একপ্রকার নিশ্চিত। পাশাপাশি আমন পরবর্তী ক্ষেত্রে আলু সহ অন্যান্য ফসলের চাষও বিলম্বিত হবে। যার পরিণাম, চাষির আরেক দফায় ফের সমস্যার মুখোমুখি হওয়া।

গ্রাম বাঁচিয়ে পঞ্চায়েতের উন্নয়ন : শোভনদেব

নিজস্ব প্রতিনিধি : গ্রাম বাঁচিয়ে পঞ্চায়েতের উন্নয়ন। পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনের আগে আরও একবার এই শ্লোগান তুললেন তৃণমূল কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা তথা কৃষি ও পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। গত ৮ জুলাই সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগামী ১৬ আগস্টের মধ্যে নবনির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে বোর্ড গঠন করতে হবে বলে বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে। তার আগেই শোভনবাবুর এই শ্লোগান বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। নির্বাচনের আগেও একবার এই শ্লোগান দিয়েছিলেন তিনি। এবার বোর্ড গঠনের প্রাক্কালে জয়ী প্রতিনিধিদের সতর্ক করে দিতেই তার এই শ্লোগান বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

আদপে পরিবেশ প্রেমী এই মন্ত্রী ১৯৯১ সালে বারুইপুর কেন্দ্র থেকে প্রথমবারের জন্য বিধায়ক হিসাবে নির্বাচিত হন। সেটা ছিল গ্রামীন অঞ্চল। এরপর ১৯৯৮ সালে নবগঠিত তৃণমূল কংগ্রেসের প্রথম বিধায়ক হিসাবে নির্বাচিত হন রাসবিহারী কেন্দ্র থেকে যা পুরোপুরি শহর। এরপর মাত্র কয়েকদিনের জন্য ভবানীপুর এবং ২০২১ সালের উপনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নবম বারের জন্য খড়দহ কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হন। বর্তমান কেন্দ্র খড়দহের কিছু অংশ পৌরসভা ও বেশির ভাগটাই পঞ্চায়েত। এখানে মোট চারটি পঞ্চায়েতে ১০৬টি গ্রাম সভা, ১২টি পঞ্চায়েত সমিতি এবং ২টি জেলা পরিষদের আসন। এতদসত্ত্বেও কলকাতা শহরের এত কাছে অবস্থিত হওয়ায় সর্বক্ষেত্রেই এখানে শহুরে ছোঁয়া পুরোমাত্রায় উপস্থিত। তার ফলে মানুষের মধ্যে অবৈধ ভাবে জলাশয় ভরাট করে, বেআইনী ভাবে গাছ কেটে বহুতল নির্মাণের প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কিছু অসাধু ব্যবসায়ী স্থানীয় কিছু মানুষের সাহায্যে এই চক্রে লিপ্ত হয়েছে। ফলে মারাত্মক ভাবে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। তিনি বলেন, পরিবার বড় হচ্ছে, সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই নতুন করে ঘরবাড়ি বানাতে গিয়ে মানুষকে গাছ কাটতে হচ্ছে। কিন্তু যারা অন্যায়ভাবে জলাজমি ভরাট ও গাছ কেটে নিজের মুনাফা লাভের চেষ্টা করছেন তাদের কোনভাবেই পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করতে দেওয়া যাবে না। প্রয়োজনে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তিনি আরও বলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে উন্নয়নের যে ধারা বইছে সেটা চলবেই। পাশাপাশি উন্নয়নের নাম করে পরিবেশ নষ্ট করার জঘন্য খেলা বন্ধ করতে হবে। আর এই পরিবেশকে বাঁচানোর জন্য তার এই শ্লোগান।

ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন বাঙালি

প্রথম পাতার পর

এর মধ্যে ঘটে গেল এক অভূতপূর্ব ঘটনা। পঞ্চায়েত নির্বাচনের সন্ত্রাস নিয়ে যে তৃণমূলের বিরুদ্ধে ঝাঁঝালো আক্রমণ করছিল কংগ্রেস ও সিপিএম সহ বামেরা তারা সেই তৃণমূলের সঙ্গেই কেন্দ্রে ক্ষমতা দখল করতে গড়ে ফেললো জোট। জোট সত্ত্বেও মুখে রাজ্যে বিরোধিতা বজায় থাকবে বলে মিউ মিউ করলেও ক্ষোভের আগুনে জল ঢেলে কেমন ঝিমিয়ে পড়েছে প্রতিবাদী কংগ্রেস এবং বামপন্থীরা। বিশেষ করে সোনিয়া যখন সাফ জানিয়ে দিয়েছেন রাজ্যের বিরোধিতার জন্য কেন্দ্রীয় জোটের কোনো ক্ষতি করা যাবে না তখন এ রাজ্যের বাম কংগ্রেসের আর কিই বা করার আছে। রাজ্য বিজেপির নেতারা তো দিল্লি থেকে ঘুরে এসে রাজপথের আন্দোলন গুটিয়ে নিয়ে বিধানসভার চৌহোদ্দিতে এনে ফেলেছেন। আদালতে ন্যায় বিচারের দিন পিছোতে শুরু করেছে। বুঝিয়ে দিচ্ছে বাঙালির এই যন্ত্রণা তেমন জরুরি কিছু নয়। কিছু আইনজীবী ভরসার একমাত্র সলতেটা জ্বালিয়ে রেখেছেন তাই এখনও জ্বলছে। না হলে কবেই আশার প্রদীপ নিভে যেত।

সব মিলিয়ে বেশ বোঝা যাচ্ছে পঞ্চায়েত নির্বাচনের ক্ষোভের আগুনে রাজনৈতিক জল ঢালা শুরু হয়েছে। পঞ্চাশ বাহান্নটা বাঙালির সস্তা প্রাণের চেয়ে ক্ষমতার শিখরে পৌঁছবার অনুশীলন করা রাজনৈতিক দলগুলির কাছে অনেক জরুরি। এর আগে কি আর বাঙালীর প্রাণ যায়নি! এখন তো তবু ক্ষতিপূরণ দিয়ে, চাকরি দিয়ে তার দাম চুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সেটাই বা কম কি। যা হয়েছে তা যাক। নেতারা জানে নির্বাচনী ক্ষোভের আগুনে জল ঢাললে যে ধোঁয়া বেরোবে আগামী পাঁচ বছর সেই ধোঁয়াতেই আচ্ছন্ন থাকবে বাঙালি। তাই আদালতের অপেক্ষা না করেই আগামী ১৬ আগষ্টের মধ্যে পঞ্চায়েত বোর্ড গঠনের বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে। আদালত যতই বলুক না কেন সব অভিযোগকে পিছনে ফেলে গঠন হয়ে যাবে পঞ্চায়েতের বোর্ড প্রতিনিধিরা বসে যাবেন যে যার চেয়ারে। রক্ত ঝরানো বাঙালির পঞ্চায়েত গঠন হয়ে যাবে নির্বিবাদে। আর তো কটা দিন। সব ভুলে জীবনযুদ্ধে ব্যস্ত বাঙালি ফের মেতে উঠবে গণতন্ত্রের উৎসবে। পরের বার হিসাবে বসে বিশ্লেষণ করবে, লাশের সংখ্যা বাড়লো না কমল। এটাই তো রাজনৈতিক সচেতন বাঙালির পরিচয়।

নেতৃত্বের অসহযোগিতায়

প্রথম পাতার পর

তাঁর আমল থেকেই মতুয়ারা নিঃশর্ত নাগরিকত্বের দাবি জানিয়ে আসছেন। বিশেষ করে এই আইনে মতুয়ারা নাগরিকত্ব প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কতটা উপকৃত হবেন তার উপরও বিজেপির পক্ষে মতুয়াদের সমর্থন নির্ভরশীল। বিগত নির্বাচন দুটিতে বিজেপিকে সমর্থন করে মতুয়ারা যেভাবে মার খেয়েছেন এবং বিজেপি তাদের পাশে না দাঁড়ানোয় তাদের সাহসিকতায় ঘাটতি হয়েছে। এই কারণ দুটোর জন্যে বিজেপির ভোট ব্যাঙ্ক সেভাবে বাড়বে না। এছাড়া রাজ্যে কোথাও বিজেপির কোনও সাহসী নেতৃত্ব দেখা যাচ্ছে না। বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে সাহসিকতার সঙ্গে একাই নেতৃত্ব দিয়ে গিয়েছেন, বিজেপির মধ্যে তার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এর পাশাপাশি যেটা ক্ষতি করছে, তা হল সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজেপি-তৃণমূলের একটা অদৃশ্য আঁতাতের ধারণা তৈরি হওয়া। কারণ এত দুর্নীতি, এত খুন জখম সত্ত্বেও কেউ গ্রেপ্তার হচ্ছে না বা সন্তোষজনক কোনও সমাধান হচ্ছে না। এমন ধারণার জন্যে বিগত দিনে মতুয়ারা যে সাহসিকতার সঙ্গে বিজেপিকে সমর্থন করেছিল, আগামী দিনে তা আর তারা করবেন কিনা, এ ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এই বিষয়গুলো যদি বিজেপি নেতৃত্বের তরফ থেকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়, তাহলে পাশা পরিবর্তন হলেও হতে পারে, নচেৎ নয়। এমনটাই আমার ব্যক্তিগত অভিমত।'

চিহ্নিত করার প্রতিবাদ

প্রথম পাতার পর

আত্মত্যাগের এ এক অপূর্ব নিদর্শন। স্বাধীনতা সংগ্রামে আপসহীন ধারার বহু বিপ্লবীর এমন আত্মবলিদানের ইতিহাস আছে যা আমাদের প্রেরণা যোগায়। তেমন একজন বিপ্লবী ছিলেন কানাইলাল ভট্টাচার্য। আর সে রকম একজন বিপ্লবীকে অপরাধী হিসাবে উল্লেখ করার বিরোধিতা করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দেওয়ার এক মাস হতে চললেও এখনো মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে কোনো প্রাপ্তি স্বীকার পায়নি হেরিটেজ কমিটি ফর গ্রেটার জয়নগর। আর তাই এবারে রাজ্যের হেরিটেজ কমিটিকে চিঠি দিচ্ছে হেরিটেজ কমিটি ফর গ্রেটার জয়নগর। এ প্রসঙ্গে হেরিটেজ কমিটি ফর গ্রেটার জয়নগরের সম্পাদক তথা জয়নগর বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক তরুণ কান্তি নস্কর বলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপ্লবী কানাইলাল ভট্টাচার্য ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে একজন বিপ্লবী এবং শহীদ ছিলেন। তিনি যেভাবে আত্ম বলিদান করে ছিলেন সেটা ভারত বর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে অভূতপূর্ব। আর "অপরাধী" বলে নামাঙ্কিত করায় আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ করেছি এবং অবিলম্বে ঐ প্রদর্শনীর বিষয়বস্তু সংশোধন করার দাবিও করেছি। তবে দু:খের বিষয় হলো একমাস হতে চললো এখনো মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে চিঠির উওর এলো না। বিপ্লবী কানাইলাল ভট্টাচার্য স্মৃতি রক্ষা কমিটির সম্পাদক রমাপ্রসাদ চক্রবর্তী বলেন, বিপ্লবী কানাইলাল ভট্টাচার্যকে রাজ্য সরকার সম্মান যদি নাই জানাতে পারে অসুবিধা নেই কিন্তু তাকে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করে অপমান করার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। আমরা চাই অবিলম্বে সরকারের তরফে আলিপুর জেল মিউজিয়ামের বিপ্লবী কানাইলাল ভট্টাচার্যের ছবি থেকে অপরাধী নামটা তুলে দিয়ে বিপ্লবীকে যথাযথ সম্মান দেওয়া হোক। নাহলে আমরা এর প্রতিবাদ হিসাবে আগামী কর্মসূচি ২৭ জুলাই জয়নগর মজিলপুরে বিপ্লবী কানাইলাল ভট্টাচার্যের আত্ম বলিদান দিবসে সাধারণ মানুষের মতামত নিয়ে গ্রহন করবো।

হড়কাচ্ছে গণতন্ত্র

প্রথম পাতার পর

প্রথমত, পুরসভা ও পঞ্চায়েত থেকে এই তালিকা পাওয়া বেশ দুষ্কর। বিভিন্ন জায়গা থেকে তালিকা সংগ্রহ করতেই তাদের লেগে যায় অনেকটা সময়। এই দীর্ঘসূত্রীতায় শ্মশান ও কবরখানা থেকে তালিকা সংগ্রহের কথা বললেও তাতে আখেরে কোনো কাজ হয়না। পুরসভা ও পঞ্চায়েত থেকে মৃত ব্যক্তিদের তালিকা পাওয়া গেলেও তাতে ভোটার কার্ড নম্বর না থাকায় সেখান থেকে মৃত ভোটারের নাম খোঁজা খড়ের গাদায় ছুঁচ খোঁজার মত। ফলে সেখান থেকে খুঁজে খুঁজে নাম বাদ দেওয়ার উৎসাহটাই হারিয়ে ফেলেন আধিকারিকরা। অভিজ্ঞ অধিকারিকদের মতে শ্মশান ও কবরখানায় যে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ মৃত্যুর শংসাপত্র দেয় তাদের দ্বারা মৃত ভোটারের ভোটার কার্ড সংগ্রহ কমিশন বাধ্যতামূলক করলেই তালিকা থেকে মৃত নাম বাদ দেওয়া জলের মত সহজ হয়ে যায়। কিন্তু তা হয় না। কমিশন যেমন এ ব্যাপারে উদাসীন তেমনই রাজনৈতিক দলগুলোও নিশ্চুপ। তারা জানে ফলস ভোট বা ছাপ্পা মারার সুযোগ পেলে এই মৃত ভোটারের সংখ্যাই হবে তুরূপের তাস, ডিসাইডিং ফ্যাক্টর। অর্থাৎ মৃত নাম বাদ দেওয়ার তিনটি পথ। ১) নাম বাতিলের ফর্ম সংগ্রহ। যার সংখ্যা অতি নগণ্য। কারণ খুব কম লোকই স্বতপ্রণোদিত হয়ে পরিবারের মৃত সদস্যটির নাম বাদ দিতে আগ্রহী। ২) হাউজ টু হাউজ সার্ভে রেজিস্টার। যার প্রকৃত বাস্তবায়ন সময় ও কর্মীর অভাবে প্রশ্নের মুখে। ৩) শ্মশান ও কবরখানা থেকে তালিকা সংগ্রহ। যা কার্যত প্রতিফলিত করা দুরূহ। কারণ ভোটার সংগ্রহের নির্দেশ না থাকায় শুধু নাম ও ঠিকানা ধরে মৃত ভোটার বাছাই প্রায় অসম্ভব। নিট ফল, ভুয়ো নামের শ্যাওলা জমা পিচ্ছিল ভোটার তালিকা প্রকাশ ও তাকে অশুভ রাজনৈতিক শক্তির হাতিয়ার বানানো।

বিজ্ঞাপনের চাকচিক্যে, স্লোগানে, ডিজিটাল রিপোর্টে কমিশন যতই স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা করুক না কেন ভুয়ো নাম বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে ভোটার তালিকা রয়ে গিয়েছে সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগেই। তাই গণতন্ত্র রক্ষার প্রথম সিঁড়ি ভোটার তালিকাতেই গণতন্ত্র পিছলে পড়ে হয় কুপোকাত। তাকে তুলে ধরে গণতন্ত্রকে ফের নিজের পায়ে দাঁড় করাবার মত কাউকে এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি যিনি স্মরণীয় নির্বাচন কমিশনার টিএন সেশনের মতো আর একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে স্বচ্ছ করে দিতে পারেন গণতন্ত্রের প্রথম সোপানটিকে।

জিমস্ পূর্ব ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বেসরকারি মেডিকেল কলেজ

নিজস্ব প্রতনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ থানার অন্তর্গত জগন্নাথ গুপ্তা ইনস্টিটিউট মেডিক্যাল সায়েন্স অ্যান্ড হসপিটালকে (জিমস) অ্যাসোচেম সংস্থা

২০২৩ সালের জন্য পূর্ব ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বেসরকারি মেডিকেল কলেজের উপাধিতে ভূষিত করল। গত ২২ জুলাই কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে এই সম্মান গ্রহণ করেন জিমসের বর্তমান চেয়ারম্যান কৃষ্ণকুমার গুপ্তা। প্রসঙ্গত ২০১৬ সালে জগন্নাথ গুপ্তা এই হাসপাতাল চালু করেন। ২০১৮ সালে মেডিকেল কলেজ শুরু হয়। সম্প্রতি ১০ জুলাই জগন্নাথ গুপ্তা হাসপাতাল এবং মেডিকেল সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাঁর সুযোগ্য পুত্র কৃষ্ণকুমার গুপ্তা ওরফে কে কে গুপ্তার হাতে তুলে দেন। চেয়ারম্যান কে কে গুপ্তা এক একান্ত সাক্ষাৎকারে জানান, নতুন উপাধিতে আমাদের হাসপাতাল গর্বিত। এটা টিম জিমসের সাফল্য। বর্তমানে হাসপাতালে বেড সংখ্যা ১০৫০টি, এটা ১২০০ করার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। মেডিকেল কলেজে ১৫০টি আসন ছিল তা বেড়ে হয়েছে ২০০টি। যেটা পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে বৃহৎ। স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে ভর্তির নিরিখে রাজ্যে প্রথম স্থানে আছে জিমস্ হাসপাতাল। প্রতিদিন গড়ে ৫৫০ জন ভর্তি থাকেন। দুঃস্থ মানুষদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবাও দেওয়া হয়। বিনামূল্যে নরম্যাল ও সিজারও করা হয়েছে এখানে। দেশ-বিদেশের বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা বিনামূল্যে প্রসূতিদের স্পাইনাল কডের অপারেশন করেছেন। খুব শীঘ্রই এখানে ক্যানসার সেন্টার ও রেডিও থেরাপি শুরু করা হবে। স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের মাধ্যমে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা পাবেন মানুষ। কে কে গুপ্তা হাসিমুখে জানান, দেখুন সকলের সহযোগিতায় জিমস আজ প্রতিষ্ঠিত। শুধু ব্যবসা নয়, মানুষদের ন্যায্য চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য। মানবিকতাই আমাদের আদর্শ।

সরকারি গাছ কাটার অভিযোগে ধৃত ১

নিজস্ব প্রতনিধি : বেআইনি ভাবে রাস্তার পাশে থাকা সরকারি গাছ কাটার অভিযোগে নতুনহাট থেকে ধৃত এক জনকে বৃহস্পতিবার বকুলতলা থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। গত বুধবার জয়নগর ২ নং ব্লকের বকুলতলা থানার নতুনহাট এলাকায় রাস্তার পাশে থাকা সরকারি গাছ বেআইনি ভাবে কাটার অভিযোগ ওঠে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। খবর পেয়ে বকুলতলা থানার পুলিশ গিয়ে সরকারি গাছ কাটার অভিযোগে রশিদ আলি খাঁ নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে বকুলতলা থানায় নিয়ে আসে। বৃহস্পতিবার বকুলতলা থানা থেকে তাকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।

ব্যর্থ হল বিজেপির এফআইআর কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতনিধি :তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক গত ২১ জুলাই শহিদ সমাবেশ থেকে বিজেপি নেতাদের ৫ আগস্ট বাড়ি ঘেরাওয়ের ডাক দেন। তারই প্রতিবাদে গত ২৬ জুলাই ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলার ১০টি থানায় অভিষেক ব্যানার্জীর নামে এফআইআর করার কর্মসূচি নেয় বিজেপির দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সংগঠন। কোন থানায় কারা নেতৃত্ব দেবেন তা বিস্তারিত জানিয়ে জেলা সভাপতি অভিজিৎ সরদার কর্মসূচি ঘোষণা করেন। কিন্তু ঐ দিন সব থানাতে কর্মসূচি অনুযায়ী প্রতিনিধিমূলক এফ আই আর করতে পারেনি বিজেপি। বিষ্ণুপুর, বজবজ, মহেশতলা সহ কয়েকটি থানায় কয়েকজন যান। যদিও এখানো কোনো মণ্ডল সভাপতিদের দেখা যায়নি। সূত্রের খবর এখনই নাকি বিজেপির অন্দরে আদি ও নব্য নিয়ে বিভাজন শুরু হয়ে গেছে। অনেকেই বলেছেন ডায়মণ্ড হারবার বিজেপির সাংগঠনিক জেলায় দুর্বলতার কারণে কোনো কর্মসূচিই নাকি সাফল্য পাচ্ছে না। যদিও জেলা সভাপতি অভিজিৎ সরদার একথা মানতে চাননি। তিনি বলেন, ফলতা ও রামনগর ছাড়া সর্বত্রই এফআইআর করা হয়েছে। যেহেতু থানা থেকে রিসিভ দেয় না, তাই আমরা স্পিড পোস্টের মাধ্যমে এফআইআর করেছি। কিন্তু কার্যকর্তা তদের দায়িত্ব পালন করেনি। আগামী দিনে জেলার সর্বত্র কর্মসূচি নেওয়া হবে।

তবে কয়েকজন মণ্ডল সভাপতি জানিয়েছেন, কারোর সঙ্গে কোনো আলোচনা ছাড়াই কর্মসূচি ঘোষণা করা হচ্ছে। দলের মধ্যে সমন্বয়ের খুব অভাব রয়েছে।

সমুদ্রতট বাঁচাতে ফ্লপ 'ট্রেটাপট'

প্রথম পাতার পর

বয়স্ক ব্যবসায়ীরা ব্যবসা ধরে রাখবার জন্য কাতর কাকুতি মিনতি করছে পর্যটকদের সামনে। এমন এক মহিলাকে জিজ্ঞাসা করতে কাঁদতে কাঁদতে তিনি বললেন, ব্যবসা নেই বললেই চলে। এখানে দোকান তখন তৈরি করা হয়েছিল কিন্তু এখন পর্যটকদের জন্য মূল রাস্তা অন্যদিকে হয়ে যাওয়ায় চোখের জল ফেলা ছাড়া আমাদের আর কোনও উপায় নেই। যদিও পেট তো চালাতেই হবে তাই দোকানের কিছু মাল বয়ে নিয়ে গিয়ে ওই রাস্তার ধারে চৌকি পেতে বসতে হচ্ছে আমার বৌমাকে। সেখানেও স্থানীয় নেতাদের কিছু দিতে হয়। তবুও কিছু বিক্রিবাটা হলে খাওয়া জোটে। কিন্তু দুঃখের কথা হলো আমার বৌমা ওখানে গিয়ে বসতে পারছে না। অনেক দোকানের লোকবল নেই তাই তাদের দুঃখেই কাটছে জীবন। তার একটাই প্রশ্ন এরকমভাবে কি সমুদ্রকে আটকানো যাবে? আর আটকাতে গিয়ে আমাদের যে এই সমস্যা তার কি কোন দিনও সমাধান হবে? ট্রেটাপটের গেঁড়োয় সমুদ্রতটের সৌন্দর্য আর নেই, নেই ব্যবসা, দুর্বল অর্থনীতি।

সুন্দরবনে ম্যানগ্রোভের চারা বসালো বন দফতর

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুন্দরবনকে বাঁচাতে প্রয়োজন ম্যানগ্রোভকে রক্ষা করা। কারণ ম্যানগ্রোভ না থাকলে বাদাবন হারিয়ে যাবে। পৃথিবীর সব থেকে বড় ম্যানগ্রোভ অরণ্য বারবার প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের

ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিজে ধ্বংস হয়ে বারবার সুন্দরবন বাসীদের রক্ষা করেছে এই ম্যানগ্রোভ অরণ্য। আর তাই সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ অরণ্যের গুরুত্ব বুঝে এবারে এগিয়ে এল বনদপ্তর। গত বুধবার বিশ্ব ম্যানগ্রোভ দিবসে কয়েক হাজার ম্যানগ্রোভ গাছ বসানো হলো সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে। বিশ্বের বৃহত্তম বাদাবন সুন্দরবনে ধুমধাম করে পালন করা হল এই দিনটিকে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা বনবিভাগের উদ্যোগে ও নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের সহায়তায় কুলতলির কৈখালিতে রামকৃষ্ণ আশ্রমে এই দিনটি পালন করা হয়। অনুষ্ঠানের সূচনায় স্থানীয় স্কুলপড়ুয়া ও লোক শিল্পীদের নিয়ে একটি সচেতনতা মূলক পদযাত্রারও আয়োজন করা হয়। স্থানীয় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা নদীর চরে কয়েক হাজার ম্যানগ্রোভ চারা রোপন করেন। এছাড়াও ক্যানিং, গোসাবা, রায়দীঘি, কাকদ্বীপ, পাথরপ্রতিমা, নামখানা, সাগর সহ বিভিন্ন এলাকায় মোট দশ হাজার ম্যানগ্রোভ চারা রোপন করা হয়। এছাড়া আগামী বছর এক কোটি ম্যানগ্রোভের চারা রোপনের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিএফও মিলন মণ্ডল, সুন্দরবন বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের যুগ্ম অধিকর্তা রাণা দত্ত,কুলতলির বিধায়ক গনেশ চন্দ্র মণ্ডল, নিমপীঠ রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী সদানন্দজী মহারাজ, বন বিভাগের রায়দীঘি রেঞ্জার শুভায়ু সাহা সহ আরো অনেকে। এদিন ম্যানগ্রোভ রক্ষার শপথ নেন সুন্দরবনের মানুষ।

লায়ন্স ক্লাবের বৃক্ষরোপণ

নিজস্ব প্রতনিধি : গত ২৮ জুলাই বুড়ুল হাই স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করল বাখরাহাট লায়ন্স ক্লাব। স্কুলের প্রার্থনার পর অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্রের সঙ্গীত পরিবেশন দিয়ে শুরু হয় অনুষ্ঠান। প্রধান শিক্ষক তুষারকান্তি মণ্ডল পরিবেশ রক্ষার গুরুত্বের কথা ছাত্রছাত্রীদের সামনে তুলে ধরেন। প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ও লায়ন্স ক্লাবের সভাপতি সুপ্রিয় রায় বলেন, ৫ হাজর কোটি গাছ লাগালে তবেই আমরা এই পৃথিবীকে বাঁচাতে পারব। ক্লাবের চেয়ারম্যান কাজল দত্ত ছাত্রদের গাছ দত্তক নেওয়ার কথা বলেন। তিনি ঘোষণা করেন যারা গাছ পরিচর্যা করবে তাদের পুরস্কৃত করা হবে। উপস্থিত ছিলেন লায়ন্স রামগোপাল ত্রিপাঠী, লায়ন্স বিলাস মান্না এবং ক্লাবের প্রাক্তন সভাপতি অশোক দাস। ছাত্রদের হাতে গাছ তুলে দেওয়ার পাশাপাশি রাস্তার ধারে বৃক্ষরোপণ করা হয়। সব মিলিয়ে ২০০টি চারা বিতরণ ও লাগানো হয়।

করমন্ডল দুর্ঘটনার দুমাস পর ডিএনএ টেষ্টে মিললো স্বামীর দেহ

সুভাষ চন্দ্র দাশ : চোখের জল ফেলতে ফেলতে চাতকের মতো স্বামীর পথ চেয়ে দীর্ঘ প্রায় দুমাস অপেক্ষায় ছিলেন নাসিরা সরদার।বছর খানেক বয়সের মেয়ে তামান্না ও বছর সাতেক বয়সের ছেলে মাসদুর রহমানকে নিয়ে সংসার।বাড়তি উপার্জনের জন্য ভিন রাজ্যে ধানরোয়ার কাজ করতে যাচ্ছিলেন নাসিরার স্বামী তারিফ উদ্দিন। যাওয়ার পথেই সব শেষ। অবশেষে ডিএনএ ষ্টেটের পর শুক্রবার স্বামীর মৃতদেহ বাড়িতে এলো কফিন বন্দী হয়ে।কান্নায় ভেঙে পড়লো সরদার পরিবার।গত ২ জুন উড়িষ্যার বালেশ্বর এর বাহানাগা বাজার ষ্টেশন এ করমন্ডল, যশবন্তপুর হাম সফর এক্সপ্রেস ও একটি মালগাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। অসংখ্য মানুষের মৃত্যু হয়।করমন্ডলে চেপে ধান রোয়ার কাজে অন্ধ্রপ্রদেশ যাচ্ছিলেন ক্যানিংয়ের ইটখোলা পঞ্চায়েতের সুখসাগর মোল্লা পাড়ার তারিফ হোসেন সরদার(২৪)। ওই পাড়াই আরো দুজন ছিলেন। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় ৩ জনের।খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন দুজনের দেহ উদ্ধার করতে পারলেও তারিফের দেহ মিলছিল না। ডিএনএ টেষ্ট করার জন্য আবেদন জানায় সরদার পরিবার। রেলের তরফে

তারিফের বাবা কুতুবুদ্দিন সরদারের ডিএনএ টেষ্ট করা হয়। মিলেও যায়। অবশেষে রেলের তরফ থেকে সরদার পরিবারকে ফোনে জানানো হয়।ভুবনেশ্বরের রেল হাসপাতাল থেকে বৃহস্পতিবার তারিফ এর দেহ তার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

প্রতিবেশী জাকির হোসেন সরদার জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থল সহ বিভিন্ন হাসপাতালে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছিলাম তারিফকে। একটি মৃতদেহ চিহ্নিত করেছিলাম। মুখ বিকৃতি হওয়ার কারনে বুঝতে পারছিলাম না। ডিএনএ টেষ্ট করার পর দেহ পাই।' তারিফের স্ত্রী নাসিরা সরদার কান্না ভেজা গলায় জানান, দুর্ঘটনার পর ছোট ছোট দুই ছেলেমেয়েকে নিয়ে স্বামীর পথ চেয়ে বসেছিলাম। ভেবেছিলাম বেঁচেই ফিরবে। শেষ পর্যন্ত কফিন বন্দী হয়ে ফিরলো। সংসারের একমাত্র উপার্জনকারী ছিল। রেলের তরফে এখনও ক্ষতিপূরণ মেলেনি।

অন্যদিকে দীর্ঘ প্রায় দুমাস আগে গ্রামের সফিউদ্দিন সরদার ও সামসুদ্দিন সরদারের মৃত দেহ বাড়িতে ফিরেছিল। তারিফের দেহ ফিরতেই দুমাস পর আবারও শোকে বিহ্বল ক্যানিংয়ের সুখসাগর মোল্লাপাড়া।

মহানগরে

দীর্ঘসূত্রিতায় ভুগছে পুরসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থার ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি ইলোরা সাহার অভিযোগ পৌরসংস্থার পার্কস্ অ্যান্ড স্কোয়ার দফতরের কাজের গতি অত্যন্ত মন্থর। বিভাগীয় অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার এবং সাব–অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার'রা খুবই কম যোগাযোগ করেন যা কাজের ক্ষেত্রে খুবই অসুবিধার সৃষ্টি করছে। তাঁর প্রশ্ন, এই কাজের গতিকে ত্বরান্বিত করতে কলকাতা পৌর কর্তৃপক্ষ কী কোনও ব্যবস্থা নিতে চলেছে?

ইলোরার দ্বিতীয় অভিযোগ, এলাকায় রোডসাইড গার্ডেন গুলিতে মাটি এবং ঋতুকালীন ফুলগাছ লাগাতে দীর্ঘ সময় লেগে যাচ্ছে। ফলস্বরূপ, নির্দিষ্ট ঋতু পেরিয়ে গেলেও ফুলগাছের চারা বা মাটি পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে রোডসাইট গার্ডেন গুলি নোংরা, অবহেলিত হয়ে বর্ষার মশার আঁতুড়ঘরে পরিণত হচ্ছে। তিনি জানতে চান এক্ষেত্রে কলকাতা পৌরসংস্থার পক্ষে নির্দিষ্ট ফুলগাছের চারা এবং মাটি দিয়ে সৌন্দর্যায়নের বিষয়ে কি কি ব্যবস্থা শীঘ্রই নেওয়া সম্ভব।

তাঁর তৃতীয় জিজ্ঞাসা, বর্তমানে অত্যাধুনিক হাইড্রোলিক ল্যাডারের মাধ্যমে কলকাতা শহরের উঁচু গাছ কাটা হচ্ছে। কিছু ক্ষেত্রে হাতে কাটার জন্য 'ম্যানুয়্যাল টিম'ও আছে। কিন্তু বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে উঁচু বাড়ির দেওয়ালে গাছ বেড়ে উঠেছে, যেখানে হাইড্রোলিক ল্যাডার নিয়ে রাস্তা অত্যন্ত সরু হওয়ার জন্য পৌঁছানো সম্ভব নয়। আবার গাছ গুলি বৃদ্ধি পেয়ে বিপদজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে। বর্ষার এই মরশুমে উপরিলিখিত বিপদজনক গাছগুলি কাটার ব্যাপারে পৌরসংস্থা বিশেষ কী কোনও ব্যবস্থা নিতে চলেছে?

এ বিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার উদ্যান ও বাগিচা দফতরের মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলেন, কলকাতা পৌরসংস্থার একটা অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার ৪০টি ওয়ার্ড দেখার দায়িত্ব রয়েছেন এবং একজন সাব–অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার ২০টি ওয়ার্ড দেখেন। তা–ই আপনি যদি মনে করেন বরোতে ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে দেখা করতে পরেন। নাহলে মহানাগরিক এই কক্ষেই বসে আছেন। ওনাকে বলুন আরও বেশি করে লোক দিতে, তাহলে তাড়াতাড়ি দেখা পাবেন। আর মন্থরের কোনও প্রশ্নই নেই। আপনারা কাজ দেবেন। তা নিশ্চয়ই করা হবে।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে দেবাশিস বাবু বলেন, পৌরপ্রতিনিধি ইলোরা সাহা আপনি ঠিকই বলেছেন, তার কারণ একটা প্রোপোজাল এলে, সেই প্রোপোজালের এস্টিমেট অ্যাপ্রুভাল, টেন্ডারিং, অ্যাকাউন্ডস্ রেডি করতে খুব কম হলে দু'মাস আর বেশি হলে তিন মাস সময় লাগে। তা–ই স্বাভাবিক ভাবে, আপনি একটা প্রোপোজাল দিলে, সেই প্রোপোজালটা যখন ইনিসিয়েট করা হবে। ততক্ষণে দেখা যাচ্ছে, তিন মাস কেটে গেছে। এটা একেবারেই ঠিক কথা। তবে এটা পার্ক অ্যান্ড স্কোয়ার দফতরের ক্ষেত্রেই নয়। কলকাতা পৌরসংস্থার সমস্ত দফতরের ক্ষেত্রেই এই দীর্ঘ সূত্রতা আছে। এটার বিষয়ে আমার কিছু করার নেই। কিন্তু এই প্রসিডিওর যদি কখনও পরিবর্তন করা হয়। তখন হয় তো কাজে মন্থরতা কাটবে। না হলে নয়। আর ইলোরা সাহার তৃতীয় তথা শেষ প্রশ্নের উত্তরে বলি, অনেক বাড়ির গাছ কাটার কথা যেটা বলেছেন, যে গাছগুলি কাটার জন্য স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধিদের কাছে অনুরোধ আসছে। যেখানে রাস্তা সরু হওয়ায় অত্যাধুনিক হাইড্রোলিক ল্যাডার প্রবেশ করানো যায় না। সেখানে কলকাতা পৌরসংস্থার ম্যানুয়াল টিমকে দিয়ে গাছটা কাটার কথা বলছেন। দেবাশিস কুমার জানান, আপনাদের আগেও জানিয়েছি, আবারও জানাচ্ছি যে বাড়ির গাছ, ব্যক্তিগত জমির ওপর থাকা গাছ কাটার দায়দায়িত্ব কলকাতা পৌরসংস্থার নয়। যাদের জমির ওপর গাছ, তাদেরই নিজেদের দায়িত্ব নিয়ে গাছ কাটতে হবে। আসলে পৌরপ্রতিনিধিদের কাছে ব্যক্তিগত গাছ কাটার অনুরোধ আসতেই পারে। আপনি তাদের বুঝিয়ে বলবেন কলকাতা পৌরসংস্থার ক্ষেত্রে গাছ কাটার নিয়মটি কী?

ইলোরা সাহা মূল প্রশ্নের সঙ্গে অনুসারী প্রশ্নে বলেন, আমাদের ওয়ার্ডে এমন অনেক জমি আছে।, যা নামেই ব্যক্তিগত মালিকানা, আসলে ওই বাড়িগুলির মালিকই বেপাত্তা। এরকম ভাঙাচোরা বিপদজনক বাড়ি প্রচুর রয়েছে এই ওয়ার্ডের এদিকেসেদিকে। এবং সেইরকম বাড়ি লাগোয়া যে বস্তি এলাকা রয়েছে। যেমন – ১৩/১ টেগোর ক্যাসেল স্ট্রিটে গাছ গুলি এমন বেখাপ্পাভাবে ডালপালা ছড়িয়েছে। জানি যে, কলকাতা পৌরসংস্থা পলিসিগত দিক থেকে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বাড়ি'র গাছ কাটতে বাধ্য নয়। তবুও যদি একটা নয়া পলিসি রিভাইস করে এটা করতে পারেন। তাহলে মানুষ খুবই উপকৃত হয়। উত্তরে পার্ক অ্যান্ড স্কোয়ার দফতরের মেয়র পারিষদ বলেন, এই অধিবেশন কক্ষে কলকাতার মেয়র তথা রাজ্যের পৌর ও নগরোন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী রয়েছেন। আমার মনে হয় রাজ্যের বন দফতরের আইন পরিবর্তন ছাড়া কিছু করা যাবে না। কলকাতা পৌরসংস্থা গাছ কাটে ফরেস্ট অ্যাক্ট অনুযায়ী। তা–ই এই অ্যাক্ট যদি পরিবর্তন করা যায় এবং সেখানে ব্যক্তিগত বাড়ির গাছ কাটার অনুমোদন যদি থেকে থাকে, তবেই এটা সম্ভব, তা না হলে এটা করা সম্ভব নয়।

বাংলাদেশীদের ডেঙ্গু টেস্টের পরিকল্পনায় বিস্মিত একাংশের চিকিৎসকেরা

বরুণ মণ্ডল

জানুয়ারি থেকে চলতি মরশুমে এখনও পর্যন্ত কলকাতা পৌর এলাকায় দু'জনের ডেঙ্গুতে মৃত্যুর খবর প্রকাশ্যে আসতেই তড়িঘড়ি ২৫ জুলাই মঙ্গলবার ডেঙ্গু নিয়ে কেন্দ্রীয় পৌরভবনে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক বসে। ওই বৈঠকে কলকাতা পৌরসংস্থার উপমহানাগরিক তথা স্বাস্থ্য দপ্তরের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ জানান, প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহর বর্তমানে মারণরোগ ডেঙ্গুতে জর্জরিত। আর সেখান থেকে নিত্য অসংখ্য বাংলাদেশী হয় আকাশ পথে, না হলে রেলপথে বা সড়কপথে কলকাতা শহরে আসেন। আর তারাই ডেঙ্গুর ভাইরাস নিয়ে এসে কলকাতা শহরে ডেঙ্গু ছড়াচ্ছেন। পৌরসংস্থার স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকদের একই ধারণা। কিন্তু উপসর্গ না থাকায় তাদের বুঝতে পারা যাচ্ছে না, কে কে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত। এদিকে এমন মানুষদের এডিস ইজিপ্টাই মশা কামড়ালেই মহাবিপদ। সেই মশা অন্যের শরীরে হুল ফুটিয়ে মারণরোগ ডেঙ্গু ছড়াতে পারে। তাই উপমহানাগরিক জানান, ডেঙ্গুর প্রকোপ রোধে রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে কলকাতা পৌরসংস্থার আবেদন কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কথা বলে পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশীদের প্রবেশ পথের প্রতিটিতে রক্ত পরীক্ষার শীঘ্রই বন্দোবস্ত করা হোক। তাহলেই ধরা পড়বে, ডেঙ্গু নিয়ে কোনও বাংলাদেশী কলকাতায় প্রবেশ করছে কী না। ঢাকা শহরে ডেঙ্গু মহামারীর আকার ধারণ

করেছেন। ইতিমধ্যেই বাংলাদেশে চলতি মরশুমে ১৭৬ জন ডেঙ্গুতে মারা গেছেন। আর তাদের দ্বারাই কলকাতার ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব বাড়ছে। তাই তড়িঘড়ি রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরকে চিঠি দিয়েছে কলকাতা পৌরসংস্থা। চিঠিতে দাবি করা হয়েছে প্রতিটি ভারত অভিবাসন কেন্দ্রের পাশেই ডেঙ্গু রক্ত পরীক্ষা কেন্দ্র খুলতে হবে। এবং এ রাজ্যে আগত প্রত্যেক বাংলাদেশীর রক্ত পরীক্ষা করতে হবে। যদিও একথা শুনে কলকাতার চিকিৎসক মহলের একাংশ বিস্মিত। তাদের বক্তব্য, নিজেদের দোষ আগত বাংলাদেশীদের ওপর চাপানো হচ্ছে। ২২ জুলাই কলকাতার ৬৬ নম্বর ওয়ার্ডস্থিত পিকনিক গার্ডেন রোডের বাসিন্দা ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী পল্লবী দে'র মৃত্যু হয়েছে ডেঙ্গুতে। নিয়মানুযায়ী রক্ত পরীক্ষায় ডেঙ্গু রোগ নির্ণয় হওয়ার পরপরই সে খবর স্থানীয় পৌর প্রতিষ্ঠানের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দ্রুততার সঙ্গে জানাতে হয়। কলকাতা শহরের ডায়াগনস্টিক সেন্টার গুলোকে পাখিপড়ার মতো একাধিকবার তাদের একথা জানানো সত্ত্বেও পিকনিক গার্ডেনের স্থানীয় ডায়াগনস্টিক সেন্টার সে নির্দেশ পালন করেনি। সেজন্য কলকাতা পৌরসংস্থার পক্ষ থেকে ওই ডায়াগনস্টিক সেন্টারকে শোকজ নোটিশ পাঠানো হয়েছে। যদিও কলকাতা পৌরসংস্থার প্রতিটি বরোয় বিনামূল্যে ডেঙ্গু রোগের রক্ত পরীক্ষা, প্রয়োজনীয় ওষুধ ও চিকিৎসক রয়েছে। এতো কিছু করার পরও যদি কলকাতা পৌর এলাকায় ডেঙ্গু রোগে কোনো পৌরবাসীর মৃত্যু হয় তাহলে সে মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করাটাই যথোপযুক্ত কাজ হবে। কলকাতা পৌরসংস্থার তদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে জানা গেছে, জ্বরে গুরুতর অসুস্থ পল্লবী দে নামক ষষ্ঠ শ্রেণির বালিকাটিকে প্রথমে কলকাতা পৌরসংস্থার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে না এনে এক সাধারণ চিকিৎসকের কাছে আনা হয়। জ্বর হলে এমন চিকিৎসকদের কাছে যেতে কলকাতা পৌরসংস্থা বারংবার বারণ করছে। এদিকে রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তা সিদ্ধার্থ নিয়োগী জানান, বর্তমানে শহরের তুলনায় শহর লাগোয়া গ্রামীণ এলাকায় ডেঙ্গুর সংক্রমণ অধিক। তিনি বলেন, রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে এখনও পর্যন্ত রাজ্যে ডেঙ্গুতে মৃত্যুর কোনো খবর নেই। প্রসঙ্গত, বর্তমানে কী সরকারি, কী বেসরকারি কেউই আর রাজ্যের স্বাস্থ্য ভবন বা কলকাতা পৌরসংস্থার স্বাস্থ্য দপ্তরে ডেঙ্গু রোগ পরীক্ষার রিপোর্ট জানানোর প্রয়োজন বোধ করছে না।

বায়োমেট্রিকেও সাফাইয়ের কাজে ফাঁকি

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতার কালীঘাট মন্দির সংলগ্ন এলাকায় ৮৩ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি প্রবীর কুমার মুখোপাধ্যায় পৌর অধিবেশনে প্রস্তাব করেন, তার ওয়ার্ডের কঠিন বর্জ্য পরিষ্কারের সঙ্গে যুক্ত কর্মচারীদের জন্য বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে হাজিরা ব্যবস্থা চালু হওয়ায় এসডব্লুএমের কর্মচারীদের উপস্থিতির সংখ্যা কমেছে। ফলে ওয়ার্ডের অধিকাংশ রাস্তা অপরিষ্কার থাকছে। পূর্বে সশরীরে হাজিরা পদ্ধতি থাকার সময় পথ–অলিগলি–লেন–বাইলেন সমস্ত রাস্তা সারাদিন পরিষ্কার থাকত। বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে হাজিরা হওয়ার কারণে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত যে সব কর্মচারীরা সকালবেলায় অনেকদূর থেকে আসেন তারা ঠিক সময়ে পৌঁছাতে পারছেন না বলে, তারা অ্যাবসেন্ট' হচ্ছেন। এমনিতেই এই বিভাগে কর্মী কম, কিন্তু কাজ অত্যন্ত বেশি। আবার দেরিতে আসায় বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে অনুপস্থিতির কারণে কাজ করতে প্রচন্ড অসুবিধা হচ্ছে। ফলে কম সংখ্যায় লেবার নিয়ে ওভারসিয়াররা কাজ করতে সমস্যায় পড়েন। ফলে অনেক রাস্তা অপরিষ্কার থেকে যাচ্ছে। ফলে জঞ্জাল অপসারণ দপ্তরে বায়োমেট্রিকের মতো কঠিন পদ্ধতিতে সমস্যা বেড়েছে। কর্মসংস্কৃতি ফিরিয়ে আনা ভালো। কিন্তু যাদের মধ্যে এটা প্রয়োগ করা হচ্ছে, তাদের শ্রেণিটাকে নিয়ে ভাবতে হবে। তবে কলকাতা পৌরসংস্থার সিদ্ধান্তকে আমি অস্বীকার করছি না। এদের প্রতি একটু সহানুভূতি ভেবে দেখা উচিত। কারণ এরাই কলকাতা মহানগরটাকে সারাটাদিন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে। বিশেষ করে কালী মন্দির সংলগ্ন এলাকায় এতো গারবেজ ঘণ্টায় ঘণ্টায় জমা হয়, যে তা পরিষ্কার করা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। অনেকে আবার সকালে এসে উপস্থিতি দিয়ে কাজ না করে আড্ডা দিতে চলে যান। তাদের সারাটা সকাল আর খুঁজেই পাওয়া যায় না। টান্টুর ঠেকের দিকে ধাঁ মারে। আবার দুপুরে ছুটির সময় সেইসব কর্মচারীরা বায়োমেট্রিক পদ্ধতি হাজিরা দিয়ে বাড়ির পথে বা আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে চলে যাচ্ছে। তাই আমার প্রস্তাব, পুরো ওয়ার্ড আগের মতো পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার স্বার্থে পুনরায় পুরোনো হাজিরা ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনা অথবা বিকল্প হাজিরা ব্যবস্থা চালু করা যায় কী না পৌর কর্তৃপক্ষের কাছে প্রস্তাব করছি।

এরকম একটি বিতর্কিত প্রস্তাব নিয়ে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম ক্ষুব্ধতার সুরে বলেন, এটা জানা উচিত যে, আমরা পৌর প্রতিনিধিরা পৌরবাসীর রিপ্রেজেন্টেটিভ'। অর্থাৎ পৌরবাসীর সুবিধার্থে কাজ করতে হবে। এবং যদি পৌর প্রশাসন তার লেবারদের দিয়ে কোনো কাজ করাতে না পারে। যদি লেবাররা বা কর্মচারীরা ঠিক মতো কাজ না করে। সেজন্য পৌর আইনে সে ব্যবস্থা আছে। তার বিষয়ে কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়। মনে রাখা উচিত, লেবারদের যেটা তার মাইনা হিসাবে দেওয়া হয়। তা তো জনগণের ট্যাক্সের টাকা। পৌর প্রতিনিধিরা হল, 'রিপ্রেজেন্টেটিভ অব দি পিপল্'। অর্থাৎ পৌরবাসীর কাজটা আমাদের দেখাই দায়দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। সেই কাজটা যদি সঠিক রূপে না হয়, তাহলে পৌর প্রশাসনিক চাপ দেওয়ার কাজটাও আমার আছে। কিন্তু কখনই কোনো কর্মীর একটা অনৈতিক বাহানা' যে আমি বায়োমেট্রিক দেব না। আমি পুরোনো পদ্ধতিতে চলে যাব। এটাতে আগে ফলস্ অ্যাটেন্ডেন্স' হত। আর সেই ফলস্ অ্যাটেন্ডেন্স হয়ে, তারা মাইনে হিসাবে টাকা নিয়ে নয়ছয় হয়ে যেত। সেজন্যই আজ বায়োমেট্রিক করা হয়েছে। এবং সেটা আজকের দিনে মর্ডান যত জায়গায় আছে। দেখবেন এটাই নয়া প্রসেস দেখা যায়। আমাদের তো মর্ডারারেশন' নিতে হবে। নাহলে তো পিছিয়ে পড়তে হবে। আর সেই অ্যাডপশনের সময় যদি কিছু সমস্যা, সেটা নিশ্চয়ই আসবে। যারা পুরোনোভাবে আছে। এতদিন ভেসিলিটি নিয়ে এসেছে। তারা তো প্রতিবাদ করবেই। আর প্রশাসনে আমি যদি তা মেনে নিই। তাহলে তো এই প্রশাসন আর কালকে চলবে না। সুতরাং পৌর প্রতিনিধির এই সাপোর্টটা দরকার। যখন প্রশাসন একটা নয়া কাজ করছে, যেটায় স্বচ্ছতা আসবেই। সেই কাজটায় পৌরপ্রতিনিধিরা সাহায্য সহযোগিতা করুন। নিশ্চিতভাবে আপনার কাছে আসবে। লেবাররা সকালবেলায় রাস্তায় কাজ করব না। আড্ডা দিতে চলে যাব। দুটো লেবার গালাগালি করল। কিন্তু প্রশাসন তো প্রশাসনের মতো চলবে। দু'টো লেবার যদি ডিস্টার্ব করে। তাহলে আইনানুযায়ী তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। তার চাকরি পর্যন্ত কেড়ে নেওয়া যায়। কিন্তু আমি অ্যাডর্প করব না। নয়া সিস্টেমকে অ্যাডর্প করতে দেব না। পুরোনো সিস্টেম বজায় থাকবে। এটা কখনই মেনে নেওয়া যায় না। প্রয়োজনে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

লেন্স বার্তা

বিপজ্জনক : কলকাতা পৌরসংস্থার ১২৭ নম্বর ওয়ার্ডস্থিত রাজ্যের আবাসন দপ্তরের সরসুনা স্যাটেলাইট টাউনশিপে কলকাতা পৌরসংস্থার প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সন্নিকটে একাধিক ছোটো–বড়ো ভ্যাকেন্ট ল্যান্ডে এমন বিপজ্জনক জঞ্জাল পড়ে রয়েছে। যাতে বর্ষার জল জমে ডেঙ্গুর আঁতুড়ঘর তৈরি হবে। ছবি : বরুণ মণ্ডল

বছর বছর একই ছবি : অল্প বৃষ্টির জমা জলেই হাবু ডুবু অবস্থা কেওড়াপুকুর বাজার সংলগ্ন এম জি রোডের।

কি দিন এলো : এই ভরা শ্রাবণ মাসেও নীল আকাশে আনন্দে ভেসে বেড়াচ্ছে শরতের মেঘ। ছবি : অভিজিৎ কর

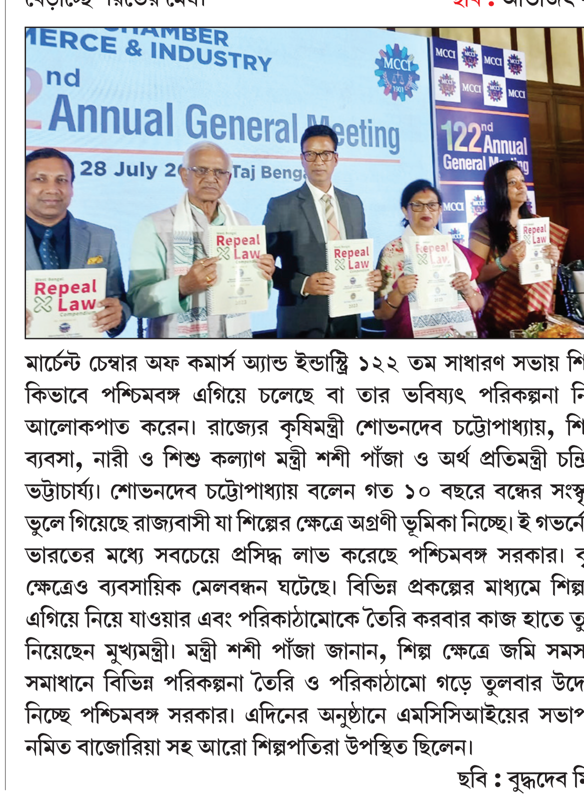

মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ১২২ তম সাধারণ সভায় শিল্পে কিভাবে পশ্চিমবঙ্গ এগিয়ে চলেছে বা তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোকপাত করেন। রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, শিল্প, ব্যবসা, নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজা ও অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য। শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন গত ১০ বছরে বন্ধের সংস্কৃতি ভুলে গিয়েছে রাজ্যবাসী যা শিল্পের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছে। ই গভর্নেন্সে ভারতের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ লাভ করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। কৃষি ক্ষেত্রেও ব্যবসায়িক মেলবন্ধন ঘটেছে। বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এবং পরিকাঠামোকে তৈরি করবার কাজ হাতে তুলে নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মন্ত্রী শশী পাঁজা জানান, শিল্প ক্ষেত্রে জমি সমস্যার সমাধানে বিভিন্ন পরিকল্পনা তৈরি ও পরিকাঠামো গড়ে তুলবার উদ্যোগ নিচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এদিনের অনুষ্ঠানে এমসিসিআইয়ের সভাপতি নমিত বাজোরিয়া সহ আরো শিল্পপতিরা উপস্থিত ছিলেন।

ছবি : বুদ্ধদেব মিশ্র

যাওয়া আসার পথে পথে

ধপধপি দক্ষিণরায় সুচেতনা পত্রিকা

দীপককুমার বড় পণ্ডা

শিয়ালদা–নামখানা রেল লাইনে ধপধপি স্টেশনে ১ জুলাই যখন নামলাম, তখন ভরদুপুর। চারদিকে ভয়ঙ্কর ভ্যাপসা গরম। মাথার ওপর ছোট্ট একটা জায়গায় শেড দেওয়া। ওখানে মাথা গুঁজে চারদিকে তাকালাম। ধীরে ধীরে প্লাটফর্ম ফাঁকা হচ্ছে। অধিকাংশ যাত্রী রেল গেটের দিকে যাচ্ছেন। কিছুক্ষণ পর পেছন ফিরে দেখলাম। দেখলাম, দুই চেনা লেখক–গবেষক দীপঙ্কর ঘোষ এবং সন্দীপ বাগ হনহন করে আসছেন। জানতাম ওঁরা আসবেন। আমাদের গন্তব্য একদিকেই। দক্ষিণেশ্বরে দক্ষিণরায়ের মন্দির। আজ ওখানে যাত্রীনিবাসে সুচেতনা পত্রিকা গোষ্ঠীর আয়োজনে পত্রিকা প্রকাশ অনুষ্ঠান। রেলগেট থেকে টোটো যাচ্ছে মন্দিরের কাছে। আমরা টোটোয় উঠলাম না। আমাদের মাথায় ভূত চাপল, আমরা হেঁটে যাব ঠিক করলাম। টোটোওয়ালারা হাঁটতে দেখে বললেন, 'হাঁটতে পারবেন না, সে অনেক রাস্তা, এখান থেকে দু'মাইল।' এখন আর কেউ হাঁটতে চান না, তাই ওঁরা আশ্চর্য হচ্ছেন। আমরা চওড়া পিচ রাস্তা ধরে হাঁটছি। চারদিকে পেয়ারা বাগান। কোথাও কোথাও পেঁপে

গাছ। বেশ সবুজ। রাস্তার পাশে ছোট ছোট কিছু ঝুপড়ি বাড়ি, দালান বাড়িও কয়েকটা চোখে পড়ছে। সন্দীপ বাগ ছবি তোলায় পটু। তিনি মনোযোগ দিয়ে ছবি তুলছেন। দীপঙ্কর ঘোষ সারা রাস্তা চায়ের দোকান খুঁজে পাননি। পাওয়ার কথাও নয়। দুপুরে দোকানিরা নিজের ঘরে খেতে গেছেন। রাস্তার দু'দিকে অনেক মুসলিম বাড়ি। সন্দীপ বাগ তাঁদের জানতে চেয়েছেন, মন্দির আর কতদূর? গৃহবধূরা ভক্তিভরে হাত তুলে দেখিয়েছেন, আর সামান্য। দীপঙ্কর ঘোষ তা মানতে চাননি। তাঁর মতে, স্থানীয় লোকেদের কাছে সামান্য মানে অরো অনেক যেতে হবে।

দক্ষিণরায়ের মন্দিরের কাছে এসে ১৮৫৮ সালে প্রতিষ্ঠিত উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় দেখে মন ভালো হয়ে গেছে। বোঝা যায়, পরাধীন ভারতেও এই এলাকায় শিক্ষার বিস্তার ছিল। আবার লাইব্রেরিও চোখে পড়ছে। সবমিলিয়ে এই এলাকা বেশ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। দেখছিলাম, অল্প বয়সী ছেলেমেয়েদের পোশাক এবং হাবভাবের মধ্যে একটা শহুরে ভাব থাকলেও বয়স্করা বেশ গ্রামীণ। প্রৌঢ়দের পোশাক অধিকাংশ লুঙ্গি আর গোল গলার গেঞ্জি। মন্দিরের কাছে পৌঁছনোর পর 'সুচেতনা'র সম্পাদক গৌতম মণ্ডল বেশ আন্তরিকভাবে অনুষ্ঠানের জায়গায় নিয়ে গেছেন। নিজেদের প্রথা মেনে গৌতমবাবু সঠিক সময় তিনটাতেই অনুষ্ঠান শুরু করলেন। কত দিকের কত দিকপাল মানুষেরা এসেছেন 'সুচেতনা'র অনুষ্ঠানে। প্রত্যেকেই নানা কথা বলছেন। সবটাই বেশ আকর্ষণীয়। এই পত্রিকা গোষ্ঠী সেদিন তাঁদের পত্রিকার ৫৩ তম সংখ্যাটির উদ্বোধন করলেন এখানে। পত্রিকার এবারের সংখ্যার বিষয় 'লোকদেবতা দক্ষিণরায়'।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বারুইপুর পুরসভার পুরপ্রধান শক্তি রায় চৌধুরী বলছিলেন, ভয়ঙ্করভাবে পা ভেঙে বাড়িতে শুয়ে থাকলাম। বেদম কষ্ট। এদিকে ক্রমশ হতাশ হচ্ছি। এমন এক দিনে আমার সঙ্গী নিদান দিলেন, 'চল, দক্ষিণেশ্বরে যাই। বাবার কাছে পৌঁছলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।' আমি বললাম, তাই আবার হয় নাকি? অগাধ বিস্ময়ে প্রশ্নটা করি। সঙ্গী বললেন, 'শাশুড়ি মা মারা যাওয়ার আগে আমাকে সেই কথাই বলে গেছিলেন। বিপদে পড়লে ধপধপির দক্ষিণেশ্বরে দক্ষিণরায় বাবার কাছে যেতে।' সঙ্গীর পরামর্শে বাবার কাছে এলাম, হাঁটাচলার কোনো উপায় নেই। কোনোরকমে আমার আত্মীয়রা আমাকে মন্দিরে এনে বসিয়ে দিল। চিৎকার করে বললাম, বাবা রক্ষা কর। আপনারা বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, কয়েকদিনের মধ্যে আমি সুস্থ হয়ে গেলাম। অথচ, আমি যে আর হাঁটতে পারব, এমন বিশ্বাস ছিল না। বলেই থামলেন। সেদিনের অনুষ্ঠানে পুরপ্রধান এইভাবে সম্মোহিত করলেন দর্শক–শ্রোতাদের।

লোকদেবতা দক্ষিণরায়ের প্রভাব সারা সুন্দরবনে ছাড়াও রাজ্যের অন্য কিছু কিছু অংশে চোখে পড়ে। উনি কখনো বাঘের দেবতা, কখনো কৃষি, আবার বাস্তুদেবতা হিসেবেও পূজিত হন। এহেন দেবতাকে নিয়ে নতুনভাবে চর্চা শুরু করলেন 'সুচেতনা' পত্রিকা গোষ্ঠীর সম্পাদক গৌতম মণ্ডল এবং তাঁর সহযোগীরা। প্রায় ৩৩ জন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিকের লেখা নিয়ে ৪৪৮ পাতার এই পত্রিকা প্রকাশিত হল। সেদিনের অনুষ্ঠানে বললেন বহু বিশিষ্ট লেখক; প্রাবন্ধিক দীপঙ্কর ঘোষ, অধ্যাপিকা ড. বিষ্ণুপ্রিয়া বসাক, ড. স্বরূপ ভট্টাচার্য, দেবীশঙ্কর মিদ্দা, পূর্ণেন্দু ঘোষ, সন্দীপ বাগ, ড. দেবব্রত নস্কর, পরিমল চক্রবর্তী প্রমুখ। পরিমল চক্রবর্তী অসুস্থ তাও না এখানে না এসে পারেননি। এ তাঁর প্রাণের ক্ষেত্র।

মূল মন্দিরের পাশে যাত্রীনিবাস, ওখানে অনুষ্ঠানের আয়োজন। মন্দিরে পুজো শেষ হতে শুরু হল 'সুচেতনা'র অনুষ্ঠান। গোটা মঞ্চ ভরে গেল দর্শক–শ্রোতায়। মন্দির থেকে মাঝে মাঝে আওয়াজ এল 'বাবা রক্ষা কর'। এই ডাক শুনলেই বাবা দক্ষিণরায় ভক্তকে বিপদমুক্ত করেন। সেই ভক্তরাই 'সুচেতনা'র অনুষ্ঠানেও। তাঁরাও 'বাবা দক্ষিণরায়ের' কথা শুনছেন।

মন্দিরের চাতালেও বহু মানুষ বসে। সামনে পুকুর। এই পুকুর বাবার পুকুর নামে পরিচিত। পুকুর ঘাটেও কয়েকজন। মন্দিরের মধ্যে দক্ষিণরায়ের বেশ বড় সাদা মূর্তি। মূর্তির সামনে কাঠের একজোড়া খড়ম, শিবলিঙ্গ, লক্ষ্মীর ঝাঁপি, শক্তি

মূর্তি। এইসব নাকি এই বড়পুকুর থেকেই পাওয়া। তবে, দক্ষিণরায়কে নিয়ে নানা লোককথা ছড়িয়ে আছে। সেই কাহিনীগুলির মধ্যে সমাজের নানা কথা লুকিয়ে আছে। লোককাহিনীগুলি সংগ্রহ করেছেন 'সুচেতনা' গোষ্ঠীর সদস্য এবং অন্যান্য প্রাবন্ধিকেরা। এই পত্রিকা গোষ্ঠী গ্রামে গ্রামে গিয়ে সমীক্ষা করেছেন, তথ্য বিশ্লেষণ করেছেন, প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়েছেন। এ এক অভিনব উদ্যোগ তাঁদের। আবার অন্যদিকে দক্ষিণরায়ের মন্দির এবং এলাকাটিকে যথাসম্ভব সুন্দর করে সাজিয়ে তুলেছেন 'দক্ষিণেশ্বর মন্দির চ্যারিটেবল ট্রাস্ট'–এর সম্পাদক শৈবাল চক্রবর্তী এবং সভানেত্রী করুণা চক্রবর্তী সহ গ্রামবাসীরা। এঁদের সহযোগিতায় 'সুচেতনা' এই অনুষ্ঠান করতে পারার কারণে এখানে 'লোকদেবতা দক্ষিণ রায়ে'র প্রকাশ এক অদ্ভুত সমাপতন।

মাঙ্গলিকী

শিকড়ের সন্ধানে –অথ লোকনাট্যকথা

কৃষ্ণচন্দ্র দে

(একটি বিশেষ প্রতিবেদন)

লোকনাট্য এই শব্দটার মধ্যেই একটা কেমন যেন আকর্ষণীয় ভাব আছে। প্রান্তিক মানুষের জীবনচর্চার কাহিনী জনিত রোজনামচা। এর মধ্যে নোনা মাটির সোদা সোদা গন্ধ থাকে। এবং সেকারণেই জনমানসে গভীর রেখাপাত করতে সমর্থ হয়। অতি পুরাতন নাট্য আঙ্গিক আমাদের যাত্রা শিল্প এই লোকনাট্যেরই একটা বলিষ্ঠ আঙ্গিক বলেই মনে করি। বহুদিন ধরেই এই যাত্রাই আমাদের বিশেষত গ্রাম বাংলার মানুষের বিনোদন বলে মনে করা হত। শহরে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে ১৮ শতক থেকে প্রায় ১৯ শতকের গোড়া পর্যন্ত যাত্রা এদের কাছে অনেকটা একঘরে ছিল। বাংলা থিয়েটারের প্রভাবে যাত্রা ও ক্রমশ রূপান্তরিত হতে থাকে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠি থেকে জানতে পারি যে জনৈক গোপাল উড়ের যাত্রা দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে তারা নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার সংকল্প করেন। ঠাকুর পরিবারের মতো কোনো শিক্ষিত সমাজ যখন যাত্রা দেখে থিয়েটারে উদ্বুদ্ধ হন, তখন তাঁদের ক্ষমতার গুণেই যাত্রা শিল্প বহুদিন পর্যন্ত থিয়েটারের বিপুল প্রতিপক্ষ ছিল। আধুনিক নাটকোরগণ এবং নির্দেশকেরা এর অমোঘ আকর্ষণ থেকে দূরে থাকতে পারেন নি। এবং তাই তাঁরা তাদের নাটক লোকনাট্যের আঙ্গিকে ঢেলে সাজিয়ে মঞ্চায়িত করে প্রচুর যশ খ্যাতির অংশীদার হয়েছেন। এর আঙ্গিকটা মূলত লোকায়ত। গ্রামীণ প্রান্তিক মানুষ বা কোনো কোনো গোষ্ঠীর নিজস্ব সভ্যতা সংস্কৃতিকে সম্বল করে বা তাদের কোনো কাহিনী উপকাহিনীকে কেন্দ্র করে নাটক গড়ে ওঠে যার ফলে নাটকগুলো মানুষের অন্তরকে অনায়াসে ছুঁয়ে যেতে পারে যদি প্রয়োগ কৌশলে বিশেষ ত্রুটি না থাকে।

প্রত্যেক অঞ্চলের লোকনাট্যের কিছু কিছু নিজস্ব স্বকীয়তা বা বৈশিষ্ট থাকে বা আছে। সেটা কোনো অঞ্চলের সঙ্গে হয়ত মিশ নাও খেতে পারে। কিছু সামান্য বিরোধ বা অমিল থাকলেও তা কখনও মহীরূহ আকার ধারণ করার মতন নয়। আমি সবচেয়ে মুগ্ধ হয়েছি হাবির তনবির এর নাটকগুলি দেখে। হাবিব সাহেবের প্রায় প্রত্যেকটি নাটকই লোকনাট্যের আঙ্গিকের একেবারে ঠাসা বুনোট। এটা অনেকটা থিয়েটার কমিউনের ধাঁচে গড়ে তোলা সংগঠন। ছত্তিশগড়ের তিনজনবাই এর পাণ্ডুবাণীকে আমার লোকনাট্য বলেই মনে হয়েছে। বিহারের নৌটঙ্কি রামায়ণ মহাভারতের বিভিন্ন পর্বকে কেন্দ্র করে লোকনাট্যের আঙ্গিকেই প্রদর্শন করে চলেছে।

আবার বিহার উত্তরপ্রদেশের মতো বাংলাতেও কিছু অপেরা টাইপের গোষ্ঠী ছিল যারা মাসাধিক কাল ধরে রামায়ণ মহাভারত বেহুলা লক্ষ্মীন্দার পালা অভিনয় করে দেখাতেন। নাটকের মাঝখানে মালা ডাক দেওয়া হত এবং দর্শকেরা তা কিনতোও বটে ওটাই ওদের রোজগারের উপায় ছিল। আমি বাটানগরে প্রতি বছর এমন পালার অভিনয় দেখেছি দাসপাড়া গ্রামে। বর্তমানে আর দেখা যায় না। নগরায়ণ সভ্যতা, সংস্কৃতির শিকড়ে গ্লোবালাইজেশনের থাবা এইসব শিল্পীদের দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দিয়েছে, যেমন করে

নাচনী সম্প্রদায় একালে একেবারে হারিয়ে গিয়েছে।

কলকাতায় সর্বপ্রথম লোকনাট্যের আঙ্গিকে নাটক করেছে শৌভনিক। তারা রাসবিহারীর কাছে ম্যারাপ বেঁধে বহু নাটক করেছে। সব কলাকুশলী মেকাপ কস্টিউম অবস্থায় মঞ্চেই বসে থাকতো যার যখন প্রয়োজন সে উঠে সংলাপ বলতেন বা অভিনয় করতেন। এটা লোকনাট্যের একটা বিশেষ আঙ্গিক। সত্য কথা বলতে অন্য থিয়েটারের ‘মাধব মালঞ্চী কইন্যা’ ও লোকনাট্যের আঙ্গিকে তৈরি নাটক। কাহিনী ময়মনসিং গীতিনাট্য। অপূর্ব সাড়া জাগানো নাটক। অভিনয় করেছিলেন সুরঞ্জনা দাশগুপ্ত, লাল অর্থাৎ সুমন মুখার্জী, বিভাস চক্রবর্তী এবং আরও অনেক সদস্যবৃন্দ।

অজিতেশ বাবুর ‘তিন পয়সার পালা’ অবশ্যই লোকনাট্যের আঙ্গিকে তৈরি নাটক। আভাস নাট্যদলের ‘সুন্দর বিবির পালা’ লোকনাট্যের আর একটা উদারহণ। নবমযুখ নাট্যদলের ভদ্রেশ্বরীর গল্প একটি অপূর্ব লোকনাট্য। অনেকদিন আগে মানিক মণ্ডল তাঁর দল বাজে থিয়েটার দুটি নাটক মঞ্চস্থ করেছি মানুষ চেয়ে ছাগল দামী এবং রামরাবণের যুদ্ধ দুটিই লোকনাট্য। অতি সম্প্রতি থিয়েটার ওয়ার্কশপ ‘বিয়ে গাউনি কাঁদন চাঁপা’ নাটক মঞ্চস্থ করেছে একেবারে লোক নাট্যের ঢঙে।

আবার মিনার্ভা রেপর্টারির ‘দেবী সর্পমস্থা’ নাটকটি আধুনিক সেট ব্যবহার করেও লোনাট্যের আঙ্গিকেই সাজিয়ে পরিবেশন করেছেন নির্দেশক দেবেশ চট্টোপাধ্যায়।

বাংলাদেশের নাট্যদল গুলি যেমন ‘মহুয়া সুন্দরী’, ‘মলুয়া’, ‘চন্দ্রাবতী’, দস্যু কেনারামের পালা’, ‘রূপবতী রূপভান কইন্যা, কঙ্ক ও লীলা, ‘কাজল রেখা’ ‘দেওয়ান মদিনী, ‘কমলা’, ‘রতন ঠাকুরের পালা’, ‘সুন্ন মালার পালা’, মহষাল বন্ধু’, ‘সাজুতী কইন্যা’, ‘রঙ্গমালা সুন্দরী’, ‘কমল সদাইগর’, ‘সুজাতনয়ার বিলাপ’ (হাওলা), ‘জামাল অধূয়া সুন্দরী’ প্রত্যেকটি লোকনাট্যের আঙ্গিকে সজানো পালা। কাহিনী সূত্র ময়মনসিং গীতিকা এবং প্রাচীন পূর্ব বঙ্গ গীতিকা। এরপর ভেলুয়া সুন্দরী, সোনাই সুন্দরী ও কমলা কইন্যা প্রভৃতি নাটকগুলি লোকনাট্য আঙ্গিকের প্রদর্শিত ও অভিনীত নাটক। গিরীশ করনাডের ‘নাগ মণ্ডল’ ও লোকনাট্যের আঙ্গিকে তৈরি নাটক। বর্ধমানের পানাগড়ের এবং আমরা কল্লোল ভট্টাচার্যের নির্দেশনায় অনেক লোকনাট্যের আঙ্গিকে সাজিয়ে নাটক করেছেন। রঙ্গকর্মীর বেটি আয়ি, জোছন দস্তিদার এর ‘কর্ণিক’, মনিশ মিত্রের ‘ভারত কথা’ মল্লিকা সেন গুপ্তেম ‘সীতায়ন’ এবং নির্বাক একাদেমির বিনোদিনীকে নিয়ে ‘আমার কথা’ সুরঞ্জনা দাশগুপ্তর নির্দেশনায় লোকনাট্যের আঙ্গিকেই সাজানো। শম্ভু মিত্রের চাঁদবণিকের পালা এবং উৎপল দত্তের ‘টিনের তলোয়ার’–এ লোকনাট্যের আঙ্গিকের বাঁধুনী–র আভাষ দেখতে পেয়েছি। অতি সম্প্রতি অনীক নাট্যদলের শ্রমণ চট্টোপাধ্যায় নির্দেশিত এবং অভিনিত ‘বুক ঝিম করা ভালোবাসা’, এক মর্মস্পর্শী উপস্থাপনা লোকনাট্যের আঙ্গিকেই সাজানো। পুরুলিয়ার সপ্তর্ষি নাট্যদলের ‘মন্ত্রী নিলাম,: ইজয়া বিজয়া– দন্ডবতী’ লোকনাট্যের আঙ্গিকেই সাজানো নাটক। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের গ্রামেগঞ্জে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অজস্র লোকনাট্যের দল। রাকেশ ঘোষের আলকাপ ও এই ঘরানায় সাজানো নাটক।

এবারে একটা ঘটনার কথা মজা করেই বলছি। বিহারের ঝাড়খণ্ডের (বর্তমানে আলাদা রাজ্য) অন্তর্গত ছোটোমুড়ি গ্রামে রামলীলা দেখতে গিয়েছি। সকাল থেকে ঢেরা পিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। মঞ্চে রামলক্ষ্মণ সীতা হাজির হয়েছে, আমি কিছুক্ষণ পর একটা সিগারেট ধরিয়ে সবেমাত্র একটা টান দিয়েছি, পাশ থেকে একজন টান মেরে আমার মুখের সিগারেট ফেলে তো দিলই ধমকের সুরে বললো ‘হিয়ামে মেরে রাম রাজাভি হ্যায় অউর তুম বিড়ি পিয়াতা। আমি একেবারে চুপ। ওদের ইনভলভমেন্ট দেখে আমি একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

উত্তম প্রয়াণ দিবসে জীবনকৃতি সম্মান প্রদান

শ্রেয়সী ঘোষ : মহানায়ক উত্তমকুমারের প্রয়াণ দিবস ২৪ জুলাই বাংলা চলচ্চিত্র প্রচার ও প্রসার সমিতির তরফ থেকে মহাজাতি সদনে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রথমার্ধে জীবনকৃতি সম্মান প্রদান, পরে বিচিত্রানুষ্ঠান। জীবনকৃতি সম্মানে সম্মানিত হলেন প্রখ্যাত অভিনেতা ডঃ শঙ্কর ঘোষ। তিনি সুন্দর বক্তব্য রাখেন। গানও পরিবেশ করেন। অন্যান্য প্রাপকদের মধ্যে

ছিলেন পরান বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়, দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, সুধীন সরকার, সমীর খাসনবিশ। বিচিত্রানুষ্ঠানে নৃত্যের মাধ্যমে সবাইকে মুগ্ধ করলেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। বাংলা সিনেমার বহু শিল্পী ও সঙ্গীতশিল্পী বক্তব্য ও গানে আকর্ষণীয় করে তুলেছিলেন এই অনুষ্ঠানটিকে। সমগ্র অনুষ্ঠানের তত্ত্বাবধান ছিলেন সংস্থার সম্পাদক সাধন বাগচী। সঞ্চালনায় ছিলেন দেবাশীষ বসু ও সতীনাথ মুখোপাধ্যায়।

গোধূলি মন পত্রিকা প্রকাশিত হল

নিজস্ব প্রতিনিধি : জাগতিক নিয়মেই তাঁর দৌড় থেমে গেছে। কবি সাহিত্যিক অশোক চট্টোপাধ্যায় কয়েক বছর আগে প্রয়াত হন। কিন্তু তাঁরই হাত ধরে প্রতিষ্ঠিত দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে প্রকাশিত হয়ে আসা চন্দননগর থেকে ধ্রুপদী সাহিত্য পত্রিকা ‘গোধূলি মন’–এর দৌড় অব্যাহত রেখেছেন তাঁরই সহধর্মিনী রীণা চট্টোপাধ্যায়। প্রত্যেকে যখন ই–পেপারে ক্রমশ অভ্যস্ত হতে চেষ্টা করছি তখন ছাপার হরফে ‘গোধূলি মনের’ বৈশাখ সংখ্যা সম্প্রতি আত্মপ্রকাশ করেছে। সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করা হয়েছে বাজার মূল্য বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও ‘আমরা মরিনি’। রুক্ষ পাষাণ পুরীর বুকে আমাদের এই রক্ত করবী ফুটেই থাকবে। নজরকাড়া প্রচ্ছদ এঁকেছেন ছাত্রী অস্মিতা মুখোপাধ্যায়। কবিতা গল্প প্রবন্ধ অনুগল্পের পাশাপাশি সংস্কৃতি সংবাদে সমৃদ্ধ। এই সংখ্যায় কলম ধরেছেন অন্বয় মুখোপাধ্যায়, শচীন দত্ত, আরতি ঘোষ, রামপ্রসাদ সরকার, মনোরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, কাকলি ঘোষ, তিস্তা বেজ, রীনা চট্টোপাধ্যায়, হাননান আহসান, বিজন দাস, শ্যামলী চক্রবর্তী, হিমাংশু আদক প্রমুখরা। পুস্তক প্রকাশে সহযোগিতায় ছিলেন অশোক বাবুর ছেলে ও মেয়ে অদিতি ও অরণি মুখোপাধ্যায়।

মানুষ মানুষের পাশে থাকার অঙ্গীকার, অভাবীদের পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি : নেহেরু নগর ডব্লিউ এজি ওয়েলফেয়ার অ্যাসাসিয়েশনের উদ্যোগে গত ২৩ জুলাই বিকেলে হুগলির শ্রীরামপুর নগর মোড়ে ‘শারদ সম্মান’–২০২৩ নিয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি মানিক দে বলেন, ‘যে সমস্ত দুর্গাপুজোর বারোয়ারিগুলি চাঁদা তুলে পুজো অনুষ্ঠিত করছে তারা পুজোর অনুষ্ঠানের পাশাপাশি অভাবী দুঃস্থ মানুষদের পাশে দাঁড়ালেই তবে সংগঠনের পক্ষে বিশেষ শারদ সম্মান তুলে দেওয়া হবে। সেক্ষেত্রে পুজো কমিটিগুলি যেন তাদের নাম নথিভুক্ত করেন। কোনো মানুষ বিপদে পড়লে এবং তা সংস্থার গোচরে আসলেই সাহায্যের হাত এগিয়ে আসবে এ্যাসোসিয়েশন। রক্ত, খাদ্য, বস্ত্র, পড়াশোনার ক্ষেত্রে সাহায্য করে এই সংস্থা। এটি শ্রীরামপুরে প্রধান ইউনিট ৯৮। তবে তাদের গ্রুপে ম্যাসেজ গেলেই ভারতের যেকোনো প্রান্ত থেকে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস পেয়ে যাবেন। এমনকী সুবিধা পাবেন অভাবী ছাত্র–ছাত্রীরা সে যেকোনো জাতির হতে পারে। এদিন একটি থিম সং–এর উদ্বোধন হয়। সহ সভাপতি দীপঙ্কর চক্রবর্তী ও দেবশ্রী সরকারের রচনা মানুষের পাশে থাকা, ইচ্ছেটা থাকলেই হয়।শেষ পর্যায়ে অপর্ণা ঘোষের গান পরিবেশন সকলে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেন। উপস্থিত ছিলেন সভাপতি ভাস্কর ভট্টাচার্য, সেক্রেটারি সোমনাথ দে প্রমুখ।

বিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপন

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রশাসনের উদ্যোগে সিউড়ি ১ নং ব্লকের নগরী সুধাংশু বদনী শিক্ষানিকেতনে মঙ্গলবার বৃক্ষরোপন করা হয়। চারাগাছ লাগিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন জেলাশাসক বিধান রায় এবং সিউড়ি বিধানসভাকেন্দ্রের বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী। জেলাশাসক বলেন, একবছর ধরে গাছ লাগাবো। বছরের প্রত্যেক দিন গাছ লাগানো হলে আবার আগের অবস্থায় ফিরে যাবো। বৃক্ষরোপনের কোনো বিকল্প হয় না।

মা সারদা স্কুলের বনমহোৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২০ জুলাই উত্তর দমদমের নিমতা মা সারদা স্কুলে উদ্যোগে এক বর্ণময় শোভাযাত্রার মাধ্যমে অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় বৃক্ষরোপণ ও বিতরণ করা হয়। পরিশেষে ওয়ার্ড অফিসে স্থানীয় পৌরমাতা শিক্ষারত্ন উপাধিপ্রাপ্ত মিনু রায়চৌধুরীকে কিছু গাছ উপহার স্বরূপ দেওয়া হয়। এই উপলক্ষ্যে সচেতনতামূলক নাটক পরিবেশন করা হয়। উপস্থিত জনসাধারণ অনুষ্ঠানের ভূয়সী প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করতে সাত্যকি দত্ত, শর্মিষ্ঠা মিস্ত্রি অরুন্ধতী বসু প্রমুখ শিক্ষক–শিক্ষিকারা প্রচুর পরিশ্রম করেন। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ব্রহ্মচারী গৌরী চৈতন্য মহারাজ।

ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ধোলাভিরা, ভারতের সিন্ধু সভ্যতার প্রথম স্থান

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৯৬৭ সালে সিন্ধু থেকে কচ্ছ পর্যন্ত হরপ্পা স্থলপথ আবিষ্কারের সময় ভারতের সিন্ধু সভ্যতার অন্যতম সেরা শহর ধোলাভিরার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছিল। প্রায় ২৩ বছর পর, ১৯৯০ সালে, খনন কাজ শুরু হয়। সেখানে ১২০ একর এলাকা জুড়ে বিস্তৃত ধোলাভিরা শহরের কথা জানা যায়। প্রায় ১৫০০ বছর ধরে মানুষ সেখানে বসবাস করতেন। এই শহরটিকে এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত সেরা–সংরক্ষিত শহরগুলির মধ্যে অন্যতম হিসাবে গণ্য করা হয়। হরপ্পা সভ্যতার উত্থান ও পতনের প্রমাণ দেয় ধোলাভিরা। ২০২১ সালের জুলাই মাসে

ভারতের বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানের তালিকায় সুপার–৪০ হিসাবে এই স্থানটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

হরপ্পা সভ্যতার শহর ধোলাভিরা গুজরাতের কচ্ছের রণে অবস্থিত।

এর ইতিহাস মিশরের গ্রেট পিরামিডের চেয়ে প্রায় পাঁচ হাজার বছরের পুরনো।

সীমানা প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত নগরীর জল ব্যবস্থাপনা ছিল বিস্ময়কর। খননকালে শহরের চারপাশে বেশ কিছু জলাশয় আবিষ্কৃত হয়েছিল।

তেলেঙ্গানার মুলুগু জেলায় অবস্থিত রুদ্রেশ্বর মন্দির (রামপ্পা মন্দির), ২০২১ সালে বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় ভারতের ৩৯তম বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে মনোনীত হয়েছিল।

এই খবরে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। ধোলাভিরা একটি গুরুত্বপূর্ণ নগর কেন্দ্র ছিল। আমাদের অতীতের সঙ্গে আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংযোগগুলির মধ্যে এটি অন্যতম একটি। যারা ইতিহাস,সংস্কৃতি এবং প্রত্নতত্ত্বে আগ্রহী তাঁরা অবশ্যই এই স্থানটি পরিদর্শন করতে পারেন।

শর্ট ফিল্ম ‘মা’ পুরস্কৃত

নিজস্ব প্রতিনিধি : পৃথিবীতে মানুষের সবচেয়ে আপনজন তার মা। ধনী–দরিদ্র, উচ্চ–নীচ সবার কাছেই মায়ের বিকল্প কিছু নেই। এই থিম নিয়ে শর্ট ফিল্ম মা নির্মাণ করেছেন শিল্পী চক্রবর্তী। একহাতে অনেক কিছু সামলেছেন তিনি। শিল্পী এ ছবির লেখিকা, গীতিকার, অভিনেত্রী, নিবেদক। এক বনেদি বাড়ির দুর্গাপূজার প্রাক্কালে গৃহকর্ত্রী তাঁর নাতি নাতনিদের এই উপদেশই দিয়েছেন মা সবার উপরে । ১২ মিনিটের এই শর্ট ফিল্মটির পরিচালক প্রদীপ বিশ্বাস। ছবিটি সম্প্রতি প্রদর্শিত হল রোটারি সদনে। উদ্যোক্তা রয়্যাল সোসাইটি অফ টেলিভিশন ও মোশন পিকচার্স। ছবিটির জন্য বিশেষ পুরস্কার পান শিল্পী চক্রবর্তী। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন শকুন্তলা বড়ুয়া, রাজিকা মজুমদার, রাজিব বসু, অরণ্য রায়চৌধুরী, সুতপা দত্ত, মৈনাক ঘোষ, ঋদ্ধিমা, রৌণক, সহস্রাংশ পাত্র, শিল্পী চক্রবর্তী। গানে সুর ও কণ্ঠ দিয়েছেন তথাগত সেনগুপ্ত ও সাক্ষর বসু। সিঙ্গাপুর ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে মাছবিটি পুরস্কৃত হয়েছে।

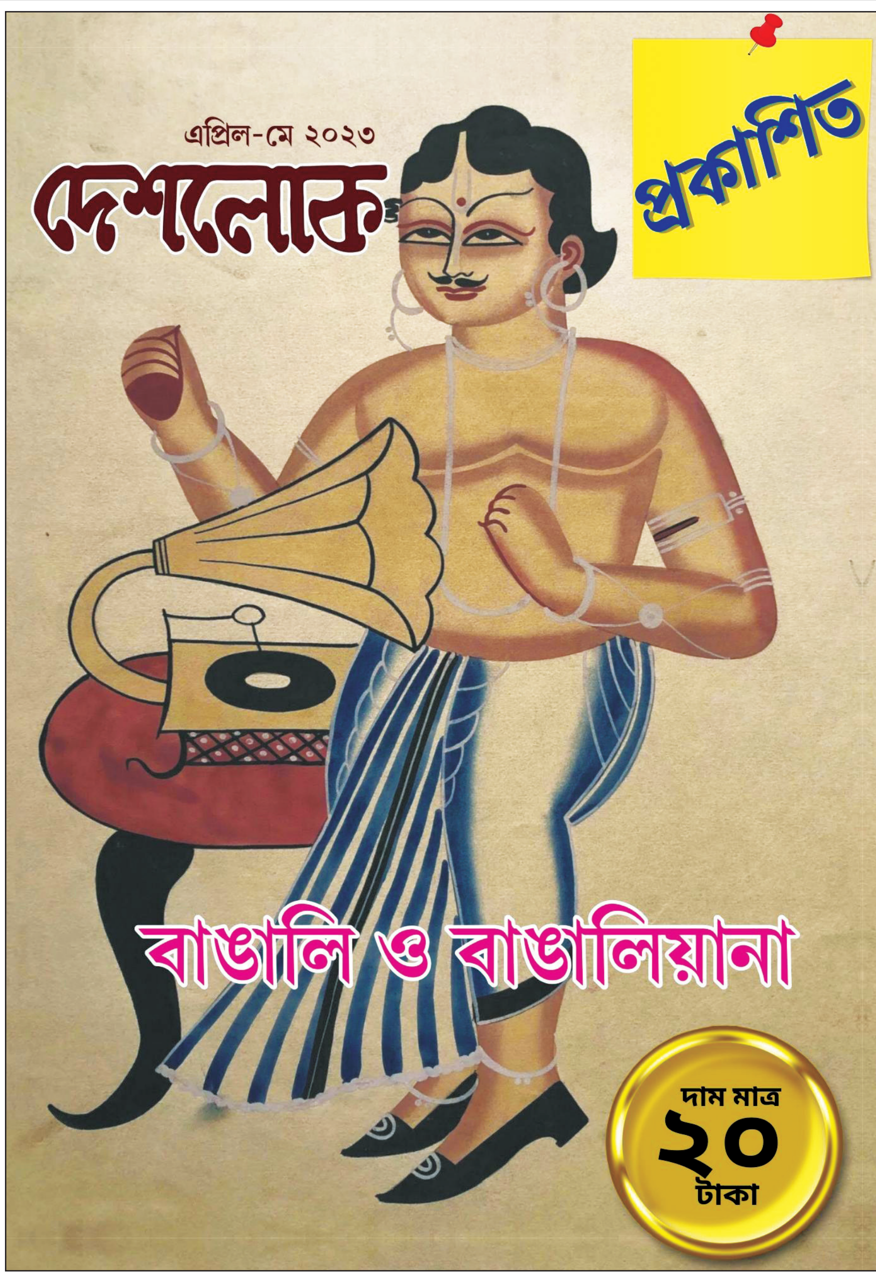

নন্দনে ৫ম বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতার বাংলাদেশ উপ–হাইকমিশনের উদ্যোগে ও বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ৫ম বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসব হবে নন্দনে আগামী ২৯ জুলাই থেকে ৩১ জুলাই। ২৭জুলাই এই উৎসবের উদ্বোধনে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ, রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, চিত্রপরিচালক গৌতম ঘোষ ও আরো অনেকে। কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে মঙ্গলবার এ খবর জানান বাংলাদেশ প্রধান সচিব (প্রেস) রঞ্জন সেন ও কলকাতার বাংলাদেশ উপ–হাইকমিশনার আন্দালিব ইলিয়াস। নন্দন–১ আর২–এ ২৯ জুলাই থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত প্রতিদিন দুপুর ১টা থেকে

রাত ৮টা পর্যন্ত সিনেমা দেখানো হবে। ৩ দিনে মোট ২৪টি সিনেমা দেখানো হবে। রোজ ৩টে শো’য়ে এই ছবি দেখানো হবে। এবার ৫ম বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসবে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র জগৎ থেকে হাজির থাকবেন ফিরদৌস আহমেদ, দিলারা হানিফ পূর্ণিমা, অরুণা বিশ্বাস, অপু বিশ্বাস, মামুনুজ্জামান ও গৌতম সাহা। বিনা টিকিটে এই ছবি দেখানো হবে। ২৯ জুলাই দুপুর ১টায় দেখানো হবে হাসিনা এ ডটারস টেল নন্দন–১’এ, জেকে–১৭১, দুপুর সাড়ে ৩টের ছবি বিক্ষোভ ও সন্ধ্যে ৬টায় দেকানো হবে দামাল নন্দন–২এ। এছাড়া রয়েছে ওমর, ফারুকের মা, ধড়, দেশান্তর ও আরো অনেক ছবি। কলকাতার বাংলাদেশি উপ–হাইকমিশনার বলেন, প্রতি বছর শীতকালে এই উৎসব হলেও এবছর এগিয়ে আনা হল। তবে এই উৎসবকে ঘিরে এদেশে মানুষের কাছ থেকে ভালো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। এই ছবি গুলির মধ্যে পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি ২০টি, স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবির ২টি ও প্রামাণ্যচিত্রের সংখ্যাও ২টি আছে।

আঁতস কাঁচে

মিলল ছাড়পত্র

আশঙ্কার অবসান হল। শেষপর্যন্ত ভারতীয় দলের কোচ ইগর স্টিমাচ ও অধিনায়ক সুনীল ছেত্রীর আবেদনে কাজ হল। এশিয়ান গেমসে যোগ দেওয়ার ছাড়পত্র দিল ক্রীড়ামন্ত্রক। পুরুষ দলের পাশাপাশি মহিলা দলও এই ছাড়পত্র পেয়েছে। নিয়মে কিছুটা শিথিল করে সবুজ সঙ্কেত দিল কেন্দ্রীয় যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া মন্ত্রক। বুধবার কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর ট্যুইট করে জানান, 'আসন্ন এশিয়ান গেমসে অংশ নেবে ভারতীয় পুরুষ ও মহিলা ফুটবল দল। সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সের কথা মাথায় রেখেই দুই দলকে এশিয়াডে অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।' সেপ্টেম্বরের ২৩ তারিখ থেকে চিনের হাংঝৌয়ে শুরু হচ্ছে এশিয়ান গেমস।

ছন্নছাড়া বাগান

লিগে জয়ের হ্যাটট্রিক করে বেশ এগোচ্ছিল মোহনবাগান। কিন্তু কালীঘাটের কাছে ঘরের মাঠেই ছন্দপতন। বলা যেতে পারে কোনোরকমে হার বাঁচাল মোহনবাগান। কালীঘাট মিলন সংঘের বিরুদ্ধে ১-১ গোলে ড্র করল সবুজ মেরুন। ম্যাচ অফিসিয়ালদের কয়েকটা বিতর্কিত সিদ্ধান্তে অমীমাংসিত থেকেই শেষ হয় খেলা। কালীঘাটের হয়েস্পট কিক থেকে গোল করেন করণ চাঁদ মুর্মু। আবার পেনাল্টি থেকেই বাগানের হয়ে একমাত্র গোল করেন সুহেল আহমেদ ভাটের।

আটকাল ইস্টবেঙ্গল

আবার আটকে গেল ইস্টবেঙ্গল। বেনবোর পর বিএসএস। নৈহাটির বঙ্কিমাঞ্জলি স্টেডিয়ামে বিএসএসের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করল লাল হলুদ। চার ম্যাচের মধ্যে দুটো ড্র করে সুপার সিক্সের পথ কঠিন করে ফেলল ইস্টবেঙ্গল। ৯০ মিনিটে দীপ সাহার গোলে এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। অতিরিক্ত সময়ের শেষ মুহূর্তে ১-১ করেন সৌরভ সেন। ম্যাচের ১৬ মিনিটে তুহিন দাসকে লাল কার্ড দেখান রেফারি প্রাঞ্জল ব্যানার্জি।

মহমেডানের হার

২০২২ সালের এপ্রিলে গঠিত সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জির দল প্রিমিয়ার লিগের অভিষেকেই বাজিমাত করছে। রাহুল পাসওয়ানের জোড়া গোলে কলকাতা লিগে প্রথম হোঁচট খেল মেহরাজউদ্দিনের দল মহমেডান স্পোর্টিং। নিজেদের মাঠে ডায়মন্ড হারবারের কাছে ২-১ গোলে হারে কলকাতার তৃতীয়প্রধান ক্লাব।

বাগানে পোগবা

হঠাৎ কলকাতায় এলেন পল পোগবার দাদা ফ্লোরেন্টিন পোগবা। গত মরসুমে সবুজ মেরুন জার্সিতে সই করেন পোগবা। কিন্তু চোটের কারণে সেভাবে নিজেকে মেলে ধরতে পারেননি। ফলে এটিকে মোহনবাগান কর্তৃপক্ষ তাঁকে ছেড়ে দেয়। সূত্রের খবর, বাগানের ফুটবলার ও সাপোর্ট স্টাফদের গ্রুপে রয়েছেন ফ্লোরেন্টিন পোগবা। সেই গ্রুপে থাকা সকলকে জানানো হয়েছিল আগামী ২২ জুলাই বাগানের অনুশীলন শুরু হচ্ছে। পোগবা সেই খবর পেয়েই নিজের উদ্যোগে কলকাতায় এসেছেন। তিনি এখনও মোহনবাগানের চুক্তিবদ্ধ ফুটবলার।

এই নিয়ে ৯ বার, সৌরভের আমল থেকে ওয়েস্ট ইন্ডিজে টানা সিরিজ জয় ভারতের

সুমনা মণ্ডল

চারিদিকে শুধু বৃষ্টির দাপট। ওল্ড ট্রাফোর্ডে বৃষ্টিতে স্বপ্ন ভেঙেছে ইংল্যান্ডের। তবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের পোর্ট অফ স্পেনের কুইন্স পার্ক ওভালে বৃষ্টির দাপটে দ্বিতীয় টেস্ট জেতা না হলেও, স্বপ্ন ভাঙেনি রোহিত ব্রিগেডের। জেতার জন্য ভারতের প্রয়োজন ছিল ৮ উইকেট, ওয়েস্ট ইন্ডিজের ২৮৯ রান। কিন্তু পঞ্চম দিনের খেলা শুরুই করা যায়নি। ফলে এই ম্যাচ ড্র হয়ে যায়। প্রথম টেস্ট জিতে থাকায় সিরিজ ও ট্রফি চলে আসে রোহিতের হাতে। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের নতুন মরসুমে প্রথম ২টি ম্যাচেই অপরাজিত থাকল ভারত। ফলে ভালো জায়গায় থাকলেন রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিরা। এটা ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে তাদের টানা পঞ্চম সিরিজ জয়। ৩১ বছরের খরা কাটিয়ে ২০০২ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ জিতেছিল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভারত। সেই থেকে ক্যারিবিয়ানদের ওপর দাপট চলছে ভারতীয়দের। খেলা ওয়েস্ট ইন্ডিজে হোক কিংবা ভারতে, আর কোনো সিরিজই জিততে পারেনি ক্যারিবিয়ানরা। এমনকী একটা টেস্ট ম্যাচও নয়। এই নিয়ে টানা ৯টি সিরিজ জিতল ভারত। আর মুখোমুখি লড়াইয়ে এই নিয়ে টানা ২৫ টেস্ট জয়বিহীন থাকল ওয়েস্ট ইন্ডিজ! দ্বিতীয় টেস্টে প্রথম ইনিংসে ব্যাট করে ৪৩৮ রান তুলেছিল ভারত। শতরান করেন বিরাট কোহলি (১২১)। তার জবাবে ২৫৫ রানে অলআউট হয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। পাঁচ উইকেট নেন মহম্মদ সিরাজ। দ্বিতীয় ইনিংসে ২ উইকেটে ১৮৮ রানে ডিক্লেয়ার করে ভারত। ৩৭১ রানের লিড নেয় টিম ইন্ডিয়া।

চতুর্থ দিনের শেষে ২ উইকেট হারিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের রান ছিল ৭৬। ম্যাচের সেরা হন মহম্মদ সিরাজ। আর পুরো সিরিজে বল হাতে ১৫ উইকেট শিকারের সুবাদে সিরিজসেরার পুরস্কার পেয়েছেন রবিচন্দ্র অশ্বিন। সিরিজ জয় নিয়ে ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা বলেন, 'প্রতিটি জয়ই আলাদা। ওয়েস্ট ইন্ডিজ বা ভারতে খেলার নিজস্ব চ্যালেঞ্জ রয়েছে। আমি খুব খুশি যে, যেভাবে চেয়েছি, জিনিসগুলি সেভাবেই ঘটেছে। দুর্ভাগ্যবশত শেষদিনের খেলা ভেস্তে গিয়েছে। আমরা ফলাফল চেয়েছিলাম। আমরা বেশ নিশ্চিত ছিলাম। এই উইকেটে শেষ পর্যন্ত ব্যাট করা কতটা কঠিন, সেটা জানতাম। আমরা সব সময়ে এমন স্কোর চেয়েছিলাম, যাতে জেতার জায়গায় থাকতে পারি।' অভিষেক টেস্টে ভালো বোলিং করেছেন বাংলার পেসার মুকেশ কুমারও। তাঁদেরও প্রশংসা করেছেন রোহিত। ম্যাচ সেরার পুরস্কার নিয়ে সিরাজ বলেন, 'ফাস্ট বোলারদের জন্য এই উইকেটে কোনো সাহায্য পাওয়া যাচ্ছিল না। এই কন্ডিশনে যখন কেউ সফল হয়, তখন আত্মবিশ্বাস পাওয়া যায়। আমার পরিকল্পনাটা সহজ ছিল আর তা আমি বাস্তব করেছি।' প্রসঙ্গত, ত্রিনিদাদ টেস্ট ছিল বিরাট কোহলির আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ৫০০ তম ম্যাচ। আর ভারত– ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যে শততম টেস্ট। এবছর এশিয়া কাপ থেকে বিশ্বকাপ রয়েছে। ভারতের পরের টেস্ট সিরিজ দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে, চলতি বছরের ডিসেম্বরে।

জয়ের আনন্দ লেকপল্লির অলিন্দে

নিজস্ব প্রতিনিধি : কিক বক্সিংয়ের প্রতি অদম্য ভালোবাসা। আর সেই ভালোবাসারই সুন্দর প্রতিফলন ধরা পড়ছে, এই প্রতিবেদনের সহযোগী ছবিটিতে। আত্মরক্ষার এই বিশেষ খেলার উৎপত্তিস্থল জাপান হলেও ভারতের আর পাঁচটা রাজ্যের পাশাপাশি এই রাজ্যেও দিনেদিনে কিক বক্সিয়ের জনপ্রিয়তা বেড়েই চলেছে। মার্শাল আর্টের অন্যতম খেলা কিক বক্সিং নিয়ে ধীরে ধীরে আত্মরক্ষা ও ফিটনেসের জন্য ক্যারাটে, বক্সিং ও মুইথাইয়ের পাশাপাশি ছেলেমেয়েদের কিক বক্সিয়ে যথেষ্ট আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। তা-রই নমুনা উঠে এলো রাজস্থানের জলন্ধরে ১-৫ জুলাই অনুষ্ঠিত ওয়াকো ইন্ডিয়া সিনিয়র অ্যান্ড মাস্টার্স ন্যাশনাল কিকবক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে ২৭টি রাজ্যের মধ্যে বাংলার সপ্তম স্থান অর্জনের হাত ধরে।

যেখানে খোদ কলকাতার ঝুলিতে এবার এল পাঁচটি সোনা, দু'টি রুপো ও দু'টি ব্রোঞ্জ। কলকাতার ওয়াকো বেঙ্গলের পক্ষ থেকে অংশগ্রহণকারী ১৩ জন কিক বক্সারের মধ্যে ন'জনই পদকজয়ী। এই টুর্নামেন্টে রেফারি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলকাতার 'ওয়েস্ট বেঙ্গল স্পোর্টস কিকবক্সিং অ্যাসোসিয়েশনে'র সাধারণ সম্পাদক বিশ্বনাথ রায় এবং কলকাতা 'ডিস্টিক্ট কিকবক্সিং অ্যাসোসিয়েশনে'র সম্পাদক পার্থ মিত্র। পদকজয়ীদের মধ্যে স্বর্ণপদক পেল ঈশান দাস, অভিষেক সাহা, বীরবল শর্মা ও দেবজিৎ দাস। আয়ুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় পেল রৌপ্যপদক। ব্রোঞ্জপদক অর্জন করে শুভ্রজ্যোতি দাস ও শোত্রীয় সেন। মোনালিসা রায়ের ঝুলি ভরে ওঠে সোনা এবং রুপো দুটোতেই। দক্ষিণ কলকাতায় এই খেলা নিয়ে বিশেষ আগ্রহী কয়েকজনের কথা থেকেই উঠে আসে যে প্রতিনিয়ত তাদের স্থানীয় লেকপল্লী ক্লাবের প্রাঙ্গণে সংগঠনের আধিকারিক পার্থবাবু ও বিশ্বনাথ বাবুদের নিরলস প্রশিক্ষণ এবং পর্যবেক্ষণ প্রতিটি টুনামেন্ট আগামীদিনে বাংলাকে কিকবক্সিং খেলায় অনেকটাই এগিয়ে রাখতে সমর্থ হবে।

আন্তঃ রাজ্য সুব্রত কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৭ জুলাই ৬২ তম আন্তঃ রাজ্য সুব্রত কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা ২০২৩ সালের চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উত্তর ২৪ পরগনার নিবাধুই বালিকা বিদ্যালয় এবং দ: ২৪ পরগনার খেয়াদহ হাইস্কুলের মধ্যে চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলা অনুষ্ঠিত হয়। উত্তর ২৪ পরগনার নিবাধুই বালিকা বিদ্যালয় ৩-১ গোলে বিজয়ী হয়েছে। এই খেলা পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন সুবিনয় ঠাকুর, দক্ষিণ কলকাতা জেলা ক্রীড়া পরিষদের সম্পাদক সুন্দর হালদার ও সদস্য তড়িৎ রায়। জ্যোতির্ময় পাবলিক স্কুলের অধ্যক্ষ সুশান্ত দাস, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া পরিষদের সম্পাদক, শুভেন্দু ঘোষ ও জেলার বিভিন্ন প্রান্তের শারীর শিক্ষা বিভাগের শিক্ষক শিক্ষিকাগণ। দ: ২৪ পরগনা জেলার কোদালিয়া প্রসন্নবঙ্গ হাইস্কুল ও অনূর্ধ্ব ১৭ বছর বালক বিভাগে রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে। ৩০ জুলাই থেকে ২ আগস্ট পর্যন্ত রাজ্যপর্যায়ের প্রতিযোগিতা যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে অনুষ্ঠিত হবে।

বাবা হচ্ছেন তাই পুজোয় ব্যস্ত সুনীল ছেত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাবা হতে চলেছেন ভারতীয় দলের ক্যাপ্টেন সুনীল ছেত্রী। সেই কারণেই আয়োজন করা হয়েছিল পুজোর। সোশাল মিডিয়াতে সেই ছবি শেয়ার করেছেন সুনীল ছেত্রী। সেখানে দেখা যাচ্ছে সুনীলের বাড়িতে যজ্ঞ হচ্ছে এবং গোলাপি পাঞ্জাবি ও সাদা পাজামা পরে যজ্ঞের আগুনের সামনে হাসি মুখে বসে রয়েছেন সুনীল ছেত্রী। এক মনে যজ্ঞের আগুনের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন সুনীল ছেত্রী। সেই ছবিতেই দেখা যাচ্ছে সুনীলের থেকে কিছুটা দূরে একটি চেয়ারে বসে রয়েছেন তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী সোনম।

র‍্যাঙ্কিংয়ে এগোচ্ছে ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি : ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ফের প্রথম ১০০'র মধ্যে ঢুকে পড়লেন সুনীল ছেত্রীরা। দেশের মাটিতে পরপর ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ ও সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ জেতার সুবাদেই ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ১ ধাপ উন্নতি হল ভারতের। এর আগে নাওরেম মহেশ সিং, অনিরুদ্ধ থাপারা ছিলেন ১০০ নম্বরে। বৃহস্পতিবার প্রকাশিত ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ৯৯ নম্বরে ভারত। ইগর স্টিম্যাচের দলের মোট পয়েন্ট ১২০৮.৬৯। এর আগে মোট পয়েন্ট ছিল ১২০৪.৯। পয়েন্টের হিসেবে ৩.৭৯ শতাংশ উন্নতি হয়েছে ভারতের। ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে উন্নতি হওয়ায় সারা দেশের ফুটবলপ্রেমীরা খুশি। এখনও পর্যন্ত ভারতীয় দলের সেরা ফিফা র‍্যাঙ্কিং ৯৩। ফুটবলপ্রেমীদের আশা, আরও

উন্নতি করতে পারবে ভারতীয় ফুটবল দল। উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের ১২ জানুয়ারি থেকে ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কাতারে চলবে এএফসি এশিয়ান কাপ। ভারত রয়েছে কঠিন গ্রুপে। ভারতের গ্রুপে রয়েছে কাতার বিশ্বকাপ খেলা অস্ট্রেলিয়া।

এছাড়া রয়েছে সিরিয়া ও উজবেকিস্তান। এশিয়ান কাপে পঞ্চমবার নামতে চলেছে ভারত। এর আগে ১৯৬৪ সাল, ১৯৮৪ সাল, ২০১১ সাল এবং ২০১৯ সালে খেলেছিল। এই প্রথমবার এশিয়া কাপের পরপর দুটি সংস্করণে খেলবে ভারতীয় দল। ১৯৬৪ সালে রানার্স-আপ হয়েছিল ভারতীয় দল। সেটাই এশিয়া কাপে ভারতের সবচেয়ে সেরা সাফল্য।

মেরিকম হওয়ার স্বপ্ন দেখছে মণিকা

মলয় সুর : কলকাতার ঝুপড়িতে থেকেই ভারতীয় বক্সিংয়ের সোনার মেয়ে হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী মণিকা মল্লিক। যিনি গত বছর খেলো ইন্ডিয়া গেমসে ৫২কেজি বিভাগে ব্রোঞ্জ পদক পেয়ে সেই প্রত্যাশা আরো জোরদার করেছেন। ভবানীপুরের শশীশেখর বসু রোডের ধারের ঝুপড়িতেই থাকেন মণিকারা। বাবা সরেশ মল্লিক কলকাতা পুরসভার অস্থায়ী সাফাইকর্মী। মা পরিচালিকার কাজ করেন। বাড়িতে ছয় বোন ও এক ভাইকে নিয়ে ন'জনের সংসার। যা চালাতে গিয়ে নুন আনতে পান্না ফুরোনোর মতো অবস্থা। বক্সিংয়ের সামগ্রী জুতো অনেক সময়েই ঠিকঠাক মেলে না। কিন্তু আর্থিক প্রতিকূলতা ও অভাবের মধ্যেও মণিকা নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন একাগ্রচিত্তে। গত বছরের খেলো ইন্ডিয়াতে বাংলার বক্সিংয়ের নজর কাড়া প্রতিভা বলা হচ্ছে তাঁকে। যদিও তাঁদের আদি বাড়ি বিহারে। মণিকা বলেন, আমি সোনা জিততে চাই। তাঁর আদর্শ মেরি কম। বাংলার অষ্টাদশী বক্সার মণিকা বক্সিং করে ওর মতো জায়গায় পৌঁছতে চায়। দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার স্বপ্ন দেখে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে। সেখান থেকেও সাপল্য আনতে আগ্রহী। তাঁর বক্সিংয়ে আসার একটা ঘটনা, তাঁদের বাড়ির কাছেই আদি গঙ্গার গোপালঘাট, সেখান থেকেই এই খেলাটার প্রতি আগ্রহ বাড়ে। ওখানেই কোচ সঞ্জয় প্রসাদ, বালাজি বক্সিং আকাদেমিতে ছেলেদের সঙ্গে খালি হাতে প্র্যাকটিশ করতাম। জুতো কেনারও সামর্থ্য ছিল না। তারপরে কোচই কিটস দেন। অনেক পরে বাবা কষ্ট করে টাকা জোগাড় করে জুতো কিনে দিয়েছিলেন। যদিও এর আগে গুয়াহাটি ও দিল্লিতে জাতীয় যুব প্রতিযোগিতায় নামলেও সাফল্য আসেনি। কোচ সঞ্জয় স্যার বলেন, মেয়েটার সাহস আছে, এবং শেখার আগ্রহ। আর চকিতে আক্রমণ করার প্রতিভা রয়েছে। এখন রক্ষণটাকে আরও ভালো করতে হবে। জাতীয় শিবিরে যাওয়ার জন্য এখন থেকেই দিনে ছ'ঘন্টা অনুশীলন করেছে মণিকা। তাঁর খব ইচ্ছা একবার মেরিকম দিদির সঙ্গে সাক্ষাৎ করার। তাহলে কীভাবে আরও নিখুঁতভাবে এগোতে পারব তা শিখে নিতে পারব। শুনেছি, মেরিকম দিদিও এভাবে অভাব-অনটনকে উপেক্ষা করে উঠে এসেছিলেন ভারতীয় বক্সিংয়ে। সেই কারণেই রাস্তাটার হদিশ ওঁর থেকেই নিতে চাই।

ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ শততম টেস্টে অভিষেক বাংলার বোলার মুকেশ কুমার পোর্ট অফ স্পেনে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যে ছিল শততম টেস্ট। এই টেস্ট স্মরণীয় হয়ে রইল বাংলার বোলার মুকেশ কুমারের জন্য। মুকেশ আদতে বিহারের বাসিন্দা হলেও তিনি গত কয়েকবছর ধরেই বাংলার হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলছেন। মুকেশ আদতে বিহারের বাসিন্দা হলেও তিনি গত কয়েকবছর ধরেই বাংলার হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলছেন। ভারতের অধিনায়ক রোহিত বলেন, 'মুকেশ ঘরোয়া ক্রিকেটে ভালো পারফরম্যান্স দেখিয়েছে।' মুকেশের জন্ম বিহারের গোপালগঞ্জে। মুকেশের বাবা প্রয়াত কাশীনাথ সিং পেশায় ছিলেন ট্যাক্সিচালক। সংসারে টানাটানি ছিলই। জুতো জোড়া কেনার টাকাও ছিল না। কিন্তু মুকেশের খেলায় বাধা দেননি। ভিশন ২০২০-র এক শিবিরে মুকেশ ট্রায়াল দিতে এসে চোখে পড়ে যান। এরপর খেলেন বাংলাতেই। বাংলাদেশ সিরিজেই ভারতীয় দলে ডাক পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু ডাক পাননি। তবে ভারতীয় 'এ' দলে সুযোগ পেতেই নিজের প্রতিভার বিচ্ছুরণ ঘটান। রঞ্জিতেও বাংলার হয়ে নিয়মিত পারফরম্যান্স করে যান বিগত কয়েকবছর ধরেই। এবারের আইপিএলে দিল্লির অন্যতম বোলার ছিলেন মুকেশ কুমারই। এবারের নিলামে দিল্লি সাড়ে ৫ কোটি টাকায় মুকেশকে তুলে নিয়ে চমক দেখিয়েছিল। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে মূল স্কোয়াডে সুযোগ না হলেও দলের সঙ্গে ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন মুকেশ কুমার। ৩৯টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলেছেন মুকেশ কুমার। সেইসঙ্গে তাঁর ঝুলিতে রয়েছে ১৪৯টি উইকেট। ছয়বার পাঁচ উইকেট নেওয়ার নজিরও রয়েছে মুকেশ কুমারের। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের দলে সুযোগ পেয়ে বিশ্বাসই করতে পারেননি মুকেশ কুমার। টেস্ট ছাড়াও ওয়ানডে দলেও ডাক পেয়েছেন তিনি। বলেন, 'জাতীয় দলে সুযোগ পেয়েছি, প্রথমটায় বিশ্বাসই হয়নি। ভারতের হয়ে খেলার স্বপ্ন দেখে সব ক্রিকেটারই। আমারও স্বপ্ন ছিল টেস্ট ও ওয়ানডে দলে খেলব। সেই স্বপ্ন সত্যি হল।' অভিষেক ম্যাচে মুকেশ কুমার ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দুরন্ত স্পেল করতেও দেখা যায়। ১৮ ওভার বল করে ২ উইকেট নেন তিনি। বাংলার হয়ে টেস্ট খেলেছেন প্রবীর সেন, মন্টু ব্যানার্জি, নিরোদ চৌধুরী, পঙ্কজ রায়, অম্বর রায়, সুব্রত গুহ, প্রণব রায়, দিলীপ দোশি, অরুণ লাল, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, দেবাং গান্ধী, দীপ দাশগুপ্ত, সাবা করিম, ঋদ্ধিমান সাহা, মহম্মদ শামিরা খেলেছেন। সেখানেই যোগ হলেন মুকেশ কুমার।

কুয়াদ্রাত আসতেই বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস লাল হলুদ সমর্থকদের, আরও ২ বিদেশির খোঁজে ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি : অন্ধকারেই যেন আশার আলো নিয়ে এলেন কার্লোস কুয়াদ্রাত। কলকাতায় পা রাখলেন লাল হলুদের নয়া কোচ কার্লোস কুয়াদ্রাত। রবিবার গভীর রাত। তবু তাঁকে স্বাগত জানাতে নির্ঘুম লাল হলুদ সমর্থকরা হাজির হয়েছিলেন দমদম বিমানবন্দরে। কুয়াদ্রাত সামনে আসতেই হাজারখানেক সমর্থকদের যেন বাঁধন হারা উৎসব। মাঝরাতেও চারিদিকে লাল হলুদ প্লাবন দেখে স্বাভাবিকভাবেই অবাক কুয়াদ্রাত। মুখে মুখে ফিরল স্লোগান। কুয়াদ্রাতের জয়ধ্বনি। লাল হলুদ উত্তরীয় এবং পুষ্পস্তবক দিয়ে তাঁকে স্বাগত জানানো হয়। তাঁর দুই সহযোগী মার্টিনেজ ও ডেলগার্ডোকেও উষ্ণ অভ্যর্থনায় ভরিয়ে দেওয়া হয়। কোচকে স্বাগত জানাতে ক্লাবের কর্ম সমিতির কয়েকজন সদস্যও উপস্থিত ছিলেন মধ্যরাতে বিমান বন্দরে। ভারতীয় ফুটবল অচেনা নয় কুয়াদ্রাতের কাছে। আইএসএলে বেঙ্গালুরু এফসিকে চ্যাম্পিয়ন করেছিলেন কুয়াদ্রাত। গত কয়েক বছরে আইএসএলে জঘন্য পারফরম্যান্স করা লাল হলুদ কর্তারা

ট্রফির খরা কাটাতে তাই তাঁর উপরে বিশেষ ভরসা করছেন। ২০১৭-১৮ মরসুমে অ্যালবার্ট রোকা বেঙ্গালুরু এফসি ছেড়ে দেওয়ার পর সুনীলদের দায়িত্ব নেন কুয়াদ্রাত। ২০১৮ থেকে ২০২১ পর্যন্ত বেঙ্গালুরুতে কোচ ছিলেন কুয়াদ্রাত। তাঁর আমলেই টানা ১১ ম্যাচ অপরাজিত ছিলেন সুনীলরা। ২০১৮-১৯ মরসুমে বেঙ্গালুরু এফসি আইএসএল জিতিয়ে ছিলেন তিনি। শুধু তাই নয়, ২০১৮-১৯ মরসুমে আবারও প্লে অফে পৌঁছে যায় বেঙ্গালুরু। ২০১৯-২০ মরসুমে তৃতীয়বার প্লে অফে যায় বেঙ্গালুরু। অর্থাৎ ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছিল কুয়াদ্রাতের বেঙ্গালুরু। ২০২১-২২ মরসুমে তিনি সাইপ্রাসের ক্লাব অ্যারিস লিমাসোলে যোগ দেন। প্রথমবার তাঁর কোচিংয়ে উয়েফা ইউরোপিয়ান প্রতিযোগিতায়ও জায়গা পেয়েছেন। খেলোয়াড় জীবনে বার্সেলোনার লা মাসিয়ায় ফুটবলের শুরু কুয়াদ্রাতের। বার্সেলোনা 'বি' ও 'সি' দলের হয়েও খেলেছেন তিনি। এখন দেখার ইস্টবেঙ্গলে এসে কতটা সফল হয় এই স্প্যানিশ কোচ। আইএসএলে প্রতিবার চরম ব্যর্থতার পর এবার নতুন করে স্বপ্ন দেখছেন লাল হলুদ সমর্থকরা। কুয়াদ্রাত তাঁর পছন্দের দলও তৈরি করছেন। ভিসা সমস্যার জন্য দেরীতে কলকাতায় এলেন লাল হলুদের নতুন কোচ। আজ নৈহাটিতে ইস্টবেঙ্গলের চতুর্থ ম্যাচ। জুনিয়রদের খেলা দেখতে সেখানে গেছেন কুয়াদ্রাত। তবে সময় নষ্ট করতে রাজি নন আর। মঙ্গলবার থেকেই এই আইএসএল জয়ী কোচ ডুরান্ড কাপের অনুশীলন শুরু করে দেবেন। তবে এখনও দল পুরোপুরি সেজে ওঠেনি ইস্টবেঙ্গলের। নতুন বিদেশি নেওয়ার কথাবার্তাও চলছে। মোহনবাগানকে টেক্কা দিতে এ লিগের দুই ফুটবলারকে দলে নিতে চাইছে ইস্টবেঙ্গল। জর্ডন এলসিকে দলে নিতে চাইছে ইস্টবেঙ্গল। তিনি মূলত রক্ষণের ফুটবলার। পাশাপাশ হোসে অ্যান্তোনিও পারদো লুকাসের সঙ্গেও কথা চলছে। স্পেনের ক্লাব এলডেন্সের হয়ে গত মরসুমে খেলেছেন লুকাস।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com